# দ্বিমিক

সিএসই , বুয়েট র‍্যাগ ব্যাচ' ০৪ এর একটি প্রকাশনা

# দ্বিমিক

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইন্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট,বুয়েট র‍্যাগ ব্যাচ '০৪ এর একটি প্রকাশনা

**প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ**
১৫ আষাঢ় ১৪১৬ ॥ ২৯ জুন ২০০৯

**সম্পাদক**
**ইমরুল কায়েস**
eru2005@yahoo.com
কপিরাইট সিএসই ব্যাচ '০৪

**সহযোগিতায়**
মুফাখখারুল ইসলাম নাসিফ
নুরুল আমিন
হাসিব জামান

**প্রচ্ছদ**
ইমরুল কায়েস

Dimik' a collection of Bengali memorials, fictions, poems of the students of cse buet rag batch'04 ; edited and published by Imrul Kayes on behalf of the batch' 04;cover designed by Imrul kayes; first internet edition published on 29th june 2009.

# সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক,
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইন্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে ২০০৯ সালে গ্রাজুয়েশন করা ০৪ ব্যাচের ছাত্রদের ইবুক এই দ্বিমিক। দীর্ঘ পাঁচটি বছর এই প্রাচীন বিদ্যাপিঠে অধ্যয়ন করে এই ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে যে গল্প জমেছে তাই তারা বিদায়বেলায় ইবুকের মাধ্যেমে তুলে ধরতে চেয়েছে।

আমরা যখন ই-বুকের জন্য লেখা চেয়েছিলাম তখন আমরা ধারনাও করতে পারি নি এতগুলো লেখা আমরা পাব। সিএসই ডিপার্টমেন্টে পড়াশুনার চাপ সামলিয়ে একটু সময় করে লেখাগুলো লেখার জন্য তাদের প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি। অবশ্য অনেকে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে লিখতে পারে নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে। এই ই-বুকে সহপাঠীদের লেখাগুলো পড়ে তারা তাদের ভাল লাগবে বলে আশা করছি। লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে আমার সাথে সাথে ফাহাদের কথা না বললেই নয়। সে সবাইকে তাগাদা দিয়ে এবং অনেকক্ষেত্রে লেখা না দিলে বেনামে অপ্রাসঙ্গিক লেখা ছাপানো হবে প্রকারান্তরে হুমকি দিয়ে অনেক লেখা আদায় করেছে। তাকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। মুফাখখারুল ইসলাম নাসিফ প্রচ্ছদ আর কম্পোজ থেকে শুরু করে টুকিটাকি নানান টেকনিক্যাল বিষয়ে সাহায্য করেছে। নুরুল আমিন ও হাসিব অনেকগুলো প্রোফাইল এডিট ও কম্পোজ করেছে । ধন্যবাদ তাদেরও প্রাপ্য।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালের ছাত্র-ছাত্রীদের যন্ত্র নিয়ে কারবার বলে তারা বাংলা গদ্যে খানিকটা দুর্বল এই বোধটা যাদের মধ্যে আছে আশা করছি এই ই-বুক পড়ে তাদের সেই ধারনা খানিকটা হলেও পরিবর্তন হবে। খুব দ্রুত ই-বুকটি তৈরী করা হয়েছে বলে কিছু কিছু লেখায় বানান ভুল চোখে পড়তে পারে। সংবেদনশীল পাঠকের কাছে তাই আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সবাই ভাল থাকবেন।

**ইমরুল কায়েস**
সম্পাদক,'দ্বিমিক'

# সূচিপত্র

| শিরোনাম | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমার স্বপ্ন সাধ ও আমার বন্ধুরা | মুহাম্মাদ তানজিরুল আজিম | ০৬ |
| বোয়াল | ইমরুল কায়েস | ০৯ |
| Thumbs up to BUET | মোস্তফা নিজামুল আজিজ(ফাহাদ) | ১৪ |
| আমার বুয়েটলিপি | নুরুল আমিন | ১৮ |
| টুকরো স্মৃতি | আকন্দ আশকাক উর রহমান | ২০ |
| কিছু অনুকাব্য | মোঃ মঈনূল হাসান | ২২ |
| গোড়ায় গলদ | আরিফ খান | ২৩ |
| স্মৃতিPedia | সাইয়িদ সাফায়েত আলম( রাজিন ) | ২৪ |
| এটা আমার নিজের গল্প | ইমরুল কায়েস | ২৮ |
| ঘনিষ্ঠ রাত ও দিন | নাজমুল হাসান রবিন | ৩২ |
| বুয়েট কড়চা | মমিনুল ইসলাম | ৩৩ |
| দুটি মজার ঘটনা | মোঃ মাহমুদুর রহমান | ৩৬ |
| সাকসেস-কে | আরিফ আকরাম খান | ৩৭ |
| মুখোশ | মাসুমা খানম | ৩৮ |
| বৃষ্টিকন্যা | হাসিব জামান | ৩৯ |
| বায়ুকল | সুদীপ চৌধুরী | ৪২ |
| শিরোনামহীন টুকিটাকি | সুমাইয়া ইকবাল | ৪৩ |
| সর্ষেয় ভূত | মুফাখখারুল ইসলাম নাসিফ | ৪৬ |
| অতল সাগরে পড়েছি, সেখানে সাঁতার জানিনা আমি | হরিচন্দন রায় | ৪৮ |
| কার্টুন | নাসিফ | ৫০ |
| SHIHAB SPECIAL AWARDS ’09 | সিহাবুর রহমান চৌধুরী | ৫১ |
| সি চৌধুরীর সাক্ষাতকার | অজ্ঞাত | ৫৫ |
| বন্ধু আমার.... | এ,এম ইফতেখারুল আলম | ৫৬ |

[দ্বিমিক] সিএসই,বুয়েট র‍্যাগ ব্যাচ '০৪ এর একটি প্রকাশনা

| | | |
|---|---|---|
| সুন্দরবনের সৌন্দর্যের খোঁজে | আরিফুল ইসলাম | ৫৭ |
| বংশধরদের প্রতি | ইমরান খান | ৫৯ |
| কম্পু কৌতুক | সাইফুল | ৬০ |
| চিঠি | এ. এইচ. এম. জাকারিয়া(সবুজ) | ৬১ |
| কিছু কথা | আলভী | ৬২ |
| কিছু একটা লেখা দরকার | মোশারফ হোসেন | ৬৩ |
| এ জার্নি বাই ট্রেন | মোস্তফা নিজামুল আজিজ(ফাহাদ) | ৬৫ |
| পলায়ন ও ডাকাইত | নাহিদ ফেরদৌস (মুনিয়া) | ৬৮ |
| খেরোখাতার জবানবন্দী/প্রোফাইল | | ৬৯ |

POLICE PUBLIC CALL BOX
PULL TO OPEN

# আমার স্বপ্ন সাধ ও আমার বন্ধুরা

মুহাম্মাদ তানজিরুল আজিম

আমার বুয়েট জীবন শেষ হতে চলেছে, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। খুব শীগগিরই আমি বর্তমান থেকে সাবেক ছাত্র কিংবা alumni হতে চলেছি। আশ্চর্য লাগছে। এই টার্ম এর পর আমি আর নিজেকে বর্তমান বুয়েট ছাত্র হিসেবে পরিচয় দেব না। নানা স্মৃতি আমাকে নষ্টালজিয়ায় ভারাক্রান্ত করছে। আমার পাশের বন্ধুরা যাদের নিয়ে এই সাড়ে চার বছরের লম্বা সময় পার হলাম তাদের আর পাশে পাব না।

আমার আকাশের তারাগুলো কেমন করে ঝরে গেলো

আমি কেমন জানি একাকি অনুভব করছি, সামনের বিশাল কর্ম ক্ষেত্রের হাতছানি আমাকে ডাকছে না বরং ভয় দেখাচ্ছে। আমাকে ভ্রুকুটি কেটে চলেছে। আমি ভয় পাচ্ছি। কখনও এমন একটা সময় পাব তো? এমন নিশ্চিন্ত জীবন শেষে কর্মক্ষেত্রের জটিল মারপ্যাচ গুলোর কথা ভেবে গা শিউরে উঠছে।

কেউ আসে খেয়ালে আমার নিঃশ্বাস ছুঁয়ে,
আমার অন্তর্লোকের জালে তারে-
পারিনা করতে আপন, আমার যা কিছু দিয়ে
তারি খেয়াল ছুটে গেলে আমার ভাবনার উদয় হয়

বুয়েট লাইফটা অনেক অনেক ভালো কেটেছে, অন্তত অন্য শিক্ষাঙ্গনগুলোর কথা ভাবলে আমরা মোটামুটি political ঝামেলা থেকে দূরে থাকতে পেরেছি। আমার প্রথম বন্ধুত্ব হয় সানীর সাথে কেমিস্ট্রী সেশনাল ক্লাসে। সে সময় অনেক মজা হয়েছিল, কেন জানি বুয়েট লাইফে ওটাই আমার favorite সেশনাল। আর মেকানিক্যাল ড্রয়িং তার উল্টো। যাই হোক এরপর ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল রিয়াদ এর সাথে। আমরা দুজনই চট্টগ্রাম এর হওয়ায় আমরা অনেক কাছাকাছি হতে পেরেছিলাম। ওর সাথে আমি অনেক কিছুই শেয়ার করতাম। এরপর আস্তে আস্তে রাজিন, অমিত, আশিক, বাবু, অনি, হিমেল, মামনূন, হরি, জ্যোতি, জুমার, সজীব, নাইম, ফয়সাল, রায়হান এভাবে সকলের সাথে অনেক ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেলো।

অনেক সুখের দোলাচলে একেটি প্রান
আমার আঙিনায় এসে আমায় রাঙিয়ে নিতো
আমার সাদাকালো জীবনে ছিটিয়ে দিতো
রঙীন ফুল গুলি

ক্ষণিক নয় তার আভা সীমানা ছাড়ীয়ে সীমা খুঁজে বেড়াতো
অন্য কোথাও...

রিয়াদের সাথে ১/২ তে জাভা প্রজেক্ট করি, তখন ওকে খুবই হেল্পফুল পেয়েছিলাম, আমরা একসাথে JBuilder ঘাটাঘাটি করতাম। এরপর আবার ফিজিকস সেশনাল এ আমি, রিয়াদ, সানী একসাথে ছিলাম। সানী ছঁকে ডাটা তুলত বলে ওকে ছঁকবাজ নামটি দেয়া হয়েছিলো। এরপর DLD সেশনাল এ আশিক, অনি, হিমেলের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক হয়। সত্যি বলতে আমি খুব লাকি আমি খুব ভালো কিছু ফ্রেন্ড পেয়েছি বুয়েটে এসে। ওদিকে বাবু ছিলো ১/১ আমাদের রিসোর্স এর উৎস। অবশ্য এখনও তাই আছে। অমিত তো চরম সিরিয়াস। মামনূন তো বস প্রফেসনাল কাজে। রাজিন তো হাজারো হাসির উৎস। রসে রসে টইটুম্বর।

হাসতে আমায় বল যে
তবে হাসো না কেনো তুমি?
তুমি হাসলে তো আমার হাসতে হতো না

আসলে ক্লাসে সবার সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল। নাইমের সাথে আমার অনেক ভালো বন্ধুত্ব হয়। ওর সাথে আমার এখনও ডাটাবেজ প্রজেক্ট করা বাকি। আশা করি ভবিষ্যতে হবে। আর আমাদের ক্লাসের মেয়েগুলো এতো ভালো মানুষ যে আমার খুব গর্ব হয়। ওরা এতো সরল আর হেল্পফুল! নিশাত, মুনিয়া, মৌ, বীথি, তন্বী। ওদের কয়েকটা লাইন উৎসর্গ করি।

খোলা হাওয়ায় হৃদয় গেলো খুলে
ছল ছল মেললো পেখম
মনের গহীন কূলে

আবার ৪/১ শেষে সেন্টমার্টিন গিয়ে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় সজীব, আরিফ, সাদিকের সাথে। আমরা সেন্টমার্টিন এর কোন জায়গা ঘোরা বাকি রাখিনি। ওরা ছিল বলে কেঁটে যাওয়া পা নিয়েও রাতের আঁধারে মোবাইলের আলোয় সেন্টমার্টিনের দক্ষিণে বনে-বাদারে প্রবালের উপরে হেঁটে যেতে সাহস পেয়েছিলাম। ছেঁড়া দ্বীপে ওরা সাঁতার কাঁটলেও আমি কাঁটা পা নিয়ে ঐ পুরা পথটুকু পারি দেবার সাহস পেয়েছিলাম।

তবে বুয়েট এ এসে আমার কবিতা লেখাটা আর হয়ে ওঠেনি কেন জানি। জানিনা, কেন আমার কবিতার খাতা শুন্যই থেকে গেলো? আরেকটা কথা, বুয়েটে স্যারদের কথা না বললেই নয়। ফরহাদ স্যার, যুবায়ের স্যার, নির্জন স্যার, সামী স্যার, সাব্বীর স্যার, সাইদ স্যার, সাইদুর স্যার, হাসিব স্যার, সাত্তার স্যার, আদনান স্যার, রিফাত স্যার, কুন্তল স্যার আরো অনেকেই। সকলকেই খুবই হেল্পফুল পেয়েছিলাম। নির্জন স্যারের সাথে এখনো মাঝে মাঝে যোগাযোগ করি।

একেকটি মহৎ প্রাণ
একেটি আনন্দ লোক
সৃষ্টি করলো ধরা
আনলো নব জাগরণ
তোমার চিহ্নপটে একে দিলো
তিলোক রেখা মঙ্গলের বারতা নিয়ে

আমরা তিনটি সরকার দেখলাম বুয়েট লাইফে। কয়জনের ভাগ্যে তা জোটে জানি না, আমরা দেখলাম বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা কত উচ্ছ্বসিত। আমরা দেখলাম দুটি cse festival. সবি পেলাম খালি হারালাম আমাদের সোনালী সময়টা। কত মমতায় এই সময়টা আমরা মনের গহীনে রেখে দিয়েছি।কত

দুঃখ হাসি কান্না নিয়ে আমাদের বুয়েট লাইফ। কত বাঁশ খেলাম, তারপরও বাঁশকেই ভালোবাসলাম। বাঁশ থেকে বাঁশী বানিয়ে বাজাতে শিখলাম। পুরানো ঢাকার স্টারকে ও মিস করব। কেউ বা আরো কত কি!

৩/১ এ ক্যারম কিংবা ৩/২, ৪/১ এ টেবিল টেনিস সবই মিস করব। মিস করব দুপুরে সেশনাল এর ফাঁকে ক্যাফেটেরিয়ার লাঞ্চ। আমি জানি আমার সব ফ্রেন্ডই মিস করবে। ১/১ থেকে ২/১ পর্যন্ত আর্কি বিল্ডিং এর ক্লাসগুলো, সিভিল বিল্ডিং এর নিচের সেই রুমে ১/১ এর ক্লাসগুলো, কন্ট্রোলার বিল্ডিং এর ক্লাস রুম সবি মিস করব। মিস করব ইএমই ৫০৬, ৫০৩। আমার সব কুইজ তো ৫০৬ তেই হল।

এই সেই প্রিয় কক্ষ,
আমার প্রিয় সময়
আমার চিরচেনা জগতের মাঝে
আরো চিরচেনা

বকুল মামাকে আর বলব না “আমার জন্য একটা করে রাইখেন”। পলাশির নতুন বিল্ডিংটাও মিস করব। ভবিষ্যতে সামনে দিয়ে যাবার সময় মনে পড়বে এইখানে আমরাই প্রথম ক্লাস শুরু করি। লাইব্রেরির রিডিং রুম টাকে মিস করব। অনেকদিন ৪ তালায় যাইনা। ভাবছি একবার যাব।

আসলে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়। কখনও আত্মজীবনী লেখার সুযোগ পেলে লিখব হয়তো। খারাপ লাগছে , খুব খারাপ। মনে হয় এইতো সেদিন ১/১ এ পড়তাম। কিন্তু কিছু করার নেই। সময় ফিরে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমার বন্ধুরা যেনো চিরকাল আমার বন্ধুই থেকে যায়। সবাই সফল হউক। কারও বিখ্যাত হবার খবর শুনে যেন বলতে পারি “ও আমার বন্ধু”। পরিশেষে আমার বন্ধু, আমার বুয়েট লাইফের সকল প্রিয়-অপ্রিয় মানুষদের জন্য কয়েকটি চরণ লিখলাম...

আমি এসেছি আমার পুরোনো পথ পার হয়ে
আমায় গ্রহণ কর
আমার কষ্ট আমার সুখ সব রেখে
আমার পাশের বয়ে চলা নদীটি
আমার খোলা জানালার ফাঁকে দুর্বিষহ বাতাস
আমার ছাদের খোলা আঙিনার উপর রাতের কালো
আকাশ
হে জীবন আমায় গ্রহণ কর
আর যদি না পার
আমার জীবন আমায় দান কর
ক্যাকটাস আর ক্যালিপ্টাস...
আমার আম্রকুঞ্জ আমায় ফিরিয়ে দাও
আমার ফুলের স্বাদ আমায় দাও
আমার প্রাণের মাঝে এনে দাও
তোমার অনন্ত ভালোবাসা
আর আমার বন্ধুরা
আমার প্রিয়জনেরা...

**মুহাম্মাদ তানজিরুল আজিম**
**০৪০৫১১১**
tanzir.buet@gmail.com
www.somewhereinblog/hirajhil

ইম রুল কায়েসের
গল্প
বোয়াল

**ইমরুল কায়েস**

আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমি একবার মাছ ধরতে যাই । এটাকে অবশ্য মাছ ধরা না বলে মাছ দেখাও বলা যেতে পারে । আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল জ্যোসনা রাতে করতোয়ার বোয়ালরা তীরের খুব কাছাকাছি চলে আসে । পানিতে তাকালে নাকি বোয়ালের জ্বলজ্বল করা রূপালী চোখ দেখা যায় । রূপালী চোখ নিয়ে বোয়ালরা যখন চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তখন যে দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তার নাকি কোন তুলনা নাই । তাই বোয়ালের এই চোখ দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই আগষ্ট মাসের হাল্কা গরমের এক রাতে করতোয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম ।

নজুপুর হাটের পাশেই এই করতোয়া নদী । হাটসংলগ্ন নদীর তীরটা ক্রমশ ভাঙছে । দোকানীদের হয়েছে অসুবিধা। কিছুদিন পরপরই দোকান সামনে এগিয়ে নিতে হয় , নদী এগিয়ে আসে । করতোয়ার অপর তীরে দীর্ঘ চর । চরের বালিতে আখ , চীনাবাদাম আর আলুর চাষ হয় । চর থেকে ওপারের গ্রাম্য হাটটা দেখতে ভালই লাগে । হাটের রাতে তীরসংলগ্ন দোকানগুলোর হ্যাজাক আর কুপির আলো দোকানের ফাঁকা ফাঁকা করে বসানো কাঠের চিরগুলোর মধ্য দিয়ে নদীতে এসে পড়ে । মনে হয় অজস্র জোনাকী যেন সার বেঁধে নদীর পানিতে এসে লম্বা লাইন দিয়েছে । আজও হাটবার ছিল । দেখতে দেখতে হাটটা ফাঁকা হয়ে গেল সন্ধ্যার পরপরই । গ্রামের হাট,বেশী রাত জাগার অভ্যাস নেই । হাট থেকে ফিরে আসা শেষ নৌকার লোকগুলোও চরের মধ্যে কিছুক্ষন বসে বিড়ি-সিগারেট খেয়ে ফিরে গেল । এই বিস্তীর্ণ চরে মানুষ বলতে গেলে এখন বোধহয় শুধু আমি আর রজব সরদার।

রজব সরদারের বয়স প্রায় পয়তাল্লিশের কাছাকাছি । খাটো ,পাতলা টিঙটিঙে একজন লোক । এ বয়সে মাথার চুল কিছু পাকার কথা থাকলেও এনার চুল পাকে নি । রজবের বাড়ী এই করতোয়ার পাশেই কেবলাপুর গ্রামে । ঘরে জোয়ান ছেলেরা আছে । তারাই জমিজমা দেখাশুনা আর ক্ষেতখামারীর যাবতীয় কাজ করে । রজব সরদার মাছ ধরেন । মাছ ধরা তার পেশা নয় নেশা । যদিও রজবের কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায় কাজটা নিতান্তই শখের বশে হলেও বেশ মনযোগ দিয়েই পেশাদারিত্বের সাথে করেন তিনি । রজবের সাথে আমার প্রথম যখন এই অঞ্চলে এসে দেখা হয় তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন ,

‘ বুঝলেন মাছ ধরাটা হইল গিয়া একটা বদ নিশা , মদ আর মাইয়া মানুষের চাইয়াও খারাপ নিশা , সহজে ছাড়ান যায় না । যৈবনে যে একবার মাছ ধরে বুড়া বয়সে আইসাও তারে মাছ ধরতে হয় ।‘

আমি রজবের কথা শুনে সেসময়ে হেসেছিলাম ।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ের রাত । সারাদিনে গরম থাকলেও রাতের বেলা দেখি চরে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব । উত্তরবঙ্গ, এখানে শীত বেশ তাড়াতাড়িই আসে । রজব আমাকে ফুলহাতা শার্টটার নিচে গেন্জিজাতীয় কিছু একটা পরে নিতে বলেন ।

আমি বলি , ‘ কোন গেন্জি তো আনি নি ’ ।

রাতে এরকম শীত পড়বে কে জানত ?

রজব বলেন,‘ চিন্তা কইরেন না । চালা থেকে গিলাপ(চাদর) দিয়া দিমুনে।‘

এই চরের মধ্যে রজবের চালা আছে জেনে আমি একটু আশ্চর্য হই । আরও আশ্চর্য হই চালার গঠনশৈলী দেখে । চালা ঘর বলতে যে রকম ঘর কল্পনায় চলে আসে সেরকম ঘর এটা নয় । কোন রকমে দুইজন মানুষ থাকার জন্য একটা কুঠুরিমতন জিনিস তৈরী করা হয়েছে আখের পাতা আর বাশের কঞ্চি দিয়ে । কয়েকটি কঞ্চি এক জায়গায় করে খুঁটির মত বানিয়ে উপরে আখের সরু পাতা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে । প্রথম দিন যখন রজবের সাথে এই চরে দেখা হয়েছিল তখন চালাটি চোখে পড়ে নি ।

আমি রজবকে বলি ,’ কি এখানে থাকেন নাকি ?’

রজব বলেন ,’ মাছ ধরন হইল গিয়া ধৈর্য্যের কাম । কতক্ষন আর ধৈর্য্য রাখা যায় । মাঝে মইদ্যে চালায় যাই , খানিকটা জিরায়া আসি। বাড়ী থাইকা আহনের সময় সাথে মশারী নিয়া আহি । মশার যন্ত্রনা আছে । চারপাশে টাঙায়া দেই । ইচ্ছে হইলে তাই ঘুমোনও যায় ।‘

রজব আমাকে চালার মধ্য থেকে চাদর বের করে দেন । চালার মধ্যে রজবের মাছ ধরার সামগ্রী আর কিছু শুকনা খাবারও দেখি ।

আমার আর তর সয় না , বলি ,’ চলেন , মাছ ধরার আয়োজন শুরু করি ।‘

যদিও আমার উদ্দেশ্য মাছ ধরা নয় মাছ দেখা তারপরও রজবকে মাছ ধরার কথাই বলতে হয় । এই নিশুতি রাতে কেউ একজন মাছের চোখ দেখার জন্য এই চরে পড়ে আছে এটা শুনলে রজব নিশ্চয় আমাকে পাগল ভাববে । রজব অনিকক্ষন কাশেন । চরের ঠান্ডা হাওয়ায় দিনের পর দিন থেকে হয়ত কাশি লাগিয়ে ফেলেছেন ।

কাশি থামানোর পর বলেন , ‘ চ্যাং দিলেও এহন কাম হইব না । মাছেরা মানুষের চাইতে রাত ভাল বোঝে , বেশী রাত না হইলে তীরের কাছে আহে না ।‘

চ্যাং শব্দটা আগে কোনদিন শুনেছি বলে আমি মনে করতে পারি না । রজবের কাছে জানতে চাই এই চ্যাংটা কি ?

রজব বলেন , ‘ চ্যাং হইল গিয়া গড়াই মাছেরই একটা জাত । তয় এরা বেশী অস্থির । বরশীতে গাঁইথা পানিতে ছাইড়া দিলে খালি লাফায় । এদের বোয়াল কামুড় দিলেই বোয়াল শ্যাষ , বরশী ঢুইকা যায় বোয়ালের মুখের মইদ্যে ।‘

রজব চালাঘর থেকে চটের একটা বস্তা এনে চরের হাল্কা ভেজা বালিতে পেড়ে দেন । আমি বসি । রজব হুকায় টান দিতে থাকেন । এই দিনেও লোকজন হুকা খায় এটা আমার জানা ছিল না । আমি তন্ময় হয়ে রজবের হুকা খাওয়া দেখি । রজব গল্প জুড়ে দেন, নিতান্ত পারিবারিক গল্প ।

রাত গভীর হয়ে গেল রজব পলিথিনের একটা প্যাকেট থেকে চ্যাং বের করা শুরু করেন । প্যাকেটের পানিতে দেখি এরা ভালভাবেই বেঁচে আছে । রজবের কথাই ঠিক , এই মাছ অতিশয় অস্থির । হাতে নেয়ার সাথে সাথে মাথা ও লেজ একসাথে প্রবলবেগে নাড়াতে শুরু করে । রজব একটা একটা করে চ্যাং বরশীতে গাঁথেন । শরীরের মাঝামাঝি বরশী গাঁথার ফলে চ্যাং আরও বেশী করে লাফাতে শুরু করে । বরশীর সূতাটার আরেক মাথা বাঁধা হয় শক্ত বাশের কঞ্চির সাথে , নদীর পাড়গুলোতে এগুলো নাকি পোতা

হবে । আমি আর রজব দুজনে মিলে সবগুলো কঞ্চিগুলো কিছুদূর ফাঁক ফাঁক করে করে তীরে গেড়ে আসি ।

আমরা চালার সামনে এসে বসে পড়ি ।

রজব আবার বলতে শুরু করেন ,‘ বুঝলেন তো মাছ ধরা হইল গিয়া ধৈর্য্যের কাম....... ।‘

হ্যাঁ , মাছ ধরা যে আসলেই চরম ধৈর্য্যের একটা কাজ সেই রাতে সেটা বুঝতে পারলাম হাড়ে হাড়ে । অনেকক্ষন আগে চ্যাংসমেত বরশী দেয়া হলেও সেগুলোতে কোন মাছ পড়ে না । আমি মাঝে মাঝে পানির কাছাকাছি গিয়ে টর্চ মেরে দেখি , বোয়ালের চোখ খুঁজি । রজব হয়ত মনে করেন মাছ পড়ছে না দেখে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি ।

আমাকে বলেন ,‘ ঘুরনের কাম নাই আপনের , এইহানে আইসা বসেন । বোয়াল পড়লে এমনিতে বুঝবেন , পানির মইদ্যে চ্যাংয়ের ছঠফটানি যাইব বাইড়া । বোয়াল আইসা চ্যাংরে একেকটা কামড়াইব আর চ্যাংও এদিক-ওদিক লাফাইব ।‘

হ্যাঁ , চ্যাংকে ঘায়েল করতে বোয়ালের বোধহয় ভালই সময় লাগে কারন পানিতে একসময় বেশ হুটোপুটির শব্দ শোনা যায় । নিস্তব্ধ করতোয়ার পাড়ে শব্দটা ঠিক যেন বর্শার ফলার মতই বেঁধে কানে ।

রজব বলেন ,‘ চলেন একটা বুঝি পড়ল ।‘ আমি আর রজব তড়িঘড়ি করে যাই শব্দটার উৎসের কাছে ।

গিয়ে দেখি কঞ্চিটা ঠিকই চরের বালিতে গাঁড়া আছে, বরশীও ঠিক আছে কিন্তু বরশীতে গাঁথা মাছটা আর নেই । আমি রজবকে আমার বামে একটু দূরে পানিতে রূপালী রংয়ের একটা চোখ দেখাই ।

রজব বলেন , ‘ ওঠেন , তাড়াতাড়ি টর্চটা ফেলেন ঐদিকে ।‘

আমি আমার সাথে থাকা এক ব্যাটারীর টর্চের আলো নদীর পানিতে ফেলি।

পানির মধ্যে রূপালী চোখ নিয়ে একটা বোয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

রজব অনেকক্ষন কেশে নেন তারপর বলেন , ‘এই বোয়ালটা অনেক বড় , গতবার পাইছিলাম এইরকম একটা। সচরাচর এইরকম বড় বোয়াল পাওয়া যায় না ।‘

আমি বলি ,’ কোথায় আমার কাছে তো খুব একটা বড় মনে হল না ।‘

রজব বলেন,’ আপনারা সাহেব-সুবা শহরের মানুষ , পানির উপরে থাইকা কি আর বোয়ালরে বুঝতে পারবেন।‘ এতবড় একটা বোয়াল হাতছাড়া হওয়ায় রজবের মন একটু খারাপই হওয়ার কথা কিন্তু তাকে দেখে সেরকম মনে হল না ।

তিনি বলে চললেন ,‘বুঝলেন যত বড় মাছ তত চালাক । চালাক না হইলে কি আর পানির এত শত্রুর মইদ্যে বাইড়া ওঠন সম্ভব । দেখলেন না চ্যাংটারে কেমনে খাইয়া গেছে । বরশী তো আমরা দিছিলাম চ্যাংয়ের পেটের মইদ্যে । এইটা কামুড় দিছে ল্যাজে । যাই হোক একবার যহন খাইছে তখন এইটা এহানেই থাকব । আসেন আমরা আরেকটা চ্যাং দেই ।‘

রজব আগের মতই পলিথিনের প্যাকেটটা থেকে আরেকটা চ্যাং এনে বরশীতে গেঁথে দেন । আমরা চালার সামনে গিয়ে আবার বসে পড়ি ।

খানিকক্ষণ পর আবার হুটোপুটির শব্দ শুরু হয় পানিতে । আগের জায়গাটা থেকেকেই শব্দটা আসছে । আমরা আবার প্রবল আগ্রহ নিয়ে কঞ্চিটার কাছে যাই ও হতাশ হই । চ্যাংটা নেই । হয়ত আগের বোয়ালটাই মাছটা খেয়ে গেছে অথবা নতুন কোন বোয়াল এসেছিল ।

রজব আমাকে বলেন , ‘ বুঝলেন আগের বোয়ালটাই চ্যাং টা খাইয়া গ্যাছে। এত জলদি জলদি আরেকটা পড়নের কথা না ।‘

রজব আরেকটা মাছ বরশীতে গেঁথে দেন এবং আগের মতই আমরা আবার চালার সামনে এসে বসি । আবার কিছুক্ষণ পর বরশীতে বোয়াল পাওয়ার শব্দ পাই কিন্তু কোন বোয়াল আর পাওয়া যায় না । রজবের এই একটা বরশীতেই আরো দুটা চ্যাং নষ্ট হয় , একটাতেও পড়ে না বোয়াল । রজব

বিড়বিড় করে কি যেন বলেন । হয়ত মেজাজ খারাপ হয়েছে তার । আমার বেশ মজাই লাগে । আগেই বলেছি মাছ ধরার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই রাতে করোতোয়ার পাড়ে আমি আসি নি এসেছি জ্যোসনা রাতে বোয়ালের রূপালী চোখ দেখতে । সে আশা আমার প্রথমবারেই পূর্ণ হয়েছে । সে এক দৃশ্য বটে ! বন্ধুটা আমার ঠিকই বলেছিল । গোটা দুনিয়ায় এরকম সুন্দর দৃশ্য খুব একটা নেই ।

রজব বলেন ,’ বুঝলেন তো এইভাবে হইব না , পঁচা লাগব ।‘

রজব লোকটার এই এক মুদ্রাদোষ কথায় কথায় বলেন বুঝলেন । পঁচা জিনিসটা কি আমার মাথায় ঢোকে না । আমি বলি ,’ পঁচা কি’ ?

রজব বলেন , ‘ পঁচাই হইল আসল ধৈর্য্যের খেলা । আসেন আপনেরে দেখাই ।‘

রজব চালাঘর থেকে আরেকটা প্লাষ্টিকের প্যাকেট খোলেন । প্যাকেটের ভিতরে বেশ কটু গন্ধযুক্ত রোদে শুকানো পুঁটি মাছ । মাছগুলোর ভিতরের পুরো কাঁটাই বেশ দক্ষতার সাথে তুলে ফেলা হয়েছে । রজব একটা মাছ নিয়ে কাঁটার ফাঁকা জায়গাটায় একটা বরশী বিঁধে দেন । যে জায়গাটায় বোয়ালটা বারবার চ্যাং মাছগুলো খেয়ে যাচ্ছিল তার পাশেই নদীর পানিতে সামান্য দূরে বরশীটা ছুড়ে দিয়ে চরের মাটিতে বসে পড়েন ।

আমাকে বলেন ,‘ বসেন । এইবার হইল গিয়া আসল খেলা । পঁচাটা দিলাম পানির মইদ্যে , এহন বইসা থাকনের পালা । ফকফকা জোসনারা রাইত, খালি বইসা থাকবেন আর খিয়াল করবেন বরশীটার দিকে । পঁচার পুঁটিটা যখন বোয়ালে খাইব তখন বরশীর সূতাটা সইরা যাইতে থাকব একদিকে । বাস , যেইদিকে সূতাটা সইরা যাইব তার উল্টাদিকে দিবেন জোরসে একটা টান । বোয়ালের গলায় আটকাইয়া যাইব কাঁটাটা ।‘

রজবের কথায় আমি আশ্চর্য না হয়ে পারি না । এত মনযোগ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কিভাবে পঁচার দিকে তাকিয়ে থাকা সম্ভব?

রজব আবার বলেন ,‘ এইজন্যি তো আপনেরে বারেবারে কই বড়ই ধৈর্য্যের কাম এইটা । এইযে বসছেন একবার পঁচা দিয়া , সারারাত বইসা থাকলেও যে মাছের নাগাল পাবেন তার কি কোন ঠিক আছে ?’

রজব বসে থাকেন । বসে থাকতে থাকতে পা লেগে গেলে একসময় আমাকে পঁচাটা দেন ।

‘ ধরেন , এট্টু তামুক খাইয়া আহি ।‘

আমি পঁচাটা ধরে বসে থাকি আর মাছের চোখ দেখার জন্য এদিক-ওদিক তাকাই । কিছুক্ষণ পরেই রজব আবার ফিরে এসে আবার পঁচাটা ধরেন ।

আমি নদীর ধারে এদিক-ওদিক হাটি , সিগারেট খাই , চালাঘরে শুয়ে থাকি। মাছ আর পঁচায় পড়ে না । দু-একবার রজবের কাছে যাই এখানেও নাকি বোয়াল টোপ খেয়ে যাচ্ছে ।

রজব বলেন, ‘ বুঝলেন বড়ই কাউটা মাছরে ভাই এইটা , ক্যামনে ক্যামনে জানি পঁচা খাইয়া যাইতাছে ।‘

আমি বলি,’ কিভাবে বুঝলেন এটা আগের বোয়ালটাই , অন্য বোয়ালও তো হতে পারে ।‘

রজব খানিকটা ক্ষেপে যান ।

‘ বিশ বছর ধইরা মাছ ধরতেছি । মাছেরে ভালই চিনি । তয় এরে ছাড়তেছি না আজকে । আপনে যান চালায় শুইয়া পড়েন ।‘

আমি চালাঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি । মশারীর ফাঁক দিয়ে চরের হাল্কা ঠান্ডা বাতাস ভেঙে ভেঙে ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। ঘুমানোর জন্য আদর্শ আবহাওয়া । ঘুমানোর ইচ্ছা না থাকলেও তাই একসময় ঘুমিয়েই পড়ি ।

ঘুম ভাঙে প্রায় শেষ রাতের দিকে , রজবের গজগজানিতে ।

‘ বুঝলেন এতদিন ধইরা মাছ ধরি এইরকম চালাক মাছ আর দেখিনি । চ্যাং-পঁচা কিছুই মানতেছে না । চলেন এইবার শেষ চেষ্টাটা করি , কাটাটা মারি ।‘

চালাঘরে আমি যেখানে শুয়েছিলাম তার নিচ থেকে পাতলা লোহার তৈরী শাবল জাতীয় একটা জিনিস বের করেন রজব। জিনিসটার মাথায় শাবলের মতই তীক্ষ্ণ ফলা । এটাই নাকি কাটা । রজব পলিথিনের ব্যাগ থেকে শেষ চ্যাংটা বের করেন । আগের মতই চ্যাং টা বরশীতে গেঁথে বরশীর সূতা কঞ্চিতে বেঁধে আগের জায়গাটাতেই পুঁতে ফেলেন ।

রজব বলেন , ‘ বুঝলেন শ্যাষবারের খেলা এইবার । বোয়ালের চ্যাং টারে ধরার আওয়াজ পাইলেই টর্চ মারবেন ঐ জায়গায় । এরপরে আমি আছি ।‘

আমরা আবার চরের মাটিতে বসে জলের শব্দ শুনতে থাকি । অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও যখন কোন বোয়াল আসে না তখন আমার মেজাজ সত্যিই খারাপ হতে থাকে , মাছ ধরাতো আমার কাজ নয় !

আমি রজবকে বলি,’ চলেন আজকে আর মনে হয় হবে না । ঐ বোয়ালটাই যে আসবে তার কি গ্যারান্টি ?’

রজব আমার কথার কোন জবাব দেন না । মনে হয় বিরক্ত হয়েছেন আমার ওপর । তবে মাছটার উপর তার ক্ষোভ কোন পর্যায়ে এসে পড়েছে তা বুঝতে পারি । আমি এবার রজবের সামনেই একটা সিগারেট ধরিয়ে বসে পড়ি । রজব বলেন ,’ সারারাইত তো থাকলেনই , এই শ্যাষবার একটু দেহেন ।‘

রজবের কথা মিথ্যা হয় নি । ফজরের আজানের ঠিক একটু আগে পানিতে চ্যাংয়ের লাফালাফি প্রবল হয়ে ওঠে । বোয়ালের রূপালী চোখটা আবার আমি দেখতে পাই । রজব মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলেন আর ইশারায় আলো ফেলতে বলেন । আমি পানিতে মাছটার উপর আলো ফেলি। আলো ফেলামাত্র রজব কাটাটা নিয়ে বিদুৎবেগে মাছটার শরীরে বিদ্ধ করার জন্য পানিতে লাফ দেন । বয়স্ক একজন লোক কিভাবে এত তাড়াতাড়ি কাটাটা সমেত পানিতে লাফিয়ে পড়ে কাটাটা মাছের গায়ে বিদ্ধ করার চেষ্টা করেন তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন । হয়ত টর্চের আলোয় মাছ দূরে সরে যেতে চায় । এত তাড়াতাড়ি না করলে চলবে কিভাবে ? রজবের শেষ চেষ্টাটা বিফলে যায় নি । বেশ বড় সাইজের কাটাবিদ্ধ একটা বোয়াল নিয়ে রজব উঠে আসেন পানি থেকে । কাটাটা দেখি বোয়ালের শরীরের ঠিক মাঝখানে বিঁধেছে । থেতলে গেছে বেশ খানিকটা অংশ । রজবের মুখে বিজয়ীর হাসি ।

‘ কইছিলাম না আগের বোয়ালটাই , দেখছেন কত্ত বড় । আগের বছরে যেইটা পাইছিলাম তার চাইতে এটা বড় । বুঝলেন এইজন্যি কাটা দিয়া মাছ ধরি না , মাছের শইল বলতে কিছু থাকে না ।‘

আমি মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকি । জলের মধ্যে জীবন্ত মাছের চোখ আর জলের বাহিরে মৃত মাছের চোখের মধ্যে কত পার্থক্য ।

রজব বলেন,’ আপনেরে কিন্তু আজকে আর সহজে ছাড়তেছি না । সকালে বাড়িত থাইকা মাছের পেটি দিয়া ভাত খাইয়া যাবেন ।‘

আমি কিছু বলি না । এরকম লড়াকু, পরাজিত আর অবশেষে মৃত বোয়ালটা দেখতে আমার কেন জানি ভাল লাগে না ।

**ইমরুল কায়েস**
০৩০৫০৪৯
eru2005@yahoo.com
http://imrulkayes.blogspot.com
http://eru2005.googlepages.com

Thumbs up to BUET

মোস্তফা নিজামুল আজিজ(ফাহাদ)

**এক.**

No confusion, great combination.আসলেই CSE-04 এক great combination, যেখানে কি নেই? আছে ACM ICPC World Finalist, আছে সরল সাইফুল, SARFARAAZ এর মত চিড়িয়া, DJ RAKIB, কবি আরিফ(A ) যার মোট কবিতার সংখ্যা সম্ভবত দুটি, সাহিত্যিক কায়েস, Killer শুভ, রাজিনের হাসি, Naughty খ্যাত ইমরান, কি নেই এখানে? আরো আছে সঙ্গীতজ্ঞ লিটন, জুমচাষী আরিফ(B ), অরিজিনাল বাবু, চার্লি, বাচ্চা-বুড়ো, মামা-খালা সবই আছে।

**দুই.**

সরফরাজের কথা একটু ডিটেইলস না বললেই নয়, যে কারো কাছে পরিচিত সর্প হিসেবে, কারো কাছে জাভা ম্যান হিসেবে, আবার কারো কাছে বা হাফপ্যান্ট ম্যান হিসাবে। তিন বেসিক কালারের তিনটি হাফপ্যান্ট আছে তার- কালো, লাল ও সাদা, যেগুলির সাথে ১/১ হতেই সুপরিচিত আমরা, সরফরাজের দু' টি বিশেষ প্রিয় শখ আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিড়াল পোষা ও অপরটি কম্পিউটারে ভাইরাস পোষা।

**তিন.**

দীর্ঘ বুয়েট লাইফে অনেকটা সময় কেটেছে আরিফের (১৯) সাথে। একসাথে সেশনাল গ্রুপ থেকে শুরু করে যে কোন আলোচনা, পরামর্শ কিংবা পদক্ষেপে আরিফ আমার সাথে ছিল। হল লাইফে চার বছর আদর্শ রুমমেট হিসেবে সজীব (৫৯) ও আলভী (১০২) কে পেয়েছি। রবিন, ইমরান, আরিফ (১৬), আল-আমীন (ইউআরপি), সাইফুল, কায়েস, মোমিন, রাকিব, আফনান, শোয়েব, রাজিন, রনক-এদের সাথে জড়িয়ে রয়েছে চার বছরের অনেক স্মৃতি, অনেক কথা, অনেক মুহূর্ত। মাঝে মাঝে মনে হয় আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম আগের সেই দিনগুলিতে।

**চার.**

কখনও কখনও মনে হয় সাইফুলের মত সহজ-সরল হতে পারতাম যদি। এরকম আদর্শ ছেলে আমি আগে কখনও দেখিনি। ভাল ছাত্র হবার

পাশাপাশি কর্তব্য পরায়নতা, দায়িত্ববোধ, সততা, পরোপকার, নিষ্ঠা, সরলতা, বন্ধুবাৎসল্য- সকল গুণ তার মাঝে সমভাবে বিরাজ করে। তার মত একজন বন্ধু পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ ও গর্বিত।

### পাঁচ.

Season-1,Episode-1 এ মোটামুটি নবাগত শ্রশ্রুমন্ডিত এক অভিনেতা দিয়ে শুরু। পরবর্তী সিজনগুলোতে একে একে বিভিন্ন প্রখ্যাত নায়কের আর্বিভাব ঘটল পর্দায় । এলেন Latex খ্যাত এক বলিষ্ঠ অভিনেতা, বয়স যার ক্যারিয়ারে কোন বাঁধাই হতে পারে নি। আজও করে চলেছেন নতুন নতুন কীর্তি, ভাঙছেন নতুন রেকর্ড। এলেন ACM খ্যাত অভিনেতা, copy খ্যাত অভিনেতা, অভিনেতা mojo সহ অনেকেই। Season-4,Episode-1 এ এলেন দেখলেন ও দর্শক হৃদয় জয় করলেন তার ভুবন ভুলানো হাসি দিয়ে, শ্রশ্রুমন্ডিত,মেদবহুল,গোলগাল এ সুপার হিরোর সু-অভিনয় দর্শক হৃদয়ে চিরস্থায়ী দাগ কাটে। সবশেষে এলেন এক রুপ সচেতন অভিনেতা যিনি চোখে সুরমা লাগিয়ে অভিনয় করতে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। খ্যাতনামা এসকল অভিনেতাদের অভিনয় দেখে দর্শক কতটুকু আনন্দ পেল বা কতটুকু অভিনয় শিখল, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

### ছয়.

জনৈক সাংবাদিক একদিন বুয়েটে এসে E ME বিল্ডিং এর ছয়তলায় উঠলেন। উদ্দেশ্য, কিছু মহাপন্ডিতের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। কমন প্রশ্ন- বুয়েট সিএসই এর স্টুডেন্টদের মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? সাংবাদিক ঐ তলার দ্বিতীয় রুম হতে উত্তর পেলেন-নিঃসন্দেহে ACM Contest করা। তার পাশের রুম হতে উত্তর পেলেন-Latex........tex....tex ও Laser light এর সু ----- সুব্যবহার করা। ঠিক তার সাথেই অপর পাশের রুম থেকে জনাব পেলেন- কাকরাইল মসজিদে তিন দিন কাটিয়ে আসা, ঠিক এসময়ে সাংবাদিক দেখলেন হন্তদন্ত হয়ে একজন করিডোর দিয়ে যাচ্ছেন। তার কাছ থেকে পাওয়া গেল অন্যরকম জবাব - ডঃ রশীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। জনৈক সাংবাদিক তখন জবাবটির সাথে একমত হল না। শুরু হল তর্ক-বিতর্ক। এক পর্যায়ে জবাবদাতা সাংবাদিকের উপর চড়াও হল ও বুয়েট থেকে Rusticate এর হুমকিও দেন। সাংবাদিক প্রাণভয়ে দৌঁড়াতে থাকেন। পিছনে জাবাবদাতাও। সাংবাদিক বেচারা কোনমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান।

### সাত.

বুয়েট সিএসই বাজারে রচিত কিছু জনপ্রিয় ডায়লগ-

১. "Something like that......."
২. "Just ignore it."
৩. "Come on girls, ------------."
৪. "তুমি দাঁড়িয়ে আছো ভালো লাগছে, বসে থাকলে আরও ভালো লাগবে, শুয়ে থাকলে আরো বেশী ভালো লাগবে” !
৫. “এই বেঞ্চ কি স্বাধীনতা ঘোষনা করেছে নাকি?”
৬. “এই দেখ ও উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে”
৭. “এটা তুমি Google Search দিয়ে দেখতে পারো” ।
৮. “ড. র ........ একটা চোর, তার ছেলে ডাকাত আর নাতি জলদস্যু।”
৯. এটাতো তোমার Code না, Copy করেছ। কয়েক Line delete করে দিলে আবার লিখতে পারবা তো?”
১০. “তোমরা যে চালের ভাত খাও, আমরাও সে চালের ভাত খাই, ------ ”
১১. “Anyways...........। ”

### আট.

নির্জন স্যার ও মোস্তফা আকবর স্যারের Class Test এর  কথা বলতেই হয়। নির্জন স্যার Question দিয়ে চক্ষুলজ্জা এড়াতে রুমের বাইরে চলে যেতেন। আর আকবর স্যারের CT ছিল Open Book CT ও পিন-পতন নীরবতার মাঝে ইশারায় Group discussion.

সামী স্যারের Sessional  এর কথা না বললেই নয়। একদিন Lab এ এসাইনমেন্ট দেখার সময় স্যার এসে বললেন, “করছ?” বললাম- জি স্যার। স্যার বললনে - আচ্ছা ঠিক আছে, তাইলে তো হইছেই, ১৭ না? তখনো আমার পিসি চালু হয়নি। পরের সপ্তাহে আবারও সামী স্যার। অফলাইন এসাইনমেন্ট তিনটি। যথারীতি স্যার এসে বললেন - হইছে? বললাম-স্যার ১ আর ২ হইছে। স্যার বললেন - ও আচ্ছা, তাহলে তো তিনও পারবা। ঠিক আছে যাও। আড়চোখে দেখলাম স্যার নম্বর দিলেন দশ। মনে মনে বললাম, ইস কেন যে সব টার্মে সামী স্যার থাকেন না!

### নয়.

এবার আসা যাক নিজের কিছু কথায়। বুয়েট লাইফে এমন কিছু নেই যা করিনি। পলিটিক্স, টিউশনি, কোচিং, স্বঘোষিত নেতাগিরি ইত্যাদি থেকে শুরু করে কিছু কিছু ভাল কাজ যেমন, হলের স্টাফরা বিপদে পড়লে তাদের সাহায্য করা, জরুরী রক্তের প্রয়োজনে রক্তদাতাদের সন্ধান দেওয়া, পুরো হলে প্রথম ইন্টারনেট ল্যান সেটাপ ও আইএসপি আনা। সাথে কিছু অকাজ - হলে মেস ম্যানেজারি, আইপিএল এর আদলে অনুষ্ঠিত আরপিএল (রশিদ হল প্রিমিয়ার লীগ) এ টীম কেনা, হলে ইনডোর গেমস-২০০৯, নবীন বরণ ও প্রবীণ বিদায়-০৯ এ নেতৃত্ব দেওয়া প্রভৃতি। তবে বেশী ভাল লেগেছে কায়েস, সাইফুলদের সাথে সিএসই’০৪ পিকনিক আর সিএসই'০৪ ট্যুর আয়োজন করতে পেরে। সবশেষে সিএসই র‍্যাগ'০৯।বুয়েট লাইফের শেষ ডিপার্টমেন্ট প্রোগ্রাম। সারাজীবন মনে থাকবে এগুলো।

### দশ.

ময়নামতি আমাদের পিকনিক বেশ সফল ও আনন্দদায়ক হয়েছিল। প্রথম অনেকজন একসাথে মিলে আমরা কোথাও গিয়েছিলাম। তারপর ৪/১ এ চারদিনের ট্যুর। এমন মজার সময় খুব কম এসেছে জীবনে। সবাই মিলে অনেক অনেক এনজয় করেছিলাম। সেন্টমার্টিনে রাতে সী বীচে শুয়ে থাকা, একদিকে সমুদ্রের গর্জন, অন্যদিকে রাতের আকাশ -  সব মিলিয়ে এক অন্যরকম জগতে চলে যাওয়া। সেসব মনে পড়লে এখনও রোমান্টিক হই। কক্সবাজারে হোটেলে সবাই মিলে আনন্দ-ফূর্তি, গল্প-গুজপে মেতে থাকা, হালকা খুঁনসুঁটি-এখন খুব মিস করি।

### এগার.

হল লাইফের কিছু স্মৃতি চিরদিন অমলিন থাকবে। গভীর রাতে পেনাং কিংবা চানখারপুলে খেতে যাওয়া, সবাই মিলে একসাথে টিভি রুমে খেলা দেখা, আশরাফুলকে গালি দেওয়া, ছোট-খাট বিষয় নিয়ে হৈ চৈ, মাতামাতি, পিএল এ পরীক্ষা পেছানো - না পেছানোর ধুম্রজালে আটকে থাকা, মাঝে মাঝে ছিঁচকে চোর পেটানো, রাত জেগে কার্ড খেলা প্রভৃতি হল লাইফের অবিচ্ছেদ্য অংশ- যেগুলির কথা খুব বেশী মনে পড়বে পরবর্তীতে।

**বার.**
সিএসই র‍্যাগ'০৯ এ স্যুভ্যেনির বের হচ্ছে - এটা একই সাথে আনন্দ ও গর্বের বিষয়। অনেকদিন পর হয়ত এ স্যুভ্যেনির দেখেই পুরোনা বন্ধুদের স্মৃতি চোখের সামনে আনব, ফিরে আসব আজকের এই দিনে।

**তের.**
আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু স্মৃতিকাতর গোছের, ছোট-খাট স্মৃতিও আমাকে স্মৃতিকাতরতায় ভোগায়। তাই বুয়েটে শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে মনটা অনেকদিন থেকে খারাপ। যদিও একসময় ভাবতাম বুয়েট লাইফ কবে শেষ হবে, কবে শেষ হবে। কিন্তু এখন আগের দিনগুলোর কথা ভাবলে, পুরোনা স্মৃতি মনে পড়লে মনটা একটু কেমন যেন হয়ে যায়। কিছুটা সময় উদাসীনতা এসে ভর করে। বিশেষ করে সাড়ে চার বছর থাকার পর হলটা এখন বেশীই আপন মনে হয়। হলের রুম, কমন রুম, ক্যান্টিন, ডাইনিং, মাঠ সবই এখন অনেক কাছের। এ কাছের জিনিসগুলো ছেড়ে যেতে অনেক কষ্ট লাগবে। কষ্ট লাগবে পুরনো বন্ধুদের কথা ভেবেও- ক্লাসের ও হলের। সিএসই,০৪ এর দুই সেকশনের প্রায় সকলের সাথেই আমার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সময়ের সাথে সাথে নিজের অজান্তেই এরা হৃদয়ে অনেক ভিতরে জায়গা করে নিয়েছে। ৪/২ এর পরীক্ষা শেষ হবার পর কে কোথায় চলে যাবে, ঠিক নেই। অনেকের সাথে হয়ত অনেকদিন দেখা হবে না, অনেকের সাথে অনেক মাস, অনেকের সাথে হয়ত অনেক বছর। এখন থেকেই সেসব মনে পড়লে খুব খারাপ লাগে। কারো কাছে কখনো ভুলক্রমে বা জেনে কোন ভুল করে থাকলে, হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে ভুলে যাবার জন্য হৃদয় থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

একসাথে চার বছরেরও বেশী সময় থাকাকালে আমরা ছিলাম একটা পরিবারের মত। সিএসই'০৪ পরিবার। বাস্তবে নিষ্ঠুরতায় সে পরিবার কিছুদিনের মধ্যে ভেঙ্গে যেতে চলেছে। তাই যে কয়েক দিন আর বাকি আছে, সবাই মিলে আনন্দ-ফূর্তি করে কাটিয়ে দিতে চাই। সকল মান-অভিমান ভুলে একসাথে হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠি, গাই মিলনের জয়গান। সকলের কাছে শেষ একটা অনুরোধ, বুয়েট লাইফ শেষ হবার পর যখন আমরা ব্যস্ত জীবনের কঠিন শাসনে দিশেহারা হয়ে পড়ব, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এগুবো, তখনও যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করব। সম্ভব হলে মাঝে মাঝে ছোট-খাট এবং গেট টুগেদার এর ক্ষেত্রে আমাদের অনলাইন গ্রুপ বিশেষ সহায়তা করতে পারে।

শত বিদ্বেষ, শত রাগ, শত অভিমান সত্ত্বেও বুয়েট আজ হৃদয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আত্মার এ বাঁধন ছিড়ে যেতে কষ্ট তো একটু লাগবেই। সর্বোপরি **Thumbs up to BUET।**

মোস্তফা নিজামুল আজিজ(ফাহাদ)
০৪০৫০১৭

# আমার বুয়েটলিপি

**নুরুল আমিন**

দেখতে দেখতে সাত সাতটি টার্ম চলে গেল। আজ আমি অষ্টম তথা সর্বশেষ টার্মে। প্রতি টার্মেই ল্যাকের খুব নিকটে থেকেও অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে যাই। এবারো সেই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ফলে বুয়েট জীবনের একেবারে প্রান্তে এসেও স্বস্তিতে থাকতে পারছি না মোটেও, এছাড়া শিগগিরই বেকারত্বকে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতিতো থাকছেই।

বুয়েটের জীবনকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে- বুয়েট যখন পড়ায় আর বুয়েট যখন পড়ায় না। যে কোন জিনিসের ভালো-মন্দ থাকে। কিন্তু বুয়েট যখন পড়ায় তখন আমার কোনো ভালো দিক নেই, সবই কেবল মন্দ। এর প্রথম টার্ম যেমন মন্দ গত সপ্তম টার্মও (অষ্টম টার্ম যেহেতু গত হয়নি, তাই এখনই মন্তব্য করাটা ঠিক হবেনা) তেমনই মন্দ কেটেছে। স্কুলের মতো নিয়মিত সকাল-দুপুর ক্লাস, সেশনালে ধরা, কুইজ আর টার্ম ফাইনালে বাঁশ। এতোকিছু সহ্য করে অন্য অনেকে উত্তম থাকলেও আমার দ্বারা উত্তম তো দূরের কথা কোনো রকম হজম করে ভালো থাকাটাও হয়ে উঠেনি। তবে হ্যা টার্ম ফাইনালে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ভালো লাগত এই ভেবে-‘একদিন না একদিন টার্ম ফাইনাল শেষ হবে’। এই টার্মের পর সেই ভালো লাগাটাও বিদায় নেবে। কারণ বুয়েট আমার আর কোনো টার্ম ফাইনাল সম্ভবত নেবে না। সাকুল্যে আর কোনো ভালো অবশিষ্ট রইলো না।পড়াশুনা বাদে বুয়েটের বাকি সময়টা বেশ উপভোগ্য ছিল। আমার বুয়েট জীবনে ঘটে যাওয়া মোটামুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো হলোঃ

১। ১,২ এবং ২,২ এর ইলেক্ট্রিক্যাল ল্যাবগুলো কিছুটা হলেও আকর্ষনীয় ছিল। তার কারণ অবশ্য আমার ল্যাবে বিশেষ পারদর্শীতা কিংবা স্যারদের লেকচার নয়। সঙ্গত কারণেই কারণটি বলা যাচ্ছে না। তবে দূরদর্শী পাঠকদের কারণটি বের করতে কোনো রকম বেগ পাওয়ার কথা না।

২। আমাদের পুরোনো ক্যাম্পাসে (আমাদের যেহেতু সব ক্লাস এবং ল্যাব নতুন বিল্ডিং এ তাই একে নতুন ক্যাম্পাস বললে আগেরটিকে পুরোনো ক্যাম্পাস বলতে হবে) ক্লাসের ফাঁকে নিয়মিত ইলিয়াস মামার বুয়েট ক্যান্টিনে যেতাম নাস্তা করতে। আমার আম্মুর মায়াবী স্নেহে মোটামুটি ভোরে প্রতিদিন নাস্তা করে এলেও ক্যান্টিনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গ কখনোই মিস করতাম না। ক্লাসে পড়া না বুঝলেও কিংবা ক্লাস টেস্টে বাঁশ খেলেও ক্যান্টিনে আমার সহপাঠি বন্ধুদের সাথে অন্তরঙ্গ আড্ডায় আমার সেই কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়ে যেত। বিরতি যদি ১ বা ২(খুবই দুর্লভ যদিও) ঘন্টার হতো তাহলে আমরা সবাই মিলে ক্যাফেটেরিয়ার সামনের রাস্তার পাশে গিয়ে বসতাম। প্রাথমিক উদ্দেশ্য আড্ডা হলেও মাঝে মাঝে আমরা বিশেষ বক্তব্য বা সাক্ষাৎকারের আয়োজন করতাম। বক্তব্যের বিষয়বস্তু যতটা

সম্ভব ফানি ঠিক করা হতো। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ 'আপনার লাইফ পার্টনার আপনি কেমন আশা করেন?', 'বুয়েটে মেয়ে আধিক্যে আপনার মতামত কি? এই আধিক্যের কারণ আপনার মতে কি? ', 'শুভর বর্তমানে কোনো প্রেম নেই- বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন?', 'প্রেমের সুবিধা-অসুবিধা' ইত্যাদি। ভালো কথা আমরা এই সময় 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম। সঞ্চালকের দায়িত্ব নিত একেক দিন একেকজন। তবে দায়িত্বটি বেশির ভাগ ম্যানেজার ইমরুল কায়েসই পেত।

৩। কিছু বন্ধুর কথা না বললেই নয়। তারা হলো মাহমুদ(মামু,রোল-০৪০৫০৪১) এবং শুভ(সেকশন বি, রোল-০৪০৫০৬৫। তার অন্য একটি ফেমাস নামও আছে, কিন্তু নামটি প্রকাশ্যে ব্যবহারের উপযোগি নয়)। সিএসসি ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে ফানি ক্যারেক্টার হচ্ছে 'মামু'('মামু'কে মাহমুদ বললে কেন যেন 'মামু'র যে হাস্যরস সেইটা গ্রো করেনা, যদিও লিখিতভাবে প্রকৃত নামই ব্যবহার করা উচিত)-এই বাক্যে কারো দ্বিমত থাকার কথা না। 'মামু' আমাদের(আমি, কায়েস, নাসিফ, শুভ এবং হাসিব) সাথে বেশি থাকার কারণে ওর জোকারি আমরাই হয়তো সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি। 'মামু'র চেহারাটাই ফানি। কিছু স্যার-ম্যাডামও মামুর এই হাস্যরসের কথা হয়তোবা জানত। মামুর অসাধারণ জোকস বলার দক্ষতা, বিচিত্র বাচনভঙ্গি প্রমুখ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ 'মামু' কে একটি হাস্যরসের আঁধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে আমরা সেই আশাই করি। এবার শুভর(সেকশন বি) কথা বলা যাক। আমি প্রায় প্রতিদিনই ক্লাস শেষে নাসিফের রুমে(আহসানউল্লাহ-১১৮) যেতাম। শুভর দেখা বেশিরভাগ ওখানেই পাওয়া যেত যদিও শুভ নাসিফের রুমমেট ছিল না। খুব কমই শেভ করতো শুভ আর পারলে একটি টি-শার্ট আর একটি প্যান্ট দিয়েই পুরো টার্ম না হলেও অন্তত মিড-টার্ম পর্যন্ত চালিয়ে দিত। পড়াশুনার সীমাহীন চাপে বাকি কাপড়গুলো পরিষ্কার করা কিংবা লন্ড্রিতে দেয়ার সময়টুকু হয়তোবা আর হয়ে উঠতো না। তবে শুভর বিশিষ্টতা তার এই বাহ্যিক কোনো কারণে নয়। শুভর ছিল কিছু অসাধারণ এবং ব্যতিক্রমধর্মী উক্তি (অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি এই উক্তিগুলোও প্রকাশ্যে ব্যবহার উপযোগি নয়)। কিছুটা নেত্রকোনীয় টান তার উক্তিগুলোকে আরো সরস করে তোলে।

বুয়েট থেকে বেরিয়ে গেলে আর ঘটনাগুলো ঘটবে না। তাই বলতে দ্বিধা নেই বুয়েটকে খুব মিস করবো। সবারই হয়তো এমন হয়। আমরা ভুলে যাই বা ভুলে থাকতে চাই যেকোন মন্দ স্মৃতিকে। বুয়েটে আমাদের অনেক মন্দ স্মৃতি থাকলেও আমরা হয়তো সবই ভুলে যাব আর বার বার বর্ণনা করতে থাকবো আমাদের ভাল লাগার ঘটনাগুলো। যুগ যুগ ধরে তাই হয়ে আসছে। সেই বেড়াজাল থেকে আমরাও মুক্ত থাকতে পারবো না।

**নুরুল আমিন**
০৪০৫০৫৬

## টুকরো স্মৃতি

**আকন্দ আশকাক উর রহমান**

### প্রথম অটোঃ

আমাদের সেকশনের প্রথম এবং খুব সম্ভবত একমাত্র ‘সেকশন-অটো’ পালন করা হয়েছিল বাংলাদেশের ১ম টেস্ট ম্যাচ জয়ের পরদিন (বুধবার)। ক্লাসের ‘নেতা- নেত্রীদের’ কর্মসূচি অনুযায়ী বুধবার ক্লাস বর্জন করা হবে, economics CT বর্জন করা হবে, ME CT দেয়া হবে কেবল। কিন্তু এই economics CT বাদ দেয়ার প্রশ্নে এসে বুধবার ২টা দলে ভাগ হয়ে গেল পুরো সেকশন, একদল CT দিতে চায়, আরেকদল চায় না, যারা দিতে চায় না তাদের বক্তব্য-

First Auto সফল করতেই হবে। এটা আমাদের unity পরীক্ষা একটা ক্লাস টেস্ট বাদ দিলে কিছু হয়না...................।
যারা দিতে চায় তাদের বক্তব্য-
' তোমরা তো boss ! তোমরা দুই টাতেই নম্বর উঠাবা, আমাদের তিনটা দেয়া লাগবে.................। '

আমরা কিন্তু তখন L-1 T-1 এর ছাত্র -ছাত্রী। পরে শেষের দল CT দিয়ে ফেলল। Typical Talk Show Specialist মত আমার এক friend বলল, ' সামনের কয়েকটা দিন, এ ঘটনা বড় issue হয়ে দাঁড়াবে। '
অটো নেতৃবৃন্দের কয়েকজন অটো সফল করতে ক্লাসে আসে নাই। পরে সব কিছু শুনে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। একজন বক্তৃতা দেয়,
' তোমরা economics এ A + পাও economist হও, এই আশা করি; এই সেকশনের unity বলে আর কিছু থাকল না। এই বুড়া বয়সে মনে হয়, আমার ঐ friend এর অনুমান ভুল ছিল। Section-B,CSE-04 বুয়েটের অনেক united batch এর একটা।‘

বিঃদ্রঃ
আমি কোন দলে ছিলাম, মনে পড়ছে না, কেউ কি মনে করিয়ে দিবে?

### স্যার syllabus ভুলে গেলেনঃ

বুয়েটের ম্যাথ ডিপার্টমেন্টে একজন ম্যাডাম আছেন, যার হাত ধরে বুয়েটের সব শিক্ষার্থী ‘সাবালক’ হয়ে ওঠে; মানে ‘আঁতেল’ থেকে

‘বুয়েটিয়ান’ হয়ে ওঠে। ঐ ম্যাডামের প্রশ্নে, ৫% student A এর ওপর পায়,৭০% পায় ই বা তার নিচে, ২৫% ফেল করে। সেই ম্যাডাম আমাদের একটা কোর্সের এক্সটার্নাল ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, বাঁশ মারলেন, চলে গেলেন। সেকশন বি এর চারটা প্রশ্নের মাথামুন্ডু কেউ ধরতে পারল না, এর মধ্যে দুটো আবার সিলেবাসের বাহিরে থেকে। কেউ কেউ পারল(এরা কখনও কি আটকায়?), কিন্তু?

আমরা পরে আমাদের কোর্স টিচারকে ধরলাম। স্যারকে ধরার পরে যা বললেন তিনি, তার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। ‘আমি সিলেবাস বলতে ভুলে গিয়েছিলাম’

‘জ্বি স্যার!’

‘আমি সিলেবাস ঠিকমত বলতে পরি নাই। ভুলে গিয়েছিলাম কিছু অংশ;’

আমরা এতই হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম যে আর কোন জবাব দিতে পারি নাই।

## বুয়েটের লাইব্রেরী কেন বিখ্যাত?

বইয়ের জন্য নয়, তাহলে কেন? নড়বড়ে লিফট। বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে। যখন চালু থাকে তখন জীবন হাতের মুঠোতে নিয়ে লিফটে ঢুকতে হয়। নিচতলা থেকে ছাড়ার সময় মহাকাশযানের মত কাঁপুনি সৃষ্টি হয়। তিনতলায় যাবার জন্য ‘২’ তে চাপ দিলে চারতলায় চলে যায়। পরে আবার,তিনতলায় যাবার জন্য ‘২’ তে চাপলে নিচতলায় চলে যায়। Bermuda Triangle এর চেয়েও রহস্যময় ব্যাপার।

-সিঁড়ি অনেক উঁচু সিঁড়ি। ২টা সিঙ্গারা খেয়ে, চারতলায় উঠলে দ্রুত হজম হয়ে যায়।

- এসির মধ্যে ঘুম- প্রেম সহজ, নিরাপদ।

-ইন্টারনেটে মহানন্দে browse, download & Facebook work( মেয়েদের profile দেখে দেখে Friend বানানো আর ছবি নিয়ে হাতাহাতি করা)

## আক্কাইচা

বুয়েটের হলগুলোতে অনেক ধরনের চোরের আনাগোনা আছে। বেশির ভাগই বহিরাগত, কেউ কেউ বুয়েটের ভেতরের লোক। এরকম একজন ০৩ ব্যাচের এক ছাত্র যে তিতুমীর হলে থাকত। বিশেষ কায়দায় তাকে একবার ধরে, উপযুক্ত শাস্তি- (মাইর) দেয়া হয়েছিল। সংবাদ পত্রের ভাষায় যদি বলার চেষ্টা করি।

*‘ধরা পড়ল আক্কইচা’*

অবশেষে ধরা পড়ল তিতুমীর হলের স্মরণকালের উৎপাত আক্কাইচা। গতকাল বিকেলে ' বিশেষ সূত্রে ' খবর পেয়ে তাকে ধরা হয়। প্রথমে স্বীকার না করলেও, ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের (মাইর) মুখে সে মুখ খুলে এবং সঙ্গী হিসেবে ০৪ ব্যাচের একজনকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। পরে প্রচন্ড চাপের মুখে (আবার মাইর) সে কেবল নিজের কথা স্বীকার করে। তার সংগ্রহ থেকে হলের অনেক ছাত্রের খোয়া যাওয়া জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১টা ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা, ৫-৬ টা দামি মোবাইল সেট, তিন-চারটা পেন ড্রাইভ, নগদ টাকা ইত্যাদি। এখানে যোগ করা যেতে পারে ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরাতে আক্কাইচা, একজন অপরিচিত মেয়ের স্নানদৃশ্য ধারন করে চরম মানসিক বিকৃতির পরিচয় দিয়েছে। তার এই কাজ ছাত্রমহলে চরম আলোড়ন তুলেছে। ছেলেদের প্রত্যেকে এই নিম্নরুচির ভিডিও দেখার পর উত্তেজনায় কেটে পড়ে এবং আক্কাইচারে আরেক দফা শাস্তি (আরো মাইর ) ব্যবস্থা করে। ঘটনাস্থলে পরে উপস্থিত হন হল কর্তৃপক্ষ। আক্কাইচার অপকীর্তি এবং ভিডিওটি দেখার পর তিনি

অসুস্থ হয়ে পড়েল। পানি খেয়ে ধাতস্থ হতে তার সময় লেগেছিল বলে, বিশ্বস্থ- সূত্রগুলো দাবি করেছে। আক্কাইচারে শাস্তি হিসেবে এক বছরের জন্য বহিস্কার ও সাতবছরের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। তবে, প্রচন্ড মারে আহত আক্কইচারে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

## কোথায় তারা?

বুয়েটে এক সপ্তাহ- এক মাস ক্লাস করার পর, চলে যায় অনেকেই মেডিকেলে বা ঢাবিতে। আমাদের এক ক্লাসমেট ঢাবিতে হিসাববিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছিল, আরেকজন, এক বছর পড়াশোনার পর বাইরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে গিয়েছিল, কি কারন, কে জানে?' আমাদের আরেক বন্ধু, এক বছর পড়ে, বুয়েটের বৃত্তি পেয়েও চলে গিয়েছিল মেডিকেলে। এরকম উদাহরণ অনেক। যেখানেই থাকুক ভালো থাকুক সবার পক্ষ থেকে এ কামনা।

তানিম বা আদিবের মত কেউ কেউ আছে, যারা চলে গিয়েছে নিয়তির টানে। আদিবকে হারাই ২০০৫ এ, তানিমকে ২০০৬ এ। তানিমের ব্যাপারে বলতে পারি তার জায়গা কেউ পূরণ করতে পারবে, বুয়েটে আমার মত ছেলের অভাব নাই। বলা যায় অতিরিক্ত পরিমানে আছে। কিন্তু, তানিমের মত কাউকে দেখি না ক্যাম্পাসে অনেক দিন হয়। সিভিল বিল্ডিং থেকে বার্সেলোনার জার্সি গায়ে দেয়া বিশাল কোন ছেলেকে বেরুতে দেখি না।

এই লেখা, যদি প্রকাশ পায়, ০৪ ব্যাচের সব হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের জন্য। যেখানেই থাকুক তারা, নিজেদের মত থাকুক।

আকন্দ আশকাক উর রহমান
০৪০৫০৯৯

## কিছু অনুকাব্য

মোঃ মঈনূল হাসান

(লেখালেখি আমার কাজ নয়।তারপরও আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস)

অনুকাব্য-১
চোখের কোনে জল জমেছে
হৃদয় কোনে ব্যাথা,
সারাটি রাত ঘুম আসে না
ভেবে তোমার কথা।

অনুকাব্য-২
কী পেলাম ভাবতে গিয়ে
বেরোয় দীর্ঘশ্বাস,
চার বছরে প্রাপ্তি শুন্য
খেলাম শুধুই বাঁশ।

অনুকাব্য-৩
সেই যে হটাৎ হারিয়ে গেলে
হল না আর দেখা,
নিকষ কাল কষ্ট পথে
হাটছি আজো একা।

মোঃ মঈনূল হাসান
০৪০৫০৩৭

# গোড়ায় গলদ

**আরিফ খান**

*ডেটলাইন ১৮ই অক্টোবর ২০০৪ (ভর্তি পরীক্ষার ১২ দিন বাকি ) :*

হাতে অনেক যত্ন করে ফিল আপ করা ফর্ম, চোখে রাজ্যের সমীহ নিয়ে আমি খুঁজছি রেজিস্ট্রী বিল্ডিং। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছার আগেই ডাক পড়ল ,ঘুরে দেখি স্কুল ফ্রেন্ড। আমার ও .এম.আর টা দেখে সে ফীল আপ করবে। কিন্তু তার ফিলআপকরণ প্রক্রিয়ার উপজাত হয়ে জগতের দুটি স্থানে ভাঁজের সৃষ্টি হল, একটি বন্ধুর চাপে আমরা ও. এম. আর এ , অন্যটি ভাঁজ দেখে দুশ্চিন্তায়, আমার কপালে। রেজিস্ট্রী বিল্ডিং এ পৌছে ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওই সামান্য ভাঁজে সমস্যা হবে কিনা। কাল বিলম্ব না করে তিনি আমার ও.এম. আর এর ডেথ সির্টিফিকেট দিয়ে দিলেন, ১০০ টাকা নিয়ে নতুন ও . এম. আর ধরিয়ে দিলেন (যদিও আলাদা ও. এম.আর. বিক্রির নিয়ম ছিল না............. টাকার গন্তব্য অনুমেয়......... )। আমার অতি সতর্কতার কীর্তি এভাবে ২ মিনিটে মাটি হওয়াতে আমি মুষড়ে পড়লাম। তাই সাবধানতার খোড়াই কেয়ার করে ভীড়ের মধ্যে বারান্দায় বসে নতুনটি ফিল আপ করলাম। বাসায় ফেরার পথে আমার মাথায় বাজ পড়ল; সর্বনাশ! আমি তো “আদিবাসী” এন্ট্রি টা পূরণ করিনি! বাসায় গিয়ে মাকে বললাম, দুশ্চিন্তার ভাঁজ নতুন ঠিকানা পেল মার কপালে। ফলস্বরূপ পরদিন সকালে আমি আবার উপস্থি'ত সেই ক্লার্কের সামনে। সব খুলে অনুরোধ করলাম ফর্মটি বের করার, ভুল সংশোধনের শেষ সুযোগ দেয়ার। তিনি প্রথমে আমাকে উচ্চ আদালত দেখিয়ে দিলেন, জানালেন ফর্মটি আর ওই লাল বিল্ডিংয়ে নেই, চলে গেছে প্রসেসড হয়ে অন্য কোথাও।

“পৃথিবীর আর সব সুন্দরীদের মত
সে তব ভুল নিয়ে চলে গেছে দূরে,
আবার তাহারে কেন ডেকে আন?
কে হায় ফাও ঝামেলা পোহাতে ভালবাসে? (ক্ষমা করবেন জীবনানন্দ দাস)

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকায় অবশেষে পাশের রুম থেকেই বেরিয়ে এল মোস্ট ওয়ান্টেড ফর্ম। ভুল ঠিক করতে গিয়ে নতুন আবিস্কার করলাম যে আমি আসলে ভুলই করিনি, অর্থাৎ দেখলাম “ আদিবাসী ” এন্টি টা আগেই পূরণ করা । তাই কবি বলেছেন,

“ ভুল তোর শুরুতেই,
বাকি চার কেটে গেল
সেই একই ধারাতেই”

আরিফ খান
০৪০৫০১৯

রাজিনের
স্মৃতিPedia

সাইয়িদ সাফায়েত আলম( রাজিন )

BUET। *নামটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে আসে একগুচ্ছ বন্ধু । যাদের সাথে কাটিয়েছি কষ্টের কিন্তু আনন্দদায়ক চারটি বছর। চোখের সামনে ভেসে আসে কিছু দারুন স্মৃতি । সবগুলি মনে পড়ছে না। এখন যেগুলি লিখছি সেগুলিই এখন একটু মনে আসছে।*

### Level-1 Term-1

"বাবা, একটু ভালমতো পড়াশুনা করো। BUET এ চান্স পেলে আর পড়তো হবে না।"

কোন হালার পুত যে এই কথাটা বলেছিল তাকে এখনো খুঁজছি। BUET এ চান্স পেলাম একটু "ভাব-টাব" দেখাবো তা না এমন পড়ার চাপে পড়লাম যে "ভাব " শব্দের বানানটাই ভুলে গেলাম।

আমাদের Chemistry Teacher মানোয়ার স্যার। চূড়ান্ত Boring। হাতটা ঘুরিয়ে বলতো : " ব্যাপারটা এরকম আরকি।" কিন্তু মনে হতো বলছে :"বাবারা একটু ঘুমাও।" একদিন আমার চরম ঘুম আসলো । ব্যাপারটা কী? আমি কি এতই খারাপ Student? পিছনে তাকিয়ে দেখি সবার চোখ ঘুমে লাল হয়ে আছে। স্যার এর নাম Relaxen হলে অধিক ভালো হতো।

English Teacher মুশফিকুল আলম । তার ক্লাসে সবাই ঘুমে বেঞ্চে পড়ে থাকতো, কিন্তু আমাদের তন্বী দেখলাম পড়ে আছে বীথির ঘাড়ে। পরে শুনলাম তন্বী আসলে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। সাথে সাথে Ambulance। আল্লাহর রহমতে তন্বী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়।

ক্লাস হতো আর্কি চিপাতে। সেদিন আর্কির Rag Day। সাড়ে সর্বনাশ! লিফটে সবাই উঠেছে। Ground Floor এর দরজা খুলতেই দশ বালতি রংয়ের "সুনামি" ঝাপিয়ে পড়লো সবার উপর। মৌ আর মুনিয়া গেল Wash Room এ । একজন বললো :"এই মেয়েরা কোথায় যাও?" । মৌ বললো: " মুখ ধুতে।" সাথে সাথে রংয়ের বালতির উচ্ছাস। পরের মুনিমুল

হক স্যার এর ক্লাসে আমাদের একেক জনকে একেকটা Cartoon লাগছিল।

### Level-1 Term -2

Electrical Lab এ Ameter এর Range 0.1mA ~ 100mA। মহসিনের Ameter টা কাজ করছে না। বোধহয় কম Current যাচ্ছে। দেখি 220V এর Line এ ঢুকিয়ে । এরপর চরম "বিস্ফোরণ"! আমাদের V.C. ও বোধহয় ভয়ে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল। তেমন কিছুই হয়নি শুধু Ameter আর স্যারদের মেজাজ দুটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

Physics Lab এর Group ঠিক হচ্ছে। আমাদের BUET থেকে "ওয়াফা" নামের মেয়েটি আগেই চলে গিয়েছে। রায়হান কোন গ্রুপমেট পাচ্ছে না। সবার গ্রুপ ঠিক হয়ে গেছে । তখন হঠাৎ একগ্রুপে দেখা গেল "ওয়াফা" র নাম উপস্থিত। আতিক - সায়েম তাদের গ্রুপে "ওয়াফা"কে নিয়ে সামান্য সম্মান প্রদর্শন করেছে। কিন্তু "ওয়াফা" যেহেতু Out সেহেতু পুরোপুরি Out। রায়হানের গ্রুপ ঠিক হলো।

### Level-2 Term-1

কাওসার আলম স্যার একদিন বেশ দেরী করে ক্লাস শেষ করলেন। পরের সাইদুর রহমান স্যারের ক্লাসে সবাই পৌছালাম ১৫ মিনিট পরে । সাইদুর রহমান স্যার পরে কাওসার স্যারের সাথে কী করেছেন জানি না তবে পরের দিন কাওসার স্যার বেশ কাচুমাচু হয়ে ঢুকে বললেন: " আমার ক্লাসের পর সাইদুর স্যারের ক্লাস সেটা আগে বলবা না?"

নিশাত ২-১ এর রেজাল্ট নিতে ফরহাদ স্যারের কাছে গেল। ফরহাদ স্যার বললেন : " তুমিতো একটা Subject এ খারাপ করেছ।" নিশাতের মাথায় বজ্রপাত! তারমত ছাত্রী আর খারাপ? মানে ফেল নাকি? হাত থেকে কলমটা পরে গিয়ে দুভাগ হয়ে গেল। “হে ধরণী তুমি দ্বিধা হও”। পরে জানা গেল নিশাত সবগুলোতেই A + শুধু এক বিষয়ে খারাপ মানে "A "।

### Level-2 Term-2

রায়হানের হলো জন্ডিস। DEPT Sessional এর ৩টি ক্লাসে সে আসতে পারেনি। শেষের দিন তানভির স্যারকে Medical Certificate দেখানোর পর স্যার বললেন : "ঠিক আছে । তাহলে ৩টা Practical আজকেই করো।" রায়হানের মুখের দিকে তাকায়নি কিন্তু আমার মুখ পুরা হাঁ। যে Prcatical একদিনে ৩ জন মিলে করি সেটা একা একদিনেই ৩টা?? রায়হান মাঠে নেমে পড়লো। সবাই মিলে কোনরকমে রায়হানকে ৩টা Practical করাতে সফলতা পেলাম। পরে স্যার বলে:"ঠিক আছে। আজকে বিকেলের মধ্যে ৩টা Practical এর Report নিয়ে আস। এরপর আমাদের মেজাজটা যে কোথায় গেল তা বুঝাই যাচ্ছে।

EEE এর শিক্ষক আরিফ স্যার। মওলানা Type এর । আমাদের ক্লাসে ৫ জন মাত্র মেয়ে । তখন পর্যন্ত কোন Couple নাই। হঠাৎ একদিন স্যার বলে:" আচ্ছা! ছেলে আর মেয়ে একসাথে বসা কি ঠিক??"
আজব! স্যার চলে গেলেন । এর মধ্যে অমিত বলে: " মেয়েরা এক বেঞ্চে বসবে , আর ছেলেরা এক বেঞ্চে বসবে তাহলে রশীদ কার সাথে বসবে??" রশীদ খুবই ভালো একটা ছেলে । চার বছর ধরে সবাই আমরা তাকে পচিয়েছি আর সুবিধা নিয়েছি । সে কখনও কাওকে কিছু বলে নাই।

### Level -3 Term -1

First Bench এর কোণার জায়গায় সবসময় আমি বসতাম। একদিন ক্লাসে আসতে দেরী হলো। এসে দেখি ফ্লিন্ট আমার জায়গায় বসে আছে। পিছনের দিকে গিয়ে বসলাম। জ্যোতি ছিল ফ্লিন্টের পাশে। দেখি কানে কানে কী যেন বললো। সাথে সাথে ফ্লিন্ট বেঞ্চ থেকে উঠে হন্তদন্ত হয়ে পিছনের দিকে বসলো। আমি ঐ জায়গায় এসে বললাম: "কীরে জ্যোতি? কী বললি?" জ্যোতি বললো:" কিছুই না। বলেছি এখন আকবর স্যারের ক্লাস।" আকবর স্যারের ক্লাসগুলো আসলেই বেশ রোমাঞ্চকর ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

Compiler Sessional এর শেষ Assignment। কেউ কিছুই Code করতে পারেনি। কিন্তু আমি পেরেছিলাম। সবার মনে আছে কিনা জানি না কিন্তু প্রায় ৪০-৫০ জন আমার Code টা নিয়েই Submit করে।
তার মধ্যে অন্যতম ছিল "রিদু"। Code টা Run করতেই বিপত্তি! সব ঠিক আছে কিন্তু কোণার এক জায়গায় লেখা আছে :"My name is Rajin"। পাভেল স্যার হয়তো জানতেন যে কে রাজিন, তবুও জিজ্ঞেস করলেন: " রাজিন টা কে?" রিদু তার চূড়ান্ত বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে বললো:" আমিই রাজিন।" স্যার একটা হাসি দিল। রিদুর এই আকিকার খাওয়া এখনো পাইনি।

### Level -3 Term -2

এই Term এ হঠাৎ সামি স্যার ও আহসানের মধ্যে বিশেষ সক্ষতা তৈরী হয়। একদিন স্যার বোর্ডে লিখতে গেলেন, দেখলেন মার্কারে কালি নেই।
"এই আহসান, মার্কারে কালি নেই কেন?"
কোন দুর্বোধ্য থেকে দুর্বোধ্য বিষয় নিয়ে যখন সবার মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে, তখন হঠাৎ :" এই আহসান! বল তুমি কী বুঝলা?" একদিন আমরা অনেকে আহসানের সাথে দাড়িয়েছিলাম। সামি স্যার দুর থেকে আহসানকে দেখে তারপথ ৩৭.৫ ডিগ্রী কোণে বিচ্যুত করে এসে বলেন: " এই আহসান! তোমার রেজাল্ট কী?" সামি স্যার সত্যি একজন দারুন শিক্ষক এবং রসিক মানুষ ছিলেন।

এই টার্মে আমরে গিয়েছিলাম আমাদের কুমিল্লা পিকনিকে। যেখানে আমরা সবাই চূড়ান্ত মজা করেছিলাম।একটা খেলাছিল। নিজের বন্ধুর পায়ের সাথে নিজের পা বেঁধে দৌড়। শুরু হলো দৌড়। কেই কচ্ছপের বেগে তো কেই চিতা বাঘের বেগে দৌড়াচ্ছে। প্রথম হলো হাবিবের দল। তৃতীয় কে জানি হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কে? আমিত আর মামনুন চিৎকার করে বলে:"আমরা দ্বিতীয়!" পেল পুরস্কার। পরে Video Replay তে ধরা পড়ে তারা আসলে দ্বিতীয় নয় ছিল "ষষ্ঠ"।

আমিত এহতেশাম স্যারকে তার Code বুঝাচ্ছে। অমিত বুঝাচ্ছে বুঝাচ্ছে বুঝাচ্ছে আর স্যার তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছেন। ব্যাপারটা কি? অমিত শেষমেষ বলেই ফেললো: "স্যার, আপনি বুঝতে পারছেন তো?" চারিদিকে নিশ্চুপ নীরবতা, পিনপতন শব্দও নেই। হঠাৎ স্যারের কণ্ঠ হতে কয়েকটা ধ্বনি নির্গত হলো:"তোমার কি ধারণা আমি কিছু বুঝি না?"

### Level-4 Term-1

এত কষ্ট করেছি এই টার্মে যে বেশীরভাগ অশালীন গালাগালি এই টার্মেই শিখি। এরজন্য সুখকর স্মৃতি বেশি নেই এই টার্মে। ড. হুমায়ুন কবির, ড. মাসুদ হাসান , আবদুস সাত্তার স্যারের মত অসাধারণ শিক্ষকদের ক্লাস পেলেও Sessional এর ক্লাসে চরম কষ্ট হয়।আমার আর জুমার এর সেই

রিকশাতে পাটুয়াটুলি ভ্রমণ, রমযান মাসে BUET এসে ECG এর Signal Simulate করা, জুমার এর রুমে এসে DSD এর তার লাগানো কখনই ভোলা যাবে না।

DSD এর একটি ছিল Assignment ALU Design and Implementation। এটি সফলভাবে শেষ করার পর নিজেদের বিশ্বজয়ী মনে করতে শুরু করলাম। একটি বিশেষ খাওয়া-দাওয়া দরকার। দুপুরে ভাতও খাওয়া হয়নি। ঢুকলাম তিতুমীর হলের ক্যান্টিনে। সোহাগ বললো:"কী আছে?" ব্যাস শুরু হলো খাওয়া। পুরা Nonstop! খিচুড়ী, নুডুলস, জিলাপী , বুট , পিয়াজু , বেগুনি , চপ , জুস , পানি , হাওয়া, আলো , বাতাস , মাটি যা পাইলাম শুধু গল:ধকরণ। খাওয়ার সময় দেখি ক্যান্টিনের সবাই আমাদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। বেশ মজাই হয়েছিল।

CSE Festival 2008 । রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! দিন-রাত এক করে,খাওয়া-ঘুম বিসর্জন দিয়ে আমরা Wireless ECG System তৈরী করলাম । কোন পুরস্কার না পেলেও দর্শকদের আগ্রহ আর আমাদের Stall এ চরম ভীড় খুবই Enjoy করি। দর্শকদের মন্তব্যের মোটা খাতাটা এখনও মাঝে মাঝে উল্টে দেখি। Cultural Night এ প্রথমবারেরর মতো আমি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করি। দারুন এক অভিনয়ের অংশ হয়ে আমি গর্বিত। পাঁচ Director হই হাসান, প্রসুন, মুরাদ, আমি ও তাওসিফ। উপস্থাপক হয় ফাহাদ ও শিমন। সবকিছুর মূল দায়িত্বে থাকার জন্য ফাহাদকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।

### Level-4 Term-2

শেষ টার্ম। আমি এখনো শেষ হইনি। একরাতে আহসানের ফোন:"কালকে IPE madam Extra class নিবেন।" আশ্চর্য!! আমি Class Representative আর আমি জানলাম না কিন্তু আহসান জানলো? অনেককে ফোনে জানালাম। পরের দিন রাগে একটু গজগজ করতে ক্লাসে ঢুকে দেখি, "একি??"

সেদিন ছিল আমার জন্মদিন। তাই Extra Class এর ভুয়া কথা বলে একটা Surprise Party আয়োজন করে বন্ধুরা। বিশাল কেক , Poster , বেলুন , খাওয়া , Drinks , ... বিশাল আয়োজন!!

সত্যিই! এরকম বন্ধুত্বের ভালোবাসা কয়জন পায়? তাই এটাই আমার BUET জীবনের সেরা প্রাপ্তি ও সুখকর স্মৃতি।

*শেষে এটাই বলবো লেখা শেষ হলো,* BUET *শেষ হলো, একদিনও ইহজীবনও শেষ হবে , তবে রয়ে যাবে শুধু "স্মৃতি"।*

সাইয়িদ সাফায়েত আলম
০৪০৫০৮৮

এটা আমার
নিজের
গল্প

**ইমরুল কায়েস**

এক দুপুরে রাজশাহীতে মোন্নাফের মোড়ের পাঁচতলা এমআর ছাত্রাবাসের দ্বিতীয়তলায় বেলকনির পাশে বসে বায়োলজি মুখস্ত করছিলাম। বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে, সামনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা। এটাও সিরিয়াসলি দিতে হবে। এমন সময় নিচে টিএন্ডটিতে আমার নামে ফোন আসে

' ইমরুল কায়েস বলছ। '
' জ্বী,বলছি ।'
' বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েছ? '
' না। '
' রেজাল্ট হয়ে গেছে। তুমি তিরানব্বইতম হয়েছে।'

ফোনটা এসেছিল রাজশাহী একটা ভর্তি কোচিং থেকে। আমি ওদের ছাত্র ছিলাম না, তারপরেও হয়ত ওরা নিজেদের খাতিরেই আমার খবরটা রেখেছিল। যাই হোক, এই ফোনের পর থেকেই মানসিকভাবে বুয়েটের ছাত্র হয়ে যাই এবং এই ছাত্রত্বটা আর কয়েকটা দিন পরে থাকবে না বলে আপাতত কিছুটা নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছি।

দুই হাজার চার সালের মাঝামাঝি বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইন্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের একজন গর্বিত ছাত্র হয়ে সোহরাওয়ার্দি হলের এক হাজার বারো নম্বর রুমে মফস্বল থেকে আনা বাক্স-পেঁটরা নিয়ে উঠে পড়ি। রুমের ছাত্রসংখ্যা ছয়জন,যদিও সাধারণত চারজনের থাকার কথা। রুমে খাট চারটা,টেবিলও চারটা। প্রথমদিন ছয়জনের মধ্যে এগুলো নিয়ে ভাগাভাগি শুরু হল। নাক খিটখিটে টাইপের একজন ছিল, এক বিছানায় অন্যের সাথে ডাবলিং করলে নাকি তার ঘুম হয় না। অগত্যা সে একটা বিছানা এককভাবে নিয়ে টেবিলের অধিকার ত্যাগ করল। আমরা বাকি পাঁচজন তিনটা খাট আর চারটা টেবিল ভাগ করে নিলাম। শুরু হল হলের জীবন।

রংপুর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে ইন্টারমেডিয়েট পড়েছিলাম। সেখানে বুয়েট বলতে খুব বেশী আইডিয়া পাইনি। স্বাভাবিকভাবেই বুয়েট সম্পর্কিত অনেক উচ্চ ধারনা নিয়ে মফস্বল থেকে এসেছিলাম,ভেবেছিলাম পড়াশুনা যথেষ্ট ইন্টারেকটিভ হবে। এসে দেখি ঐ ঘটনা একই, যাহা বায়ান্ন তাহাই তিপান্ন আর কি। ক্লাস শুরু হওয়ার কয়েকদিনের মাথায় সব আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। শুধুই জীবনযাপন সম্পর্কিত কিছু নিম্মতর প্রক্রিয়ার অনুকরন করার জন্যও যে পড়ালেখার দরকার আছে এই বোধটা নিজের ভিতরে ঐ বয়সে অতটা প্রবলভাবে আসে নি। দুই-তিন সপ্তাহ পর সিদ্ধান্ত নিলাম, অনেক হয়েছে, এখানে আর নয়। ' আর নয় ' চিন্তার যথেষ্ট দ্বান্দ্বিকতা ছিল,

ঘাত-প্রতিঘাতের সংশয় ছিল, কিন্তু আঠারো বছর বয়সের কাছে এইসব বাস্তবতাবোধ অস্থিমজ্জা নিয়ে সামনে আসতে পারে নি।

' আর নয় ' চিন্তাটা যত সহজে করতে পেরেছিলাম এর প্রতিফল সংক্রান্ত কার্যকরণে হাত দিতে আমার ততই দেরী হয়েছিল। বিশেষত বিষন্নতা ভর করেছিল কিছুদিন। আনপ্রেডেক্টেবিলিটি আমার চরিত্রে খুব একটা না থাকলেও এসময় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তার কিছু কিছু লক্ষণ আমার মধ্যে চলে আসে। হুটহাট বিকেলে এক কাপড়েই ঢাকা থেকে দুইশত সত্তর মাইল দূরের বাসায় রওয়ানা দেই। বাসায় বুঝতে পারে কোন সমস্যা আছে। খাওয়ার টেবিলে জানতে চাইলে আমি কিছু বলি না, এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে মনোযোগ দিয়ে ভাত খেতে থাকি। পরদিন আবার ঢাকায় ফিরে আসি, ক্লাসে যাই। ক্লাস শেষে হলে আসলে আবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি, রাজ্যের অনাগ্রহ আর নেতিবাচকতা সিন্দাবাদের ভূতের মত আমার কাঁধে ভর করে।

অতঃপর একদিন, যেদিন শহরজুড়ে প্রচন্ড গরম পড়ে সেদিন আমি আমার ঢাকাবাসের পাট চুকিয়ে ফেলতে চাই, সবকিছু গুছিয়ে রওয়ানা দিই বাড়ির দিকে। না, এই বাড়ি যাওয়াই যে আমার বুয়েট সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার পরিমিত আর পূর্ণতাবোধের পরিচায়ক নয় সেটা তো এই লেখার মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে। বাড়ি থেকে সাত-পাঁচ নানা কথার মধ্যে যে কথাটা শুনে আবার ঢাকা ফিরে আসি সেটা হল,এবার পড়ালেখা না করলেও চলবে। বাড়ি থেকে প্রতিমাসে টাকা দেয়া হবে, আমার যা ইচ্ছা মনে হবে আমি যেন তাই। ঢাকা ফিরেই প্রথমে মনস্ত করলাম, না , এবার আর না, এখানে সেখানে ঘুরি ফিরি, সামনে জিরো ফোর ব্যাচ আসলে তাদের সাথে পড়লেই হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ । এর পরের কয়েকমাস হল আমার শেখার মাস,তারুণ্য থেকে যৌবনে পদার্পণের মাস, চিন্তা-চেতনার কাঠামোতে ক্যানভাস লাগানোর মাস।

আমি নিতান্ত ভবঘুরে জীবনযাপন করলাম কয়েকমাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়াটা হয়ে পড়ল নিয়মিত থাকা খাওয়ার জায়গা। সবকিছুর মধ্যে আলাদাভাবে শাহবাগস্থ পাবলিক লাইব্রেরীর কথা মনে থাকবে। তখন পাবলিক লাইব্রেরীতে না ছিল এখনকার দিনের মত এসি অথবা ফোমওয়ালা চেয়ার। স্রেফ কাঠের চেয়ারে কিভাবে টানা ঘন্টার পর ঘন্টা বই পড়েছি সেটা এখন ভাবলে অবাক লাগে। আসলে দিনের অধিকাংশ সময়ই কাটত পাবলিক লাইব্রেরীতেই,বই পড়ে। হলে ফিরতাম শুধু ঘুমানোর জন্য, সেটাও আবার রাত চারটা-পাঁচটার দিকে,কোন কোন দিন তো লাইব্রেরীতেই থাকতাম সারারাত। রাত গভীর হয়ে গেলে লাইব্রেরীটার অবস্থা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। লোকজন অনেকগুলো চেয়ার একত্র করে মাথার নিচে বই দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। কিছুক্ষণ পর হয়ত লাইব্রেরীয়ান এসে গায়ে টোকা দিত, এনারা জেগে উঠতেন, হাতের তালুতে চোখ কঁচলে বসে পড়েতেন, এ বই ও বই ধরে ঝিম মেরে বসে থেকে লাইব্রেরীয়ান চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। আমি এদের দেখতাম আর এদের জেনেরিক ক্লাস অনুধাবন করার চেষ্টা করতাম। লাইব্রেরীতে ঝিমিয়ে,পড়ে, লাইব্রীরই ক্যান্টিনে খেয়ে,মহিলা সমিতিতে প্রচুর নাটক দেখে আর সর্বোপরি নানান ধরনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারোন্মোচন করে সেসব অদ্ভুদ সব দিন গেছে। আজও হঠাৎ হঠাৎ সেইসব দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। জীবনে খাতায় চোখ বুলিয়ে দেখলে আমি তাই ঐ কয়েকমাসকে আলাদা চোখে দেখি, ঐ সব দিনের একেকটা মুহূর্ত আমার কাছে জোহান্সবার্গের স্বর্ণখন্ডের মতই দামী মনে হয়।

একসময় জিরো ফোর ব্যাচ এসে পড়ে। আবার নতুন করে ক্লাস শুরু করতে হয়। অনেকদিন একাডেমিক শিক্ষার বাহিরে ছিলাম, তাই সত্যি বলতে এসময় এবার বেশ ভালই লাগছিল। যদিও বায়ান্ন তিপান্নর সেই মিনিয়্যাচারাল হাইপোথিসিস মাথার মধ্যে ছিলই তারপরেও নতুন নতুন ছাত্ররা আসছে, তাদের সাথে পরিচয় হবে, নতুন করে অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হবে এই বিষয়গুলো ভেবে বেশ স্বস্তি পাচ্ছিলাম। প্রথম দিন ক্লাসে সম্ভবত বসেছিলাম মোমিনুল আর মেসবাহর পাশে আর প্রথম ঘনিষ্টতা হয়েছিল মাহমুদের সাথে। মাহমুদ তখন বেশ বয়সের তুলনায় মোটাসোটা আর গাবদাটাইপ ছিল। বয়সের সাথে যদিও এখন উচ্ছ্বাসভাবটা অনেকটা কমে গেছে, তখন সেটা বেশ প্রকট আকারেই ছিল, সামান্য কিছুতেই বেশ খুশিতে গদগদ হয়ে উঠত। এই বুয়েট লাইফে মাহমুদ আমাদের বন্ধুদের হাসিয়েছে বেশ। এটা তার সহজাত প্রতিভাই এবং বোধকরি এজন্যই বন্ধুদের মধ্যে সে এত জনপ্রিয়। নাসিফের সাথে পরিচয় হয় সি প্রোগ্রামিং এর ল্যাবে বসে, সেখানে তাকে বেশ বিধ্বস্থ অবস্থায় প্রথমদিন আবিস্কার করি। কম্পুউটারে নলেজ খুব কম বলে সে আমার কাছে সেদিন সামান্য আক্ষেপও প্রকাশ করেছিল। নাসিফের সাথে আস্তে আস্তে ঘনিষ্টতা বাড়ে। ঘনিষ্টতা বাড়ে আমিন,শুভ(এ),শুভ(বি),হাসিব,সজীব এদের সাথেও। দেখতে দেখতে একটা গ্রুপের মত দাঁড়িয়ে যায়। দল বেঁধে ঢাকার আশেপাশে দিনে গিয়ে দিনেই ঘুরে আসা, সবার জন্মদিন উদযাপন, টার্ম শেষে বা মিডটার্মে নানান জায়গায় ট্যুর দেয়া এসব কি কখনও ভোলা যাবে? সবকিছুর মধ্যে ট্যুরের ব্যাপারটা একটু আলাদা করে বলতেই হয়। প্রথম ট্যুরে গেলাম সেন্টমার্টিনে,লেভেল টু টার্ম টু এর মিডটার্মে। গ্রুপে ছিলাম সর্বসাকুল্যে আটজন।আমি,নাসিফ,হাসিব,মাহমুদ,আমিন,শুভ,সজীব আর রাকিব। এই ট্যুরটার ইমোশনাল এনক্রচমেন্ট অনেক অনেক বেশী কারন এটা বুয়েটে ছিল অল্পবয়সে প্রথম ট্যুর। সেন্টমার্টিনে হোটেল অবকাশে পূর্নিমা রাতে বালির ঢিঁপির উপরে শোয়ানো চেয়ারগুলোতে সবাই মিলে বসে সমুদ্রের গর্জন,ঝির ঝির বাতাস আর পূর্নিমার যে সামগ্রিকতা প্রত্যক্ষ করেছি , আমার বিশ্বাস এক জীবনে মানুষ এরকম অনুভূতি খুব বেশী পরিবেশ থেকে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। সেটা বুঝেছিও পরে, আরেকবার সেন্টমার্টিনে গিয়ে ঐ আগের বোধের মত কিছু বুঝতে পারি নি। এরপর বন্ধুদের সাথে আরো ঘুরেছি নানান জায়গায়। বান্দরবন, বগালেকের নৈর্সগিক দৃশ্য,পাহাড়ী জীবনযাপনের নৈঃশব্দ, এই যান্ত্রিক শহরে আজো মনে পড়ে। কেওক্রাডং এর চূড়ায় ওঠাটা যেমন রোমাঞ্চকর ছিল তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না লাউয়াছড়া রিজার্ভ ফেরেষ্টে পায়ে লেবু মেখে চীনে জোঁকের সাথে সারা রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে , মেছোবাঘের ভয় পেয়ে এবং অবশেষে দুধরাজ সাপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে বনের অপর পাশে পৌছানো। পঞ্চগড়ের সমতল চা বাগান, শ্রীমঙ্গলের টিলায় চা বাগান,মাধবকুন্ডের ঝর্ণা দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি তেমনি ভাল লেগেছে কুয়াকাটায় বা ট্রলারে চেপে ফাতরা বনে যেতে। কুষ্টিয়ায়ও গিয়েছিলাম একবার, প্রমত্তা পদ্মা,রবীন্দ্র কুঠীবাড়ি আর লালনমেলা দেখে এসেছি।

আমাদের জীবনযাপনের সব কাজকর্মে এক ধরনের ছন্দোবদ্ধতা থাকে, থাকে প্যাটার্ন। বুয়েটে সেটা ভালভাবেই বুঝেছি। এই কয়েক বছরে সকালে ক্লাস,দুপুরে ঘুম, বিকেলে টিউশনি,রাতে ক্লাসটেষ্টের পড়া বা আড্ডা এগুলো মিলে যে গোছানো প্রকার তৈরী হয়েছে তা থেকে হুট করে বেড়িয়ে যাওয়া একটু মুশকিলই হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ লাগছে সোহরাওয়ার্দী হলের রুম নম্বর চার হাজার দুই ছাড়তে। বুয়েটে পড়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই হলে থাকা। যারা হলে থাকেনি আসলে এই বিষয়টা তাদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। হলে থাকার অনির্বচনীয় আনন্দ এই কয় বছর তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করেছি। প্রথম একটা টার্ম বাদে বাকীটা সময় রুমে সিনিয়রই ছিলাম, স্বাভাবিকভাবেই রুমমেটদের উপর ডোমিনেশন

সবসময়ই ছিল। উইংয়ে সিনিয়ররা ছায়ার মতন ছিলেন,আমরা যখন সিনিয়র হয়েছি তখন চেষ্টা করেছি আমরা সিনিয়রদের কাছে যে রকম আন্তরিকতা পেয়েছি জুনিয়রদের ঠিক ততটাই দিতে। সিনিয়রদের কথা বলতে গেলে জিরো ওয়ান ব্যাচের মেকানিক্যালের মোস্তফা ভাইয়ের কথা একটু আলাদা করে বলতেই হয়। মোস্তফা ভাই বয়সে আমার দুই ব্যাচ সিনিয়র হলেও আমরা একেবার বন্ধুর মত ছিলাম। তার সাথে মেশার অবশ্য আরেকটা কারন ছিল। যে কোন কারনেই হোক তিনি জুনিয়র হলেও আমাকে বয়সের তুলনায় অনেক ম্যাচিউর মনে করতেন, বিভিন্ন দিক থেকে আমার মধ্যে অনেক পটেনশিয়াল দেখতে পেতেন। আমরা আমাদের কমপ্লেক্স অনুভূতি শেয়ার করেছি, ইন্টেলেকচুয়াল বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছি যেগুলো বুয়েটে অনেক কাছের বন্ধুর সাথেও কখনও সেভাবে হয়ত হয়ে ওঠে নি। মোস্তফা ভাইয়ের মুখে যেরকম কথা ফুঁটত, পেটেও সেরকম খাবার ধরত। আমরা মধ্যরাতের দিকে ঢাবির একুশে হলের সামনের হোটেলে গরুর বট দিয়ে পরোটা খেয়ে হেঁটে গল্প করতে করতে হলে ফিরতাম, খেতাম নাজিরাবাজারের গরুর চাপ। হলের ছাদে ,উইংয়ের বেলকনীতে অথবা শহীদুল্লাহ হলের পুকুরে দুইজনের ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা কখনও ভুলে যাবার নয়। পাশ করে সাউথ কোরিয়াতে পড়তে গেছেন মোস্তফা ভাই। তিনি চলে যাবার পর হলে আমার বাকী দিনগুলোতে তাকে আসলেই খুব মিস করেছি। তিনি যেখানেই থাকেন যেন ভাল থাকেন।

সিএসই ডিপার্টমেন্টের পড়াশুনার চাপে এই কয়েক বছর নিজের উপর একটা স্টীম রোলার গেছে এটা যেমন সত্য , তেমনি এই রোলারের জন্য এনজয়মেন্ট বিন্দুমাত্র কম হয় নি এটাও সত্য। একাডেমিক ইয়ারের প্রথম তিনটা বছর ইএমই বিল্ডিংয়ে ক্লাসের সময় কর্মচারী ক্যান্টিনে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দলবেঁধে সকালের নাস্তা, বিকেলে ল্যাবের পর ক্যাফেটেরিয়ায় পুরি,জিলাপি,চপ,বেগুনী,ছোলা,নুডলস গ্রোগাসে গেলা, শহীদ মিনারে দলবেঁধে আড্ডা দেয়া, রাতের বেলা মেডিকেলের সামনে পেনাংয়ে খেতে যাওয়া, এসব কি আর সহজে ভোলা যাবে? আবার সবার জন্য কিছু কিছু জিনিস অর্গানাইজ করতে পেরেও ভাল লেগেছে। লেভেল থ্রী,টার্ম-টু তে ময়নামতিতে পিকনিক করতে যাওয়া, লেভেল ফোর টার্ম ওয়ানের শেষে বত্রিশ জনের সেন্টমার্টিন-কক্সবাজার ট্যুর, শেষ টার্মে সুভেনিয়র আর সিএসই র‍্যাগের কাজ করতে অনেক কষ্ট হলেও সেগুলো আনন্দচিত্তে করে গেছি সহপাঠীদের জন্য কিছু করা হবে বলে। ফাহাদ,সাইফুলকে বিশেষ ধন্যবাদ কারন তারা এসব আয়োজনে সাথে থেকে আমাকে সবসময় যোগ্য সহচার্য দিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও হয়ত সেসব আয়োজনে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, আমি আশা করি আমাদের উষ্ণ হৃদয়ের সহপাঠীরা সেসব বড় করে দেখবে না।

একসময় বুয়েটে কয়েকবছর পড়তে হবে ভেবে খারাপ লাগত আর এখন বুয়েটে পড়া শেষে চলে যাচ্ছি বলে খারাপ লাগছে। আসলেই হিউম্যান লাইফ ইজ এ কমপ্লেক্স মেজ,জীবনের গতিপ্রকৃতি আর তার অনিশ্চয়তার আপেক্ষিকতা অনুমান করা সত্যি বড় কঠিন। সান্ত্বনা একটাই অনেকের ভাষায় ' গোল্ডেন পিরিয়ড অব লাইফটা ' এমনি এমনি গেল না। অনেক কিছুই শিখলাম, সমৃদ্ধ হল অভিজ্ঞতার ভান্ডার। বুয়েট থেকে আরেকটা জিনিস পেলাম, সেটা হল প্রচুর বন্ধু। বন্ধুদের মধ্যে আমি নাসিফ আর মাহমুদের কথা আলাদা করে বলতে চাই। এদের দুইজনের সাথে আমার অধিকাংশ সময় কেটেছে। কি পড়াশুনা , কি আড্ডা, কি ঘুরে বেড়ানো সবকিছুতেই এই দুইজন ছাড়া আমি ছিলাম অচল।সহপাঠী হিসেবে, বন্ধু হিসেবে , একান্ত কাছের মানুষ হিসেবে এই দুইজনের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

বুয়েট নিয়ে অনেকের অনেক অনুযোগ-অভিযোগ আছে। আমার কোন অনুযোগ-অভিযোগ নেই কারন আমি জানি এই দরিদ্র দেশে একটা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এর চেয়ে ভালভাবে চলতে পারা সম্ভব নয়। আজ এই বিদায়বেলায় দেনা-পাওনার হিসাব মেটানোর জন্য যখন বসেছি তখন দেখতে পাচ্ছি বুয়েট থেকে পেয়েছি অনেক বেশী, অন্তত যতটুকু আশা করে দুই হাজার চার সালের ডিসেম্বরে ক্লাস শুরু করেছিলাম তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। এই কয় বছরে নানাদিক থেকে আরোপিত যন্ত্রনার জন্য ঘনীভূত ক্ষোভের খাতিরে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি যদি কখনো বিষেদেগার করে থাকি , অভিযোগ করে থাকি , আজ এই বিদায় বেলায় সেগুলো আমি সানন্দে প্রত্যাহার করে নিচ্ছি

ইমরুল কায়েস
০৩০৫০৪৯
eru2005@yahoo.com
http://imrulkayes.blogspot.com
http://eru2005.googlepages.com

## ঘনিষ্ট রাত ও দিন

নাজমুল হাসান রবিন

শোনা যায় কবে, এক ঘনিষ্ট রাতে
জ্ঞান বহির্ভুত আনন্দের সাক্ষি দিতে
সুচনা হয়েছিল তার ছোট দুটি কোষে।
তারপর কতকাল,নিঃশব্দ থেকে,অন্ধকার থেকে
আসল সে আলোকে,মাটিকে ভালবেসে।
ঘুমন্ত বাতাসে সে হাত বুলায় ছুটন্ত
বাতাসে কান বুলায়, শোনে কি যেন।

জীবন বয়ে যায় সময়ের পাতা ছুঁয়ে,
তবে কেন সে থমকে দাড়ালো
কোন ঘনিষ্ট দিনে, আকাশ ভালবেসে।

নাজমুল হাসান রবিন
০৪০৫০১৫

**মমিনুল ইসলাম**

*সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণঃ*

*সুস্থ মস্তিস্ককে অসুস্থ করার তীব্র উত্তেজনা না থাকলে লেখক এ লেখাটি পঠন থেকে নিজেদের বিরত রাখার তীব্র আহবান জানাচ্ছে অন্যথায় লেখাটি পড়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে লেখকের প্রচন্ড মন খারাপ হবে।*

প্রকৃতির সবকিছুই সাম্যাবস্থায় থাকতে চায়। আমি এ মুহূর্তে মনে হচ্ছে সাম্যাবস্তায় নেই। সাহিত্যের প্রতি ব্যাপক আগ্রহের কারনে সাহিত্যপনা আমাকে প্রচন্ড তাড়া করছে। আমি খেয়াল করেছি, আমার ভিতরে একটি অবোধ শিশু বাস করে , সে আনমনে প্রতিনিয়ত খেলা করে। খেলা করতে সে আবার নিজেই তার মনের কোঠায় তৈরী করে নিয়েছে এক চিলতে জমি। সেখানে চলে ভাঙ্গা গড়ার কারুকাজ। সেখানে সে আবার তার নিজের মতো করে একজন সঙ্গী তথা খেলার সাথী করে নিয়েছে যে, একেবারেই নিঃস্বার্থ। তাদের উদ্দেশ্য শুধুই খেলা করা, তারা বাস্তবিক সকল লোভ, লালসা, স্বার্থের উর্ধ্বে। সে যেমন খেলার সাথীটিকে প্রচন্ড ভালবাসে, খেলার সাথিটি ঠিক তেমনি তাকে ভালবাসে। সে আবার খেলার সাথীটির কাছ থেকে যতটা না পাওয়া উচিত, মনে হয় তার থেকে একটু বেশীই পাবার আশা করে। মাঝে মাঝে যে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে চায়। ভাবে, শত অপরাধী করে আবলেও খেলার সাথীটি তাকে ফিরিয়ে দিবেনা, বরং করবে না তাকে আশ্রয়হীন। না মনে হচ্ছে এখানে তার চিন্তার সীমা ঠিক শিশুর পর্যায় নেই, বরং সেটি কৈশোর এমনকি, সেটাও পেরিয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, আমি আরও খেয়াল করেছি, আমার মধ্যে বাস করে এক সুপ্ত প্রতিভা যে মাঝে মাঝে হতে চায় রবীন্দ্রনাথ, ‘সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ীর মতো করে সে তার নায়িকাকে কোন ছোটগল্পে ফুটিয়ে তুলতে চায়। অথবা হতে চায় জীবনানন্দ, বনলতা যেন এ মতো কোন কবিতায় তার উপর প্রিয়ার যে আবেদন বা প্রভাব, সেটাকে কাব্যিক রুপ দিতে চায়। অথবা মাঝে মাঝে তার মধ্যে দেখতে পায় সুকান্তকে, যে কিনা অবাধ্য, যে মানতে চায় না কোন বাধা ,গুড়িয়ে ফেলতে চায় সকল জরাজীর্নতাকে, রচনা করতে চায় এক নতুন সমাজ। এমনকি মাঝে মাঝে সে হতে চায় ফ্রয়েডীয় ধারার লেখক, প্রকাশ করতে চায় তার উচ্ছৃংখলতাকে, হতে চায় অশ্লীল। এমন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা আমার মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকেই আত্নবিশ্বাসহীনতায় ভোগে, ভাবে-সাধ আছে সাধ্য নেই।

লেখার জগতে হাতে খড়ি এবং হাতে কয়লা (সম্ভবত) যার এই লেখাটির মাধ্যমে, তার পেটে হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হলে পেট থেকে কিছুই বের হবে না, সে তা ভালো করেই জানে। (দুঃখিত! মনে হয় বোমাটি

মাথায় ফাটাতে হবে!) কিন্তু এদিকে সে আবার সাম্যাবস্থা অর্জন করতে চাচ্ছে তাই সে স্মৃতিচারণ করে লেখার অদম্য ইচ্ছাটাকে নিবৃত্ত করার ঐকান্তিক অথচ ব্যর্থ ও হীন প্রয়াস চালাচ্ছে।

ছাত্র হিসেবে আমি একেবারে অনুর্বর জায়গা, আমরা যাকে বলি অজপাড়াগাঁ সেখান থেকে উঠে এসেছি। বুয়েট সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই ছিলো না। অথবা বুয়েটে যে পড়বো, সেটাও কোনদিন চিন্তা করিনি। ফলতঃ বুয়েটে চান্স পাবার পর সিনিয়র ভাই যখন জিজ্ঞেসা করেছিল, সেকেন্ড চয়েস কি দিচ্ছি, উত্তরে বলেছিলাম কেমিক্যাল। ফাষ্ট চয়েস যে ইলেকট্রিক্যাল, তাতে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয় কারন দেশ তখন ইলেকট্রিক্যাল চিন্তাভাবনার জোঁয়ারে ভাসতেছিল। যদিও এখন আমরা সিএসই ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হতে পেরে অনেক গর্বিত। কিন্তু তারপরও সেকেন্ড চয়েসের কথা কেন সিএসই বললাম না তার উত্তর বের করার ভারটা তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম। কারণ ব্যাপারটি হাস্যকর - এবং.................।

প্রথম ক্লাস RX এ রীতিমতো লেট করে যাই। ক্লাসে ঢুকে দেখি, ক্লাস পরিপূর্ন মেয়েদের এটি মাত্র বেঞ্চ আংশিক খালি। খালি জায়গাটি পূরণ করতে রীতিমত গিয়ে বসি তানিয়ার পাশে। ব্যাপারটি স্বাভাবিক হলেও বন্ধুমহলে দু'একজনের কাছে বাহবাও পেয়েছিলাম। কারণ আমাদের ক্লাসের ছেলেগুলো মনে হয় ভিন্ন প্রজাতির, মেয়েগুলো তো বটেই।এরপর কেমিষ্ট্রি ল্যাবে স্যার জিজ্ঞাসা করেছিল “কারা কারা টিচার হতে আগ্রহী”

প্রকৃত হাত তোলা সংখ্যাটি ৭বা ৮ হলেও লোকলজ্জার ভয়ে যে হাত অনেকেই তুলে নি, অথবা মৌন ইচ্ছা যে সবারই ছিল -তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ও এর ব্যতিক্রম ছিলাম না । কিন্তু চিন্তাটা যে নিতান্তই অবাস্তব ও অমুলক ছিল, তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম মেকানিক্যাল ড্রয়িং ক্লাসে। তবে, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তাতে আমি কোন রিপিট খাই নি। কারণ স্যারেরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আমাকে রিপোর্ট দিলে ওটাতে আবার রিপিট খাবো। তাই হয়তো তারা আমাকে অনন্ত রিপিট এর মধ্যে ফেলতে চান নি।

ফরহাদ স্যার আমার খুবই প্রিয় স্যার। যদিও তার ক্লাসে কিছু বুঝেছি বলে মনে পড়ে না। একদিন ক্লাসে নিউলাইন ক্যারেক্টার কেমনে পরপর দুবার প্রিন্ট করতে হয় তা পড়াচ্ছিল, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না অথবা ব্যাপারটাকে আমি অন্য লজিক এ চিন্তা করতেছিলাম, মনে হচ্ছিল - স্যার ই মনে হয় ভুল পড়াচ্ছে (কুয়ার ব্যঙের কাছে সাগরের ব্যাপারটা যে রকম আমার ও চিন্তা ভাবনা সেইরকমই ছিল আর কি!!)। তাই স্যারকে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করছিলাম। এবার আমার টনক নড়লো স্যারের বিশেষ ডায়ালগে । আমাকে নির্দেশ করে তিনি সবাইকে বললেন-

- এই দেখো এ উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে।

বলে কি! উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছি!! তাৎক্ষনিকভাবে নিজেকে চিরদিনের মতো সংবরণ করে নিলাম। এরপর কোন স্যারকে আমি প্রশ্ন করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। তার আর ও একটি বিশেষ ডায়ালগ আমার প্রায় মনে পড়ে। যেটি এরকমঃ

" তোমরা যারা ক্লাস টেষ্টে ৫ এর নীচে পেয়েছো তাদের প্রতি আমার তীব্র নিন্দা বর্ষিত হোক। আবারো শোন! যারা ডাবল জিরো পেয়েছো, তাদের প্রতি আরও একবার আমার তীব্র নিন্দা বর্ষিত হোক। "

স্যারের তীব্র নিন্দা বর্ষন করার ষ্টাইল দেখে আমি তথা আমরা মুগ্ধ হয়েছি। স্যারের তীব্র নিন্দা বর্ষন করার কথা লিখতে গিয়ে একটা জোকস উল্লেখ করার উত্তেজনা বোধ করছি। নিজেকে আর নিবৃত্ত করলাম না । জোকসটি এরকমঃ

দুইজন লোকের - প্রচন্ড ঝগড়া লেগেছে। একজন বাকপটু বিধায় সে অনেক কথা এবং গালি শুনিয়ে দিলো। কিন্তু দ্বিতীয়জন তো নিতান্তই

ভদ্রলোক। সে কোন গালি দিতে পারছিল না কিন্তু গালি দেয়ার প্রচন্ড একটা চাপ নিজের মধ্যে অনুভব করতেছিল। তাই শেষমেস সে বলে উঠলো তুই যে গালিগুলি দিলি সেগুলো আমারও , হা! হা! হা!

নিউমেরিক্যাল ক্লাসে স্যারের ভাষ্য মতে -আমরা পিছনের বেঞ্চ স্বাধীনতা ঘোষনা করেছিলাম। আমি কিন্তু আমি চরম হতাশ যে স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি অনেক কম। তাই সবার প্রতি আমার উদার- আহবান, আসো! আমরা স্বাধীনতার জয়গান গাই, স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম উপলব্দি করি। পরাধীনতার শৃঙ্খলে যতোদিন আমরা বন্দী থাকবো ততোদিন বুয়েট ছাত্র কিছু করে দেখাতে পারবে না। যে স্যারের ক্লাস আমাদের ঘুমের ঔষধের ন্যায় করে তার ক্লাসে ঘুম পাবে- এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু ঔষধ সরবরাহ করে, আমাদের জাগিয়ে রাখার কেন এ মর্মান্তিক,হীন ,জঘন্য ও কদর্য প্রচেষ্টা!! তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াই।

এরপর আমি তানাঈম প্রসঙ্গে। একদিন অ্যালগরিদম ক্লাসে তানাঈম মাসুদ স্যারকে পড়াচ্ছিল (take it easy) কিন্তু মাসুদ স্যার কনফিউজড ছিলো। উনি তানাঈমের লজিকটা ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না। এরমধ্যে সজীব বলে উঠলো-
“ তানাঈম যেহেতু বলছে তখন এটাই ঠিক ।“
হ্যা!! তানাঈম সম্পর্কে আমাদের ধারনাটা এরকমই। আমরা আশা করি (সেই সাথে দোয়াও ) সে আরও অনেক ভালো করবে। সামনে থেকে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে দেশের মঙ্গল বয়ে আনবে। তবে!!! তার মনে রাখা উচিত যে, ক্লাসে অন্যদের অবস্থান ঠিক তার মতো না । অন্যদের অবস্থানটা তার চিন্তা করতে শেখা উচিত এবং আমরা আশা করবো অল্প সময়ের জন্যও সে বুয়েটের টিচার হলেও বাঁশ দেয়ার টেনডেনসি যাতে না থাকে।

এবার আসি সজীব প্রসঙ্গে। AI পরীক্ষা দিয়ে সে খুবই হতাশ। সর্বোচ্চ হলে B আসতে পারে। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে মনে হলো গাধা। চিন্তা করলাম এরা সিজিপিএ ৪.০০ পায় কেমনে?!! কিন্তু না! সে ঠিকই ঐ টার্মেও ৪ পেয়েছি। আমি পেয়েছিলাম B +। মানে দাড়াচ্ছে গাধাটা হচ্ছে স্বয়ং আমি কারন আমি তাকে বুঝতে পারি নি।

এবার আসি টিউশনি প্রসঙ্গে। অভিজ্ঞতা ব্যাপক তবে একটির উল্লেখ করছি। যাকে পড়াই সে ছাত্র নয় বরং স্টুডেন্ট, ভিকারুন্নেসার। যে রুমে পড়াই অবস্থা চরম বাজে, মশার ব্যাপক উপস্থিতি। কিন্তু সেদিন তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তাদের কিছুটা সজাগ করার চেষ্টা করলাম। মশার কামড়ের জায়গায় চড় মারতাম শব্দ করে। কিন্তু ব্যর্থ । চিন্তা করলাম টিউশনিই বাদ দিবো । তাই পরের দিন রীতিমতো কয়েল নিয়ে উপস্থিত । ছাত্রীকে বললাম কয়েলটা ধরিয়ে আনতে। তারপর বুঝতেই পারছো!! পরের দিন থেকে আমাকে আর সেই টিউশনিতে যেতে হয় নি।

এরকম কত অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে বুয়েট লাইফর সাথে। ভাবতেও অবাক লাগে কয়েকদিন পরই ছেড়ে যেতে হবে আমাদের এ বুয়েট। এখানে আমরা এখন মোস্ট সিনিয়র ব্যাচ। আমরা সবাই এটাকে খুব ভালভাবেই উপভোগ করছি। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অন্যরকম মনে হয়। জুনিয়রদের উপর অধিকার খাটাতে গেলে মনে হয় বুয়েটতো এদেরই,আমরাই তো বুয়েট থেকে বিচ্ছিন্ন বা ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হচ্ছি। তাতে খারাপ লাগে , প্রচন্ড খারাপ লাগার কারন আসলে একটাই, আমরা বুয়েটকে চরম ভালবেসে ফেলেছি, ভালবেসে ফেলেছে এর সবকিছুকে।

মমিনুল ইসলাম
০৪০৫০১৪

# দুটি মজার ঘটনা

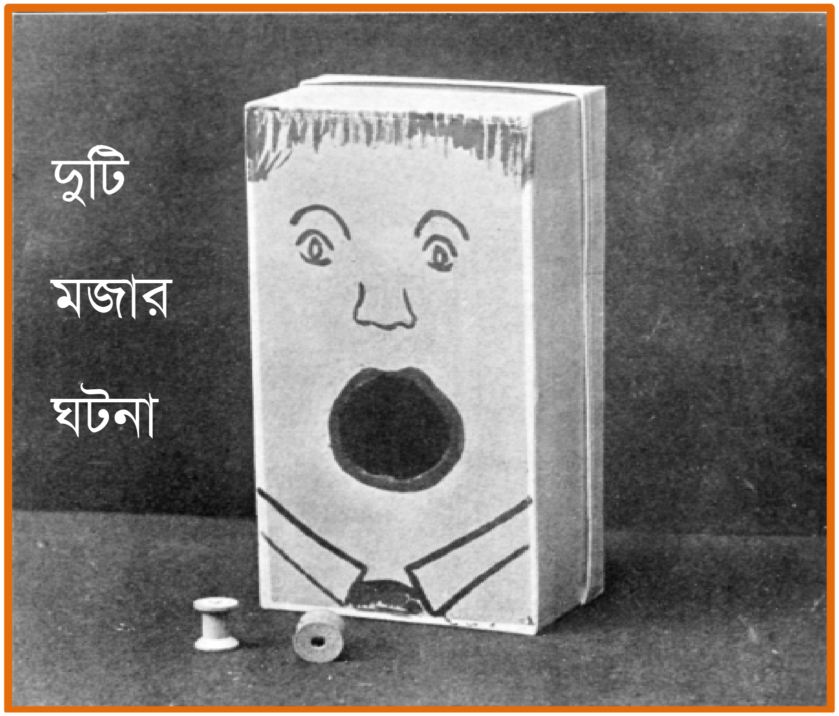

মোঃ মাহমুদুর রহমান

*ইমরুল কায়েসকে অনেক করে বলার পরও সে একটা লেখা লিখে আমার নামে চালানোর জন্য রাজী হল না। তাই বাধ্য হয়ে শব্দ ব্যবহার ও বাক্য গঠনে তুমুল দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টিতে বুয়েটে ঘটা দুটি মজার ঘটনা লিখে ফেললাম। ঘটনা দুটি যদি মজার না হয় ( সে সম্ভাবনাই বেশি) তবে দুঃখিত।*

০১.

লেভেল ওয়ান টার্ম ওয়ানের রেজাল্টের পরের ঘটনা। আমি কোর্স রেজিস্ট্রেশন করতে গেছি আমার অ্যাডভাইসার ইউসুফ সরওয়ার স্যারের কাছে। স্যারের রুমে যেতেই স্যার বসতে বললেন এবং রেজাল্ট কার্ডটি চাইলেন। তিনি সবসময় ছাত্রদের রেজাল্ট দেখার পর কিছু উপদেশ দেন। আমার রেজাল্ট(৩.৩৭) দেখার পর তিনি বললেন,'তোমার রেজাল্ট তো বেশ ভালই হয়েছে। শুধু ম্যাথে একটু খারাপ হয়ে গেছে। সমস্যা নেই,সামনের বার ম্যাথে একটু জোর দাও। '

ঠিক এই মুহূর্তে ০৩ ব্যাচের এক সিনিয়র ভাই ঢুকলেন স্যারের রুমে। তিনিও রেজিস্ট্রেশন করতে এসেছেন। স্যার তাকেও বসতে বললেন। রেজাল্ট এগিয়ে দিলে স্যার রেজাল্ট দেখে বললেন রেজাল্ট এত খারাপ কেন? বড় ভাইটি বললেন,' স্যার, পরীক্ষার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, দুটো কোর্সে তাই খারাপ হয়ে গেছে। '

আমি মনে মনে খুশি হলাম যাক স্যারের অ্যাডভাইসিংয়ে তাহলে কারো কারো রেজাল্ট আমার চেয়েও খারাপ আছে! কিন্তু একটু পরে পুরো বেকুব বনে গেলাম কারন দেখতে পেলাম বড় ভাইয়ের রেজাল্ট ৩.৮৭। হায়রে বুয়েট! হায়রে অ্যাডভাইসিং!

০২.

আমার আর শাবাবের থিসিস অ্যাডভাইসার ড: সোহেল রহমান স্যার আর ড: মাসুদ হাসান স্যার। দুইজন স্যারই তাদের ছাত্রদের পেপার লেখার ব্যাপারে দারুনভাবে মোটিভেট করেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেসারও দেন। এবার সেরকম একটি ঘটনাই বলছি।

লেভেল ফোর টার্ম টুয়ের এগার তম সপ্তাহ, সোমবার। আমরা কেউই নতুন কিছু করিনি। তাই খালি হাতেই( খালি মাথায় ) স্যারের কাছে গেলাম। মাসুদ স্যারের রুমে একই সাথে দুইজন স্যারকেই পেয়ে যাই। রুমে স্যারসহ আমরা এবং আরো অনেক ছাত্র ছিল। শুরুতেই স্যার জানতে চাইলেন কোন নতুন কিছু( পেপার ) নিয়ে এসেছি কি না?

শাবার তখনই উত্তর দিল,' না স্যার.... ।' বাক্য শেষ হওয়ার আগেই সোহেল স্যার মাসুদ স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন,' দেখছেন স্যার, সেকেন্ডের দশ ভাগ সময়ের একভাগ সময়ও দেরী করেনি। প্রশ্ন করার সাথে সাথে উত্তর দিল ' না স্যার ' '।

মোঃ মাহমুদুর রহমান
০৪০৫০৫৯

## সাকসেস-কে

আরিফ আকরাম খান

তুমি এনে দাও কড়ি ও যশ
এ বসুধা তোমার বশ।
অথচ তুমি যে পথের শেষে,
অনিচ্ছা সম্মুখে দাঁড়ায় এসে
পথের ক্লান্তি না তোমার সৌরভ?
আটপৌরে জীবন না নিত্য গৌরব?
অভিলাষী মন বলে শেষটাই জবাব,
কর্মী মন আমার ফাঁকির নবাব।

আরিফ আকরাম খান
০৪০৫০১৯

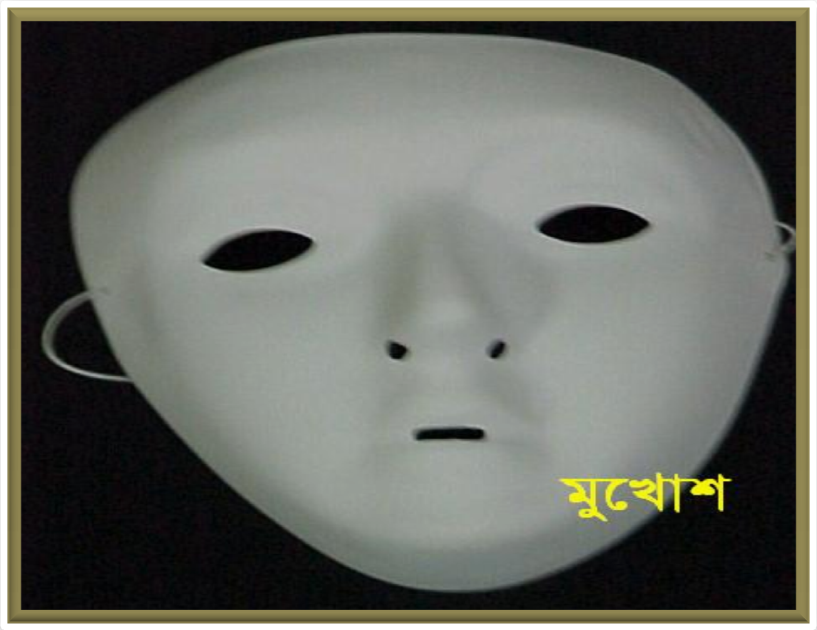

**মাসুমা খানম**

জিনিসটা দেখেই আমাদের খুব পছন্দ হল। আমরা প্ল্যান করে ফেললাম এর সঠিক ব্যবহার করবই। তখন আমরা বুয়েট ছাত্রী হল এর ১২২ নং রুমে থাকি। আমি, ইমি, মিলি আর তন্বি। আনিকারা তখন থাকে ২০৩ নং রুমে। আমরা মানে ১২২- এর বাসিন্দারা ঠিক করলাম ২০৩ এর সবাইকে জিনিসটা দেখিয়ে চমকে দেব।

সেদিন রাতে খাবার পর সবাই যখন টিভি রুমে ইন্ডিয়ান আইডল দেখতে ব্যস্ত তখন আমরা চুপি চুপি ২০৩ এ ঢুকলাম। জিনিসটা জানালার পাশে টেবিলে রাখলাম। রুমের লাইট অফ করে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলাম। ল্যাম্পটাকে একটা শেড দিয়ে ঢেকে রুমের আলো আঁধারিকে আরো রহস্যময় করে তুললাম। একটা টর্চ জ্বলে তার উপর জিনিসটাকে রাখলাম। তারপর রুম (২০৩) লক করে বারান্দার লাইট অফ করে বেরিয়ে এলাম।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম ওদের ফেরার জন্য। যথা সময়ে আনিকা ফিরল টিভি রুম থেকে। ও যেই জানালা থেকে চাবিটা নিতে গেল, দেখল অন্ধকার রুম থেকে একটা কিম্ভুত কালো মুখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিম্ভুত জিনিসটার ঠোঁট দু'টো টকটকে লাল, যেন এই মাত্র কারো রক্ত পান করে উঠে এসেছে।

না, আনিকা চিৎকার করেনি। খালি দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল সেখান থেকে। সিঁড়ির গোড়ায় যখন ও পৌঁছাল, তখন রীতিমত হাপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে খুব হেসেছিল আনিকা। সাথে আমরাও। আনিকা অবশ্য স্বীকার করেনি কী প্রচন্ড ভয় ও পেয়েছিল। বলত, ও নাকি দেখেই বুঝতে পেরেছিল জিনিসটা একটা মুখোশ।

মাসুমা খানম
০৪০৫০৯৮

**হাসিব জামান**

এক.

বাইরে ঝুম বৃষ্টি। শ্রাবনধারা ঝরিছে ঝরো ঝরো। অঢেল বর্ষণধারার হাল্কা কিছু আঁচ এসে লাগছে আমার গায়ে, বাস চলছে “মাইলাইন”। তন্ময় হয়ে বৃষ্টি দেখি আমি জানালার পাশের সিটে বসে, বেশ রোমান্টিসিজম ভিড় করছে মনে, কাব্য উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে,পাত্তা দিলাম না। আজকাল কবিতা চলে না, গান লিখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একটাও কি গান লেখা হলো আজো? নাহ, আজ রাতে একটা গান লিখবোই-বৃষ্টির গান - “হ্যালো, বৃষ্টি কেমন আছো? বন্ধুর খবর কী ? টিপটিপ সুরে বলো তারে, আমি ভাল আছি।” এই জাতীয় চটুল গান, খুব চলছে ইদানীং। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা কয়েকটা স্কুল ড্রেস পরা মেয়ে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। আবার কয়েকটা ছেলেও যাচ্ছে স্কুলে, ছাতা মাথায় দিয়ে। কেন যেন ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভিজতে বেশী পছন্দ করে। এর কারণ কী? হয়তো ওরাই ভালো জানে। চোখ বুজে বৃষ্টি ভেজা একটা মুখ মনে করার চেষ্টা করি। মনে পড়ে না, বরং অন্য আরেকটা চেহারা ভেসে ওঠে। মাথাটা মনে হয় গেছে। প্রায়ই এরকম হয় -ভাবি একজনকে আর দেখি আরেকজনকে। ধুরো ছাই, এর চেয়ে বরং বৃষ্টি দেখি। বাস চলছে না, স্টপেজ সুদীর্ঘ লাইন। এই ঝুম বৃষ্টিতে এতগুলো মানুষ আসছে কোত্থেকে? খেয়াল করে দেখি এখানে ও সেই একই জিনিস- ব্যাটা ছেলেরা ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে কই-কই করছে, আর যুবতী ললনারা পরম সুখে ভিজছে। আহা! ভিজতে জানি কত সুখ।

দুই.

আমার ছাত্রীর কথা মনে পড়ে। পড়াচ্ছি মন উজাড় করে (বরাবরি এরকম ভাবে পড়াই)। ইন্টিগ্রেশনের ডাল -ভাত টাইপ কিছু অংক। মেয়েটার মুখের ভাব দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না - সে কী আদৌ অংক নিয়ে ভাবছে নাকি তার মন পড়ে আছে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে। স্টুডেন্টদের আমার খুব সহস্যময় মনে হয়, পড়া বোঝানোর সময় ওরা জানি কি নিয়ে ভাবে। আমি নিজে শেষ বর্ষের ছাত্র। আল্লাহ রহম করলে মাস ছয়েক পরে ছাত্র জীবনের ইতি টানব। এই সুদীর্ঘ ২০ বছরের ছাত্রজীবনে (বয়স চার থেকে চব্বিশ!) আমি স্যারদের কাছে ২০% এ বেশী পড়া বুজতে পারি নাই (হলফ করে বলতে পারি!)। তাহলে পাশ করতাম কিভাবে? আল্লাহর কসম, নিজে নিজে পড়ে আর আব-জাব দিয়ে। অনেক সময় এমনো হইছে, আসল ধারনার ধার দিয়েও যায় নাই, আমি নিজের মত গোঁজামিল দিয়ে বুঝছি। যাইহোক এর জন্য আমি স্যারদের কোন দোষ দেই না, ৯০% সময় আমি অন্য কিছু নিয়ে ভাবতাম (কি নিয়ে সেটা আর নাইবা বললাম), আর ১০% সময় স্যারদের কিঞ্চিৎ সমস্যা ছিল। ভার্সিটি লাইফে এযাবৎ ডজনখানেক পোলাপান পড়িয়ে যা বুঝলাম-সবারই আমার মত অবস্থা। কোন এক ভাবের জগতে ওরা ভাসমান।

ছাত্র গুলো অবশ্য তাদের ভাবনা মাঝে মধ্যে আমার সাথে শেয়ার করে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র বুঝাচ্ছি-প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া আছে। স্টুডেন্ট হঠাৎ বলে বসলো, "ভাইয়া, হাশমির নতুন ছবিটা দেখছেন?"

আমি কিছুই জানি না এমন একটা গোবেচারা ভাব করে বলি," নাহ, অনেকদিন মুভি দেখা হয় না। কেমন হইছে, ভালো নাকি?"

ছাত্র বিজ্ঞের ভাব করে বলে," চলে, গান গুলো জোশ, " আমি আর কথা বাড়াই না। এরপরের কাহিনী কোনদিকে যাবে জানা আছে।

আবার দেখা গেল ছাত্রের পড়ার টেবিলে দুটা লাঠির মত কি যেন!!

"এগুলো কি, পড়ার টেবিলে কেন?"

"ভাইয়া , আপনাকে তো বলাই হয় নাই। আমরা ফ্রেন্ডসরা মিলে একটা ব্যান্ড দিচ্ছি। কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি ড্রামস বাজাব। তাই আজকে স্টেডিয়াম মার্কেট থেকে এ দুইটা কিনে আনলাম।"

"ড্রামস বাজাবা কেমনে, পারো নাকি?" (লাঠি নিয়ে আমি টুকটাক করি)

"টনি ভাইয়ার কাছে ভর্তি হইতেছি তো, মাসে পাঁচশ টাকা করে, দারুন বাজায়"

"কোন টনি?" (আমি আকাশ থেকে পড়ি )

"ব্ল্যাকের টনি, চিনেন না ভাইয়া?"

"ও আচ্ছা, আচ্ছা"।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মেয়েদের নিয়ে। ওরা কিছু তো বলবেই না, মাঝে মাঝে হঠাৎ ভাবের কোন কথা বলে ওঠে। বড়ই রহস্যময়।

আমার সেই ছাত্রী, সেকেন্ড ইয়ারের সায়েন্স পড়ুয়া মেয়ে। পড়াচ্ছি তাকে জানালার পাশে বসে। দুম করে আকাশ বাতাস উজাড় করে নামলো বৃষ্টি।

"জানালাটা লাগিয়ে দাও" আমি বলি।

" স্যার, আপনার বৃষ্টি ভালো লাগে না?" (মেয়েটির চোখে অবাক বিস্ময়)

আমি তো আরো অবাক, পড়ানোর সময় আমি ভাবটাবের ধার ধারি না, পুরো পেশাদার হয়ে যাই। বৃষ্টিতে বই খাতা ভিজে যাচ্ছে, আর মেয়েটা বলে কিনা, আমার বৃষ্টি ভালো লাগে না খারাপ লাগে ?

সদা স্বল্পভাষী ভাববাজ মেয়েটা আপন মনে বলে চলে, " জানেন স্যার! বৃষ্টি যে আমার কি ভালো লাগে। রোজ কলেজ থেকে ফেরার সময় ভাবি- ইস, যদি বৃষ্টি নামত! ভিজতে ভিজতে বাসয় যাব। কিন্তু এক দিন ও নামে না, আর যখন বাসায় থাকি তখন ঠিকই ঝুম করে বৃষ্টি নামে।"

আমি কি বলব, ভেবে পাই না, চুপ করে বকি।

ছাত্রী আমকে কিছু বলতে না দেখে আসে- চুপ হয়ে যায়, সে চায় আমিও যেন এমন কিছু বলি, আমার রোবটিক ভাব দেখে খনিকটা মনোক্ষুন্ন কি সে হয়?

তিন.

"সরি, আপনাকে পুরা ভিজিয়ে দিলাম।"

হঠাৎ একটা মেয়ের কণ্ঠে আমি বাসে ফিরি, দেখি আমার পাশের সিটে আপাদমস্তক ভেজা একটা সুন্দরী মেয়ে বসেছে, বাসের সিটটা বেশ চিপা হওয়াতে আমার একপাশও সে ভালোমতোই ভিজিয়ে দিয়েছি, তার কোলের কলেজ ব্যাগটাও ভিজা। সে আমার দিকে কৌতুক মাখা চোখে তাকিয়ে আছে। আমি কিছু না বলে একটু হাসলাম। আসলে আমার অনেকটা ঘোরলাগা অবস্থা হয়েছে, হঠাৎ কোন সুন্দরী মেয়ে দেখলে বরাবরই যেটা আমার হয়। মেয়েটির চুলগুলো ভেজা, কপাল ভেজা, চোখের পাতা, তারপর .......... সবখানে শুধু ফোঁটা ফোঁটা জল, যেন সবুজ পাতায় শিশির কনা। বাস আবার চলতে শুরু করেছে, বৃষ্টি মনে হয় আরো বেড়েছে, সেই সাথে আমার ঘোর লাগা ভাবটাও বেড়ে চলেছে। হঠাৎ মেয়েটা খুব উল্লাস নিয়ে বলল,

"আজকে খুব দারুন বৃষ্টি নামছে, তাই না?"

আমি কি বলব? আবার সেই আধখানা হাসি দিলাম।

“আপনার হাসিটা কিছু খুব সুন্দর ! প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড”।

আমি হঠাৎ শকের মতো খেলাম। বলে কি মেয়েটা? চেষ্টা করো, মেয়েরা এরকম হাসি পছন্দ করে। ” মোবাইলেও এ অচেনা মেয়ে আমার হাসি শুনে বলে, “আপনার হাসি খুব সুন্দর, যারা প্রানখুলে হাসতে পারে তাদের মনটা অনেক বড় হয়।“ অভিজ্ঞ ফ্রেন্ডরা শুনে বলে, “এগুলো ফোনে মেয়েদের কমন কথা, ছেলেদের পটাতে বলে। ” তাই বলে আজ বাসে কোন মেয়ে আমাকে বলবে, দিবাস্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করি নাই। আমাকে কিছু বলতে না দেখে মেয়েটি বলে, “ আপনি কি আমার উপর রাগ করছেন?” এবারে তো কথা বলতে হয়, নাহলে আবার গাঁধা ভাবতে পারে।

“কি নাম তোমার!” (জুনিয়র ছেলেমেয়েদের দেখলেই আমি নিজের স্টুডেন্ট ভাবতে শুরু করি।)

“শ্রাবণ”

আমি তো আবার ভাবের জগতে চলে গেলাম। নাহ, আজকের বৃষ্টি বোধ হয় আমাকে ভাসিয়েই নিয়ে যাবে।

“কি নাম শুনেই চুপ? আসলে আমার নাম শ্রাবনী, সবাই শ্রাবণ বলে ডাকে।”

“আমি অর্ক। তুমি কিসে পড়ো?”

“ইকোনোমিক্স -ফার্স্ট ইয়ার। আপনি কি স্টুডেন্ট?”

আমি আবার হেসে নিজের জীবনের একমাত্র পরিচয়খানা দেই।

“ও, মাই গড!”

শ্রাবণী খানিকটা লজ্জা পায়, হাসিটি এড়াতে মুখ অন্যদিকে সরিয়ে নেয়। আমি ভাবি, “শুধু তোমার জন্য” টাইপ গান মনে হয় এদের নিয়েই লেখা হয়।

“বৃষ্টিতে ভিজতে তোমার কি খুব ভালো লাগে?”

যেন হৃদয়ের কোন কথা বলা হয়েছে এরকম ভাব নিয়ে শ্রাবনী বলল,”ভীষণ ভাল লাগে, বৃষ্টি হলেই ভিজতে নেমে যেতে ইচ্ছে করে। আপনার ভালো লাগে না ।”

“খু-উ-উ-ব, বৃষ্টিতে ভিজলে মন ভালো হয়ে যায়।” (পুরো মিথ্যা কথা, নিজে নিরাপদ অবস্তায় থাকলে বৃষ্টি এবং বৃষ্টিভেজা কাউকে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু নিজে ভুলেও ভিজতে চাইনা , জ্বর জারি হবার ভয়ে বর্ষার দিনে ব্যাগ সাথে থাকলেই ছাতা রাখি।)

কিন্তু আমার বানানো কথায় শ্রাবণী খুব খুশী হলো, যেন মনের মানুষের দেখা পেয়েছে এমন ভাব সাব।

“আপনার কি রিকশায় করে ঘুরতে ভালো লাগে?

“হ্যাঁ, খুব । বাসে চড়ি বাধ্য হয়ে। কাজ না থাকলে প্রায়ই বিকেলবেলা একা একা রিকশায় করে ঘুরতে বের হই।” (৫০% মিথ্যা। আসলে বাসে চড়তেই বেশী ভালো লাগে, দু একজন সুন্দরী ললনার দেখা পাওয়া যায়, আর রিকশায় তো একা একা বেরিং লাগে।)

“ আপনার দেখি আমার সাথে খুব মিল। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব অমিল। আপনার পড়তে খুব ভালো লাগে, আর আমার পড়তে একদম ইচ্ছে করে না।”

হায়রে মেয়ে, আমার যে পড়তে কেমন লাগে, তা যদি তোমাকে বোঝতে পারতাম! বুক চিড়ে দেখালে বুঝতে পারতা নিরস পড়াশুনায় ঝাঝড়া হয়ে গেছে অন্তরটা।

তবু বলি, “কেন ইচ্ছে করে না, কেন?”

শ্রাবণী মন খারাপ করে বলে, “আমার পড়ে কি হবে?”

সত্যিই তো, পড়ে কি হবে? আহারে, এ্যাতো সুন্দর একটা মেয়ে, ওর জীবনটা অন্যরকম হওয়া উচিত-আনন্দময়, ভালোবাসাময়।

আমাকে চুপ থাকতে দেখে শ্রাবণী বলে, “কী ভাবছেন?”

“আমি কথা ঘুরানোর জন্য বলি, “তোমার কি ক্লাশ আছে নাকি এখন?”

“হ্যাঁ, কিন্তু ক্লাশ করবো না।”

“কেন?”

“এমনি ইচ্ছে করতেছে না একদম। কিছুক্ষন বৃষ্টিতে ভিজে ঘোরাঘুরি করে বাসায় চলে যাব।”

বাইরে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টি অনেকটা কমে আসছে। তাই দেখে শ্রাবণীর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। সে একদম চুপ। ওকে চুপচাপ দেখে আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল। বাস নীলক্ষেতের কাছে চলে আসছে। এখনি আমরা আলাদা হয়ে যাব, আর কোনদিন দেখা হবে না। এর আগে ও এমন হয়েছে। আমি কখনো কোন মেয়ের মোবাইল নাম্বার চাইতে পারিনা, কেমন যেন নিজের কাছে ছোট ছোট লাগে। আমি জানি শ্রাবণীকে যতই ভালো লাগুক, আমি ওর নাম্বার চাইতে পারব না।

বাস থামল। আমরা দুজনেই নেমে এক জায়গায় দাঁড়ালাম। বাইরে মেঘলা পরিবেশ সবুজ ড্রেস পরা মেয়েটিকে আমার সত্যিই ভীষন ভালো লেগে গেল। আমরা দুজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কেউ কোন কথা বলি না। দু তিন মিনিট চলে যায়। ওর সুখে মেঘলা আকাশের মত অন্ধকার, ওকে ছেড়ে যেতে আমার নিজের ও খুব কষ্ট হচ্ছে, না হলে কোন একটা কিছু করে ওকে হসিয়ে দিতাম। আমি একটু সুরে আসে- করে ডাকি, “এ্যাই খালি, পলাশী যাবা?” রিকশাটা দাঁড়িয়ে পরে। সোজা উঠে বসি। আমি ফিরতে থাকি হৃদয়হীন সেই চেনা রাজ্যের দিকে।

**হাসিব জামান**
০৪০৫০৫০

## বায়ুকল

*(অতি সম্প্রতি সদলবলে অরন্যে রাত্রি যাপনের পর)*

কী এক অন্তরঙ্গ জ্যোৎস্নার থেকে!
নিমেষে নিমের বনে তক্তপোষ পেতে,
আমরা ক'জন মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে,
অপেক্ষার সারারাত কাটাই।
সহস্র বছরের নক্ষত্রেরও আনমনে-
কেউ যেন কথা দিয়েছিলো এ রাতের।
বুনো ঘাসের আলগোছে আজ বহুদিন পর, তার কথা মনে পড়ে।

পসুরের গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘাই মারে শুক্লপক্ষের চাঁদ।
দূরে কোথাও নিস্তরঙ্গ শিরীষের ডালে এক বিরহিনী লক্ষীপেঁচা।
তার ডাক শুনি যেন এই যাদুকর জ্যোৎস্নায়,
ঝি ঝি পোকার শব্দে শব্দে সন্তর্পনে অন্ধকার আরো গভীরে নামে।
অশরীরী হাওয়ার 'পরে মেঘ বুনে সিগারেট আর
আমরা ক'জন মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে
বুকের হাঁপরে এক চিলতে সুবাতাস নেবো বলে সযত্নে হা করে থাকি।

**সুদীপ চৌধুরী**
০৪০৫০৬৩

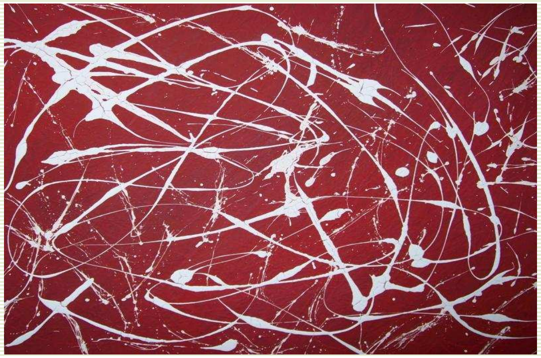

# শিরোনামহীন টুকিটাকি

**সুমাইয়া ইকবাল**

লিখতে বসে দেখলাম বানানো কোন গল্প মাথায় আসছে না। তাই ভাবলাম, এর থেকে ভাল হয় নিজের বুয়েট লাইফের কিছু টুকরো ঘটনাকেই গল্প আকারে শেয়ার করি।

### ১. বুয়েট লাইফ এর অন্যতম বিব্রতকর ঘটনা

১-১ এ বেসিক মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স টা নিতেন “Z ” স্যার। একদিন ক্লাসে রেফ্রিজারেশনের একটা অংক করিয়ে স্যার আরেকটা অংকের কথা বললেন যে এটা বাসায় করে নিও বা কারো কাছ থেকে বুঝে নিও। কি মনে করে যেন আমি জোরে বলে উঠলাম এটার পরে ওটা, ওটার পরে সেটা... করলেই তো অংকটা হয়ে যায়। তখন ও বুঝতে পারি নি যে এর পরিনতি কতটা ভয়ানক হতে পারে।

ক্লাস শেষ হতে না হতেই একদল পোলাপান “ম্যাডাম ম্যাডাম” করতে করতে আমাকে ঘিরে ধরল। এর মধ্যে ছিল প্রয়াত রোল ৫(অঙ্কন), বর্তমান রোল ২(শিহাব)। তাদের বক্তব্য ছিল একটাই, “ম্যাডাম, প্লিজ ম্যাডাম, একটু অংকটা বুঝায়ে দেন, আমরা কিছুই বুঝতেসি না....”। আমি পড়ে গেলাম বিরাট বিপদে। এমনিতেই মাত্র বুয়েটে ঢুকেছি, ডান বাম কিছুই বুঝি না, তার মধ্যে অন্যকে বুঝানোর বিরাট বিপদ ঘাড়ের উপর এসে পড়ল, তাও আবার অংক, যেটা নিজেই ঠিকমত বুঝেছিলাম কিনা sure না। স্যার এর সামনে তো এমনি হঠাৎ করে বলে ফেলেছিলাম, :p । তখনো বুঝিনি এই পোলাপানের দল চূড়ান্ত একটা ফাইজলামি করতে আসছে। যতই ওদের বলি আমি ম্যাডাম না, আমি অন্নি, ততই ওরা বলে, আচ্ছা ঠিক আছে অন্নি ম্যাডাম অংকটা বুঝায়ে দেন। কোনরকমে অংক বুঝায়ে সে যাত্রা পার পেয়েছিলাম।

তবে ঘটনার মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়নি, কারণ ঘটনা শুধুমাত্র অংক বুঝানো পর্যন্তই শেষ হয় নাই, ওরা class test এও আমার ২ পাশে ২ টা জায়গা দখল করতে চেয়েছিল, আর ওই ক্লাস টেস্ট এ আমি ই খারাপ করেছিলাম সবচেয়ে বেশি। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস.......

### ২. বুয়েট লাইফ এর অন্যতম Shocking ঘটনা

৩-১ এ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা নিতেন “M” স্যার। স্যার এর মন মেজাজের থার্মোমিটার খুব বেশি fluctuate করে সেটা ক্লাস শুরু হবার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সবাই বুঝে গেলাম। তবে কিছুদিনের

মধ্যেই সেই temperature অনেক বেশি হয়ে গিয়ে তার কিছুটা হিট ওয়েভ আমার উপর দিয়েই যে বয়ে যাবে সেটা আগে বুঝতে পারি নি....
স্যার এর 2nd ক্লাস টেস্ট। পিন পতন নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে পোলাপান ইচ্ছামত দেখাদেখি করে, বই দেখে ক্লাস টেস্ট দিচ্ছে। আর আমি দিন দুনিয়ার কোন খবর না রেখে নিজের টা নিজেই লিখে চলছি। দেখতে দেখতে পরীক্ষার সময় ও শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষার সময় শেষ হবার সাথে সাথে স্যার হুড়মুড় করে সব খাতা তুলতে লাগলেন। আমার লিখা ও শেষ, এক্সট্রা শীট নেয়ায় শুধু খাতা স্ট্যাপল করা বাকি। পাশের জনের কাছ থেকে স্ট্যাপলার নিয়ে খাতা স্ট্যাপল করে স্যার কে দিতে দিতে ৪/৫ সেকেন্ড এদিক ওদিক হয়ে গেল। এবং এর পরে যা ঘটল তা আমার wildest imagination এও ছিল না। কেন খাতা দিতে দেরী হল সেই অপরাধে, সামান্য পরিমান এই দেরীর কারন না জেনেই স্যার আমার খাতাটা ঘচাং করে ছিড়ে ৩/৪ টুকরা করে ছুরে ফেলে দিলেন। আমি সহ আশেপাশের সবাই মোটামুটি চূড়ান্ত হতবাক। ঘটনা টা এখনো মনে হলে at least ২ মিনিটের জন্য stunned হয়ে যাই.....

### ৩. বুয়েট লাইফ এর অন্যতম আনন্দের ঘটনা

৪-১ কে সি.এস.ই. ডিপার্টমেন্টের পুরান সিলেবাস অনুযায়ি ‘সেশনাল ফাইনাল’ বলা যায়। ৪ টা জায়ান্ট সাইজ এর সেশনাল। প্রত্যেকটা তেই টার্ম প্রজেক্ট। কাজ করার সুবিধার জন্য সব সেশনাল এ একি গ্রুপ রাখা হয়েছিল। আমার গ্রুপ এ আরো ছিল শিহাব, রিফাত, নাফি, আবির। ইন্টারফেসিং এ টার্ম প্রজেক্ট এর ব্যাপারে টার্ম শুরুর আগেই কোর্স টিচার, সাঈদ স্যার এর কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছিলাম। স্যার “ভেহিকুলার এডহক নেটওয়ার্ক” নামে একটা জিনিস নিয়ে আইডিয়া দিলেন। প্রথম দিন স্যার কি বলেছিলেন সব ই মাথার উপর দিয়ে গেল, এন্টেনা কিছুই ক্যাচ করতে পারল না। মোটামুটি না বুঝেই মাথা নাড়লাম স্যার এর কথায়। পরের কয়েকদিন ও একি অবস্থা গেল। এভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে একদিন মাথার মধ্যে জিনিসটা একটু ঢুকল। মনে হয় মাথা নাড়ানাড়ি তে এন্টেনা এডজাস্ট হয়ে গিয়েছিল। যা বুঝা গেল জিনিসটা ওয়্যারলেস নেটোয়ার্ক এর ই একটা স্পেশাল কেস। তো ওয়্যারলেস নেটোয়ার্ক নিয়ে আইডিয়া নেয়ার জন্য শরনাপন্ন হলাম তখনকার ৪-২ এর পপেল ভাই(এখন পপেল স্যার) এর। উনার কাছে যা শুনলাম যা বুঝলাম তাতে বের হল যে রেডিও কমিউনিকেশন এর জন্য যে চিপ লাগে তা নাকি আবার বাংলাদেশ এ পাওয়া যায় না। বহু ঝামেলা করে দেশের বাইরে থেকে চিপ ও আনানো হল। দেখতে দেখতে দিন গেল সপ্তাহ গেল, কিন্ত অন্য সেশনাল এর কাজের চাপে এই প্রজেক্ট এর কাজ বলতে গেলে আর তেমন আগালো না। দেখতে দেখতে রোজার ঈদের বন্ধ চলে আসল। সেবার রোজার ঈদের কেনাকাটা ছিল মাইক্রোকন্ট্রোলার, LED, রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, তার... ... ..:p . ঈদের পরে অবশেষে কাজ শুরু হল প্রজেক্ট এর। ততদিনে অনেক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। কাজের শুরুতেই প্রথম হোচট, যে রেডিও চিপ আনা হয়েছে তা দিয়ে কোন ধরনের ডাটা আদান প্রদান হচ্ছে না। হচ্ছে না তো হচ্ছেই না, কোনভাবেই কিছু হচ্ছে না। এই ডেডলক অবস্থায় চলে গেল আরো বেশ কিছু সপ্তাহ। এদিকে প্রজেক্ট সাবমিশন এর দিন ও ঘনিয়ে আসছে। এর মধ্যে সাঈদ স্যার একদিন বললেন, সামনে নাকি সি.এস.ই. ডে উপলক্ষে বুয়েটে একটা প্রজেক্ট শো হবে। প্রজেক্ট শো তে প্রজেক্ট দেখাতে পারলে একটা ক্লাস টেস্ট এর মার্ক ফ্রি দেয়া হবে এরকম একটা ঘোষনাও স্যার দিলেন। ফ্রি ক্লাস টেস্ট এর জন্য না হলেও প্রজেক্ট শো তে ভাল কিছু একটা দেখানোর আশায় প্রজেক্ট টা প্রজেক্ট শো এর আগে শেষ করে ফেলার একটা তাগিদ ভিতর থেকেই চলে আসল। তবে আমাদের প্রজেক্ট তখন ও ডেডলক অবস্থায়। এরকম অবস্থায় টেনশনের কারনে কিনা জানি না, মড়ার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে পড়লাম সিরিয়াস

জ্বর এ। জ্বরটা এমন ভাবে জাকিয়ে বসল যে যাওয়ার কোন রকম লক্ষন ই দেখা গেল না। এর মধ্যে ব্লাড টেস্ট করে দেখা গেল যে আমার টাইফয়েড আর ডেঙ্গু একসাথে হয়েছে। যে ই শুনে এ কথা সে প্রচন্ড করুণার একটা দৃষ্টি তে আমার দিকে তাকায়। কিন্ত জ্বরের আর কোন করুণা হয় না। পরে অবশ্য ব্লাড টেস্ট এ দেখা গেল যে আগের টেস্ট ভুল ছিল। এই জ্বরের মধ্যেই আমাদের রেডিও চিপ গুলো কথা বলতে শুরু করে। রেডিও চিপ গুলো কথা বলা শুরু করার পরে প্রজেক্ট এর কাজ বেশ ভাল গতিতেই এগিয়ে যায়। এবং দিন রাত অমানুষের মত (শিহাবের ভাষায় পশুর মত) কাজ করে প্রজেক্ট শো এর আগে আমরা প্রজেক্ট টা শেষ করতে সক্ষম হই। প্রজেক্ট শো তে কোন পুরষ্কার না পেলেও অনেক বড় প্রাপ্তি ছিল এত ঝামেলার মধ্যেও টাইমের মধ্যে কাজটা শেষ করা আর বোনাস হিসেবে একটা ক্লাস টেস্ট। শো এর দিন সাঈদ স্যার ব্যাস্ততার কারণে আমাদের প্রজেক্ট দেখতে পারেননি। প্রজেক্ট শো এর দিন শো এর একদম শেষের দিকে ভোল্টেজ় স্পাইক বা শর্ট সার্কিট কোন এক কারনে আমাদের মাইক্রোকন্ট্রোলার গুলো সব পুড়ে যায়, আল্লাহর রহমতে রেডিও চিপ গুলো অক্ষত ছিল। সে কারণে প্রজেক্ট শো এর পরে একাডেমিক প্রজেক্ট সাবমিশন এর সময় একটা ঝামেলা হয়ে গেল, আমাদের হাতে দেখানোর মত তখন কিছু নাই। স্যার অবশ্য আমাদের উপরে আস্থা রেখে আমাদের প্রজেক্ট সাকসেসফুলি সাবমিটেড ধরে নিলেন। আমরা অবশ্য পরে আবার মাইক্রোকন্ট্রোলার কিনে, আবার পুরোটা স্যার কে দেখিয়েছিলাম। অনেকগুলো টার্ম প্রজেক্ট থাকায় কাজ আসলে ভাগ করে নেয়া হয়েছিল। ইন্টারফেসিং প্রজেক্ট এর implementation করেছিলাম আমি আর শিহাব। প্রজেক্ট সাবমিশন, রিপোর্ট সাবমিশন সবকিছুর পরে আমাদের সাঈদ স্যার একদিন বললেন যে, আমাদের কাজ টা নাকি বেশ ভাল হয়েছে, এটাকে একটা পেপার আকারে লিখে সামনে IWCMC'09 নামে একটা কনফারেন্স আছে সেটা তে দিয়ে দেখা যেতে পারে। স্যার এর কথা শুনে আমরাও আগ্রহী হলাম। কোমর বেধে শিহাব আর আমি paper লিখার কাজে নেমে পড়লাম। পেপার লিখতে গিয়ে প্রজেক্টটা আরো extend করা হল। বহু পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে পেপারটা কনফারেন্স এ সাবমিট করা হল। রেজাল্ট দেয়ার কথা ২৫শে মার্চ (বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী সেটা ২৬শে মার্চ)। দেখতে দেখতে ২৬শে মার্চ ও চলে আসল। ওদিন আবার আমার পুরো পরিবার আর ঢাকার সব আত্মীয়-স্বজনরা মিলে নানী বাড়ি যাবার কথা। রওনা দেবার কথা ভোর ৫টার দিকে। ভোর বেলা কি মনে করে ইমেইল টা চেক করে দেখি যে মেইল আসছে “Your paper for IWCMC 09 has been accepted”. ওই মূহুর্তের অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব না। খুশিতে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। অন্য কোন একাডেমিক achievement এও এতটা খুশি হই নি যতটা না প্রথম পেপার accepted হওয়াতে হয়েছিলাম, কারন এটার পিছনে অনেক বেশী ই কষ্ট করেছিলাম। এটা ছিল বুয়েট লাইফ এ আমার অন্যতম আনন্দের ঘটনা। এর জন্য সাঈদ স্যার আর শিহাবের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, স্যার না বললে আর শিহাব সাহায্য না করলে হয়ত কাজটা করাই হত না। প্রথম পেপার accepted হবার ঘটনা টা বাকি বুয়েট লাইফের জন্য ও একটা বড় inspiration হয়ে আছে।

**সুমাইয়া ইকবাল**
০৪০৫০৪৬

# সর্ষেয় ভূত

মুফাখখারুল ইসলাম নাসিফ

ছোটবেলায় আমার ভয় ছিল দুটি। একটি ভূতের ভয়, অন্যটি কোন অন্যায় করে ফেললে আম্মার মুখখানা যখন গম্ভীর হয়ে যেত সেই মুখখানা। আম্মা শারীরিক শাস্তির ধারে-কাছেও যেতেন না, বরং আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিতেন- আর আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম, কারন তাঁর সাথে কথা বলতে না পারলে আমার দমবন্ধ হয়ে আসত। এই দুটি ভয়ই এখন অতীত। প্রথমটি ভূতে এখন আর বিশ্বাস নেই তাই, দ্বিতীয়টি- কালেভদ্রে বাড়ী যাই আর গিয়ে ভয়াবহ রকমের ভাল ছেলে সাজার চেষ্টা করি সেজন্যে।

আমাদের বাড়ীর পেছন দিকে একটা মিনি-জঙ্গল ছিল। সেখানে বাঁশ, আমগাছ, গাবগাছ আর শেওড়া গাছের সংখ্যা ছিল বেশি। গাবগাছ আর শেওড়া গাছকে মনে করা হত ভূতসমাজের আবাসস্থল। গাবগাছে উঠে বাড়ীর দুএকটা কাজের ছেলে ভূতগ্রস্তও হয়েছিল। ভূতব্যাটারা সামাজিক শ্রেণীবিভেদের ব্যাপারে সচেতন ছিল। প্রায় সবগুলো কাজের লোকের উপর বিভিন্ন সময়ে ভর করলেও আমাদের পরিবারের কারো দিকে কখনোই কুদৃষ্টি(!) দেয় নি।

আমাদের অনেকের কাছে ভূত একটা বিলুপ্ত প্রজাতি হলেও কেউ কেউ মনের মধ্যে সযতনে ভূতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাদের একজন আমিন (ওরফে মেরাজ), সেই এই লেখার কেন্দ্রীয় চরিত্র।

লেভেল- ৩ টার্ম- ১ এর পর আমরা চারজন মাহমুদ, আমিন, কায়েস এবং আমি বগালেক ট্যুরে গিয়েছিলাম। যাওয়ার পথে রুমাবাজারে আমাদের একরাত থাকতে হয়। বাজার থেকে একটু দূরে একটা পুরনো বাড়ী আমরা রাতে থাকার জন্য ঠিক করি। দোতলা বিল্ডিং, উপরতলার একটা স্যাঁতস্যাঁতে রুম আমাদেরকে দেওয়া হয়, অ্যাটাচড টয়লেট নেই, রুম থেকে বেরিয়ে কয়েকগজ দূরে ছোটঘরের অবস্থান। বুয়েটের আরেকটি গ্রুপ দোতলায় অন্য একটি রুমে ছিল, রুমাবাজার যাওয়ার পথে ওদের সাথে আমাদের দেখা হয়।

যাহোক, সন্ধ্যার পরপরই এলাকাটি পুরো নিরব হয়ে গেল। আটটার দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা রুমে এসে গল্পগুজবে মেতে উঠলাম। মাহমুদ স্বভাবমতো নয়টার দিকে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত দশটার দিকে আমিন আমাকে বলল সে টয়লেটে যাবে, আমি যেন রুম থেকে বেরিয়ে ওকে পাহারা দেই। ওর ভীতুপনায় বিরক্ত হয়ে কায়েস আর আমি ওকে

ঝাড়ি দেই, কিন্তু কাজ হয় না, সে একা কোন ভাবেই রুমের বাইরে যাবে না । কায়েসের মাথায় তখন দুষ্টবুদ্ধি খেলল, সে ওকে আরো ভয় দেখানোর জন্য বলল যে, সে সবশেষ যখন টয়লেটে যায় তখন তার কেন জানি মনে হচ্ছিল এই জায়গাটাতে কোন একটা সমস্যা আছে, মনে হচ্ছিল অদৃশ্য কেউ যেন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে । আমি আরেক কাঠি অগ্রসর হয়ে বললাম, “আমি টয়লেটে গিয়ে একটা ক্ষীণ গোঙানীর আওয়াজ পাচ্ছিলাম, কিন্তু তোরা বিশ্বাস করবিনা বলে তখন বলি নাই, এখন কায়েসের কথা শুনে মনে হচ্ছে কোন একটা সমস্যা আসলেই আছে ।” আমিনের সত্যিকারের ভয় পাওয়া তখন থেকে শুরু হল । কায়েস আর আমি মিলে আশেপাশে হাস্যকর সব অসঙ্গতি খুঁজতে লাগলাম- তেলাপোকাটা এইভাবে হাঁটছে কেন? টিকটিকিটা ঐভাবে স্থির হয়ে আছে কেন? কিসের যেন ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে ! আর আমিনের মনে হতে লাগল- না!তেলাপোকা এইভাবে হাঁটতে পারে না! টিকটিকিটার ঐরকম স্থির হয়ে থাকাটা বড়ই অস্বাভাবিক, টিকটিকি কেন স্থির থাকবে ? নিশ্চই এর অন্য কোন রহস্য আছে । যে ঘ্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই, সেই অনুপস্থিত ঘ্রাণকে তার অপার্থিব মনে হতে লাগল। এইভাবে চলল বেশ কিছুক্ষণ- আমরা একটা একটা করে অসঙ্গতি খুঁজে বের করি, আর আমিন একটু একটু করে ভয়ে চুপসে যেতে থাকে ।

এসময় মাহমুদ জেগে ওঠে, তোরা সব ভীতুর দল, বলে টয়লেটে গেল এবং কিছুক্ষণ পর বেশ একটা ভাব নিয়ে রুমে ফিরে আসল । কায়েসের বুদ্ধিবৃত্তির আকস্মিক স্ফূরণের ফলে মাহমুদকে তখন হতে হল ভূতগ্রস্ত প্রোল্যাতারিয়েত (ভূতের শ্রেণীজ্ঞানের ব্যাপারটা মাথায় আছে নিশ্চয়ই)। আমরা দুই বুর্জোয়া তখন বিপুল উদ্যমে মাহমুদের চলন-বলন, হাসি-কাশি ইত্যাকার বিষয়াদিতে অস্বাভাবিকতা আবিষ্কার করতে লাগলাম । আর গিনিপিগটা যখন মাহমুদ তখন হাজারো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাওয়াটাই খুব স্বাভাবিক (কেন?) । মাহমুদও তখন নানারকম উলটাপালটা কাজকর্ম শুরু করল, হাবিজাবি বলা শুরু করল । আমিন ততক্ষণে চুপসাতে চুপসাতে আঙ্গুর থেকে কিসমিসে পরিণত হয়েছে । সে মাহমুদকে রীতিমত ভয় পাওয়া শুরু করল, কারণ মাহমুদ তার কাছে তখন ভূতের বলে বলীয়ান এক ডব্লিউ. ডব্লিউ. ই. সুপারস্টার । আমিন তখন আর মাহমুদকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছিল না, বলছিল ওর ঘারে চেপে থাকা ভূতটাকে । সে প্রস্তাব করল ভূতগ্রস্তটাকে অবিলম্বে পুকুরের পানিতে নিয়ে চুবানো হোক । আমরা ভেটো দিলাম- এই অশরীরি শক্তিকে টেনে পুকুরে নেওয়া ইম্পসিবল । আমিনের বিকল্প প্রস্তাব- ওর গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হোক । আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সে দ্বিতীয় প্রস্তাবের ব্যাপারে সিরিয়াস নয়, কারণ এই উপায়ে ভূত তাড়াতে গেলে ভূতের সাথে বেচারা মাহমুদকেও পুড়িয়ে ফেলতে হবে । কিন্তু ভয়ে আতংকে ওর এমনই মতিভ্রম হয়েছিল যে, ওখানে একটি শ্মশান রচনা করতে ওর কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না। আমিন ম্যাচ হাতে নিল । মাহমুদ বোধহয় তখন ভয়ই পেয়েছিল । এঅবস্থায় অভিনয় চালিয়ে যাওয়াটাকে আমরা আর সঙ্গত মনে করলাম না । মাহমুদ তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসল । আমরা আমিনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করলাম ।

ট্যুরগুলোকে খুব মিস করব । মিডটার্মে বা টার্ম ফাইনালের পর বন্ধুরা সব মিলে হৈচৈ করতে করতে পাহাড় বা সমুদ্রের কাছে ছুটে যাওয়া- বুয়েটলাইফে এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় আনন্দ ।

**মুফাখখারুল ইসলাম নাসিফ**
০৪০৫০৫৭

অতল সাগরে পড়েছি, যেখানে সাঁতার জানি না আমি

**হরিচন্দন রায়**

প্রায় দীর্ঘ পাঁচ বছর বুয়েটে কাটালাম ,অনেক বন্ধু বান্ধবী তৈরী হয়েছে। ক্লাসে সবার সাথে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেছে । এখন সুভেনীর বের হচ্ছে শুনে খুবই ভাল লাগছে এ কারনে যে, ক্লাসের সব বন্ধু বান্ধবীগুলোকে সারা জীবনের জন্য হাতের মুঠোয় পাচ্ছি যেখানে আর বয়স বাড়বে না ,ঠিক একইভাবে থাকবে সারাজীবন। এটা জীবনের বুয়েট নামক পার্টিশনটার (ড্রাইভটার) একটা ব্যাক আপ হিসেবে রয়ে থাকবে। খুললেই মনে পড়বে আজকালকার সব টক ঝাল মিষ্টি স্মৃতিগুলো। ধন্যবাদ আয়োজক বন্ধুরা।

বুয়েটে আসার পর প্রায়ই মনে পড়ে নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজের সেই প্রানবন্ত- দিনগুলি, হাই স্কুলে ও প্রাইমারীর সেই সব আনন্দের হাসির খেলাধুলার দিনগুলো। আজ আর এসব নেই , পেতে ইচ্ছে করে বহুত, তবে পাব না জানি, তাই বুয়েটের কোটরে থেকে বুয়েটকে উপভোগ করার চেষ্টা করছি। প্রথমদিকে এমনই খারাপ দিনকাল যেত যেন “বুয়েট ছাড়ি” কথাটি মনে ছেপে গিয়েছিল। পরে অবশ্য কিছুটা শিথিল হয়েছে। বেশ কিছু স্মৃতি জমা হয়েছে। বেশ আনন্দ মজা করছি,মোট কথা ভালই কাটছে দিনগুলি। শেষ টার্মে এসে আবার কেন জানি খাপ খেতে পাচ্ছি না। সবকিছুই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

আমার লেখার ধরণ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মুলত লেখালেখি ব্যাপারটার সাথে আমি আনাড়ি। কখন যে কি লিখছি তা আমি নিজেও জানি না। আসলে কি যে লিখব ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

একটা কথা হয়তবা সবাই জানে যে “যে বনে বাঘ নেই সে বনে শেয়ালই রাজা ” কথাটা সত্যি যেন ছোটবেলায় অজপাড়াগাঁয়ের এক স্কুলে পড়তাম বলে বেশ দাপটেই দিগুলোকে রাত বানাতাম। কিন্তু বুয়েটে আসার পর মেধা ও মেমোরির আপেক্ষিকতা চিন্তা করলে মনে হয় আমি অরিজিনেই পড়ে আছি যেখানে মেধা - মেমোরি শূন্য। বুয়েট তার গতিতে এগিয়ে চলছে, আর আমি আমার । এভাবেই যখন পাঁচটা বছর বয়সের সাথে যোগ হল তখন মনে হচ্ছে জীবন বাস্তবতার সুখময় পিরিয়ড বুঝি শেষ। এখান থেকে যা কিছু পাবার অনেক পাইছি। কিছু হারাইয়াছি আর এত বেশি স্মৃতি জমা হয়েছে যে লিখে বা বলে শেষ হবার নয়। তার পরও কিছু থাকছে শেষে।

বুয়েটের প্রাচুর্যতা বলতে বুয়েটের তথ্যপ্রযুক্তিকে আমার চোখে ধরে না। আমার কাছে যা মনে হয় তাহল এর ছাত্র ও শিক্ষাকবৃন্দ। তথ্য প্রযুক্তিতে বুয়েট যতটা উন্নত হওয়ার কথা ঠিক ততটা না। উন্নত না হওয়ার কারন যেটা হতে পারে তা হল বুয়েট তথ্যপ্রযুক্তিতে স্পন্সরশিপ পাওয়ার মত

কিছু করতে পারে নি অথবা সিভিল ডিপার্টমেন্টের ষড়যন্ত্র নতুবা শিক্ষকের গাফিলতি অবহেলা ও ক্ষীনমানসিকতা। তবে অনেকে আছে যারা বাংলাকে জাপানের মত কর্মঠ করতে নিজের ঘুম হারাম করার সাথে সাথে অন্যের ঘুম ও হারাম করছেন (বুয়েটকে ভাল পজিশনে নিয়ে যাওয়ার অদম্য চেষ্টা), কেউবা দেশের টানে বিদেশ ফেরত (বাংলাকে আমেরিকা, কানাডরি সহোদর বানাবে বলে), কেউবা আবার দেশের কথা ভেবে ভেবে নিজেই মানসিক রোগী(বলে কি হচ্ছে দেশে, সব হারমির দল)। সত্যি এরকম ভাল মানুষের দরকার এই বাংলার - আমি শ্রদ্ধায় নত।

আমাদের মাঝেও এরকম আছে অনেক। কেউবা ডেডিকেটেড রিপ্রেজেনটেটিভ, কেউবা নিজেকে ব্যস্ত রাখে অন্যদের আনন্দ দেওয়ার জন্য,ডেডিকেড আয়োজক এরকম আরও অনেকে। অনেকে আছে যাদেরকে দেখলে মনে হয় ভবিষ্যতের রবিঠাকুর, কেউবা গায়ক, কেউবা ইউনুস, কেউবা বিল গেটস, কেউবা রাজনীতিবিদ, কেউবা ব্যবসায়ী আবার কেউবা প্রবাসী। এরকম আরও আছে......তবে ..... কেউ আবার দেশের উন্নতির বয়ান দিতে দিতে নিজের পকেট বোঝাইতে মগ্ন । কেউবা ক্ষমতা অপব্যহারের গডফাদার । সাবধান ফ্রোম দেম। জীবনে প্রথম এত লোকের ভীড়ে আমি এক কীট।

বুয়েটের যেসব আমার অদ্ভুত মনে হয় সেগুলো হল বুয়েট শহীদ মিনার (দেখে বুঝার উপায় নাই), এক উদ্দামহীন ক্যাফে (অসময়ে), বুয়েট ডাস্টবিন (পলাশী বাজার - এখন অবশ্য সরানো হয়েছে, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরকত স্মৃতিটা হয়ে বেশ ভালই হয়েছে),বুয়েটের নেই কোন নেমপ্লেট (হয়ত বামুন চিনতে পৈতা লাগে না !!), নিউ ক্যাম্পাস (মরুর বুকে প্লানের আহবান), বুয়েট মেডিকেল (আমার গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারই ভাল), বুয়েট লাইব্রেরী (হয়তবা বাংলার একমাত্র এসি ডেটিং প্লেস), হল ডাইনিং (ম্যানেজারের দায়িত্ব নিলেই মেস চার্জ ও একটি ল্যাপটপ ফ্রি) ইত্যাদি।

বুয়েট বাংলার একটি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (হয়ত)। মজাদার জায়গা হিসেবে কেমন তা ভালভাবে না জানা থাকলেও কেমন মজা পেয়েছি তা তো আগেই বলেছি। তবে কিছু জিনিস যা খুবই ভাল লেগেছে তা হল বিদ্যুৎ বিভ্রাট কয়েক সেকেন্ড (মনে হয় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ টুইটম্বুর), ভর্তির পরেই সিট (নো হাঙ্গামা), রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়ার জন্য জোড় করে না (তারা ডোন্ট কেয়ার এটা নিয়ে ), আউলার ভিতরের বর্তমান সেই প্রিয় মাঠ (এখন ) (এখন অবশ্য কিছু জাতীয় দলের ক্রিকেটার ও ফুটবলাররা (!!!) মাঠকে “ক্রিকেট বা ফুটবল মাঠ” হিসাবে প্রদর্শন করার আপ্রান চেষ্টা চালাচ্ছেন), স্বরস্বতী পুজার ধুমধম, ঘুরাঘুরি, আনন্দ, রমজান মাসের ইফতার পার্টি, সি,এস,ই ০৪ ট্যুর (সেন্টমার্টিন-কক্সবাজার ),বন্ধু বান্ধুবীদের একাডেমিক সহযোগিতা আর একটা (১-২)-(৪-২) দীর্ঘ টিউশনি (ভাগ্যিস জুটেছে)।

বুয়েটিয়ানরা বেশ ভ্রমনরসিক। কেন? হয়তবা বেশিরভাগই নিজের টাকায় চলে তাই নতুবা যন্ত্রমানব-মানবীকে রিয়াল মানব-মানবীর সাথে জোড়া লাগানের লক্ষ্যে নিজের যান্ত্রিকরূপ লুকানোর আপ্রান প্রচেষ্টা।

আরেকটা কথা যেটা না বললেই নয় সেটা হল বুয়েটিয়ানরা চরম হেল্পফুল। বিশেষ করে ভার্চুয়াল জগতটা এতটাই উর্বর যে বীজ বপনের সাথে সাথেই ফলন পাবে। আমার প্রথম অভিজ্ঞতা , মানুষ একাধারে এতকিছু ভালভাবে কন্টোল করতে পারে তা স্বচক্ষে দেখা। সত্যিই বুয়েট ক্রিয়েটিভদের একটি মিলনমহল। আমি এখানে নিজেকে বেমানান ছাড়া আর কিছু দাবী করতে পারি না। যেখানে আমি নিজেকে এখনও খাপ

খাওয়াইতেই পারলাম না। ঢাকা শহরটা কেন জানি চরম বিরক্তিকর লাগে হয়তবা গ্রাম থেকে এসেছি বলে। তবুও চলতে হয় .......... তাই চলি। দিনগুলো বুয়েট ছাত্র পরিচয়ে বেশ ভাল যাচ্ছিল। এখন বিশ্ব মন্দা চলছে। ঠিক এমনি সময়ে পেরিয়ে আজ আমরা কিনারায়। ধাক্কায় কিনারা থেকে বিচ্যুত হয়ে কে কখন, কোথায় গিয়ে মিলিয়ে যাব বলতে পারি না । জানি না কি আছে ভাগ্যে।

কয়েক দিন পর কে যে কোথায় তখন- আর দেখাইবা হয় কি না কে জানে! হয়ত বাসে নতুবা ট্রেনে বা অন্যভাবে দেখা হবে। তাই বড় খারাপ লাগছে । যা হোক বুয়েটকে ভুলে যেও না। সবাই ভাল থাক।
স্মৃতি গুলোর কিছু আর বলা হল না। থাক পরে বলব.......... মনটা খারাপ .......... হাসি পাচ্ছে না জোড় করে হাসছি ইদানিং। মন ভাল হলে বলব।

**হরিচন্দন রায়**
০৪০৫১১১৩

## নাসিফের কার্টুন

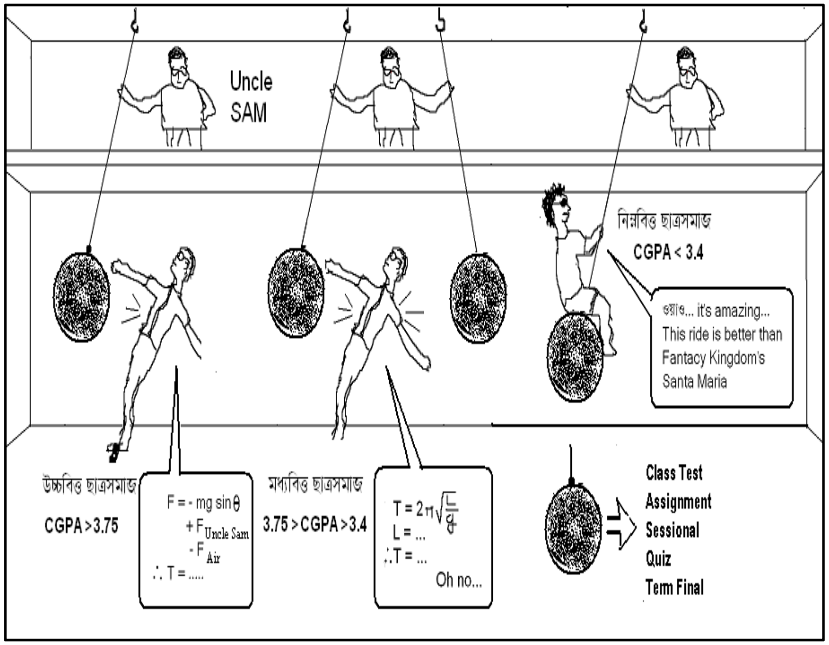
Uncle SAM
নিম্নবিত্ত ছাত্রসমাজ
CGPA < 3.4
ওয়াও... it's amazing... This ride is better than Fantacy Kingdom's Santa Maria
উচ্চবিত্ত ছাত্রসমাজ
CGPA >3.75
$F = - mg \sin\theta + F_{\text{Uncle Sam}} - F_{\text{Air}}$ $\therefore T = .....$
মধ্যবিত্ত ছাত্রসমাজ
3.75 > CGPA > 3.4
$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ L = ... $\therefore T = ...$ Oh no...
Class Test
Assignment
Sessional
Quiz
Term Final

**নাসিফ**
০৪০৫০৫৭

## SHIHAB SPECIAL AWARDS ’09

সিহাবুর রহমান চৌধুরী

স্যুভেনিয়ারে লেখা দিতে বলা হল, কিন্তু পেটে ২/৪ টা এটম বোমা ফাটানোর পর ও দেখি কোন লেখা বের হচ্ছে না। but কিছুই না দিলে তো হয় না, তাই এই শেষ কালে এসে “SHIHAB SPECIAL AWARDS ’09” নামে কিছু বিশেষ award দিচ্ছি।

০১.

Tanaeem M. Moosa
0405001

**Award >World Finalist সম্মাননা Award**

’04 ব্যাচ এ কোন ভাল programmer নেই, এই বদনামের মুখে চূনকালি মেখে ও ২০০৯ world finals এ participate করে আসল|

০২.

Mostafa Nizamul Aziz Fahad
0405017

**Award >Most Promising Leader Award**

বকুল মামার কাছ থেকে Photocopy সংগ্রহ করা জন্য পুরো class কে guide করা থেকে শুরু করে বিশাল Tour আয়োজন করা পর্যন্ত এমন কোন কাজ নাই যেখানে ফাহাদ আমাদের নেতৃত্ব দেয়নি......

০৩.

Tania Rahman
0405022

**Award > Biggest টাক্কু বল Award**

নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবচেয়ে বড় টাকের গর্বিত মালিক...... যা ঢাকার জন্য তার চেষ্টার অন্ত নাই......আর ফুটবল, বাস্কেটবলের থেকেও বড় বল আছে একটাই.....

০৪.

Yamina Taskin Shams
0405011

**Award > “হাভাইত্যা” Award**

যেকোন সময়ে, যেকোন স্থানে, যেকোন জিনিস, যেকোন amount এ খাওয়ার প্রতি বিপুল পরিমান আগ্রহ দেখিয়ে সে “হাভাইত্যা” award ছিনিয়ে নিয়েছে

০৫.

S.M. Rifat Ahsan
0405023

**Award > Best Pronunciation Award**

ইংরেজি প্রতিটি শব্দের উচ্চারন redefine করার জন্য সে পাচ্ছে এ ব্যাচ এর Best Pronunciation Award

০৬.

Rehana Begum
0405055

**Award > “কত কথা বলে রে…” award**

এত fast আর এত high frequency(>20kHz) তে কথা বলে যে, বাইরে থেকে শুনাই যায় না যে কথা বলতেসে…

০৭.

Sumaiya Iqbal
0405046

**Award > Best** “চোথা” **Creator Award**

Class এর সবাইকে এমনকি সাইদুর রহমান স্যার কেও নিজের বানানো চোথা সরবরাহ করে সে জিতে নিয়েছে ’04 ব্যাচ এর Best ‘‘চোথা’’ Creator Award

০৮.

S.M. Shabab Hossain
0405007

Award >"কত বোকা হবি রে..." Award
প্রতারনার শুরু সেই 1-1 থেকে......... (এখনো চলছে......)

০৯.

Habibur Rahman
0405028

**Award > Best Lyricist Award**
হাবিবের রচিত latest গান... "কেন আমায় বাহু দেখালি..."
এ গানটিই এনে দিল হাবিব কে আমাদের ব্যাচ এর Best Lyricist Award

১০.

Nurjahan Begum
0405039
**Award > Damn Serious Award**
সদা মনযোগী, টিচারের হাচি, কাশি থেকে শুরু করে লেকচার কোন কিছুই উঠাতে মিস করে না, কোন ক্লাস ফাকি দেয় না.....সে আমাদের seriousness এর idol নুরজাহান.....

১১.

Imran Khan
0405032
**Award > Diva Award**
Good looking, Handsome, Dashing...এই word গুলো যদি কারো ক্ষেত্রে use করা যায় সে আর কেউ নয়, সে আমাদের কবি ইমরান.....

## Special awards

০১.

Shabab + Minhaz
0405007 + 0405006

**Award > Best "জুটি" Award**

Shabab আর Minhaz তো সেই 1-1 থেকেই husband-wife...ওদের কে নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই.....

০২.

Anni Sheta
0405046 + 0405055

**Award > Best "জুটি" Award**

Anni যেখানে Sheta সেখানে এবং Sheta যেখানে Anni সেখানে...so, if and only if condition satisfied for the best "জুটি" Award.....

০৩.

**বকুল মামা**

**Award > Lifetime Resource Person Award**

বউ ছাড়া হয়ত ১ মাস কাটানো সম্ভব কিন্তু বকুল মামার resource ছাড়া বুয়েটে ১ সপ্তাহ ও টিকা যাবে না

এবার নিজের জন্য....

Md: Shihabur Rahman Chowdhury
0405002
**Award > Most Controversial Person Award**

অনেক ভাল কথা, অনেক দুর্নাম, অনেক তেলানো, অনেক অপমান... কোন কিছুই বাকি নাই যা পাই নাই...এত কিছু মনে হয় আর কেউ পায় নাই|

সিহাবুর রহমান চৌধুরী
০৪০৫০০২

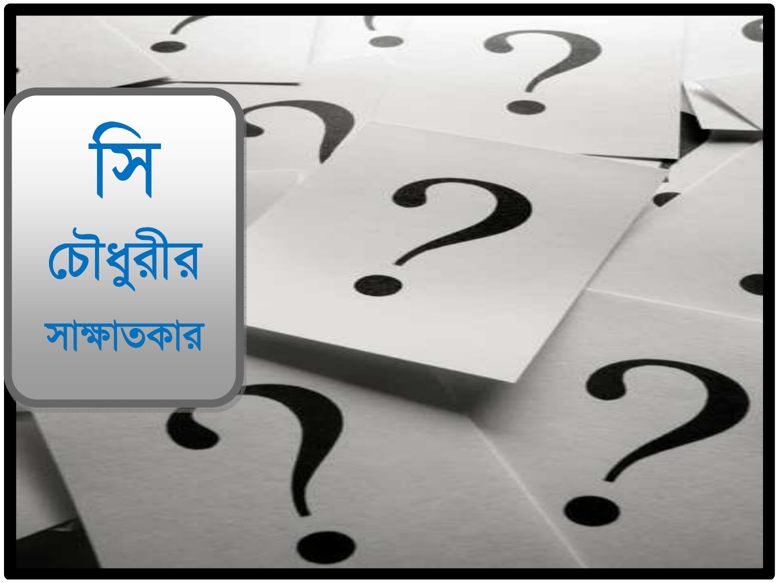

# সি চৌধুরীর সাক্ষাতকার

*(এটি একটি পুরোপুরি কাল্পনিক সাক্ষাতকার।কোন বাস্তবিক চরিত্র বা ঘটনার সাথে মিলে গেলে তা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়)*

একনজরেঃ

নামঃ  সি চৌধুরী
যে নামে পরিচিতঃ অসংখ্য... (বাইট্টা ___, ইত্যাদি)
প্রিয় খেলাঃ মেয়েরা যখন ছেলেদের খেলা খেলে,ছেলেরা যখনমেয়েদের...
প্রিয় জামাঃ সালোয়ার(পায়জামা নয়)
প্রিয় ব্যক্তিত্বঃ THESIS PARTNER
স্বরণীয় মুহূর্তঃ বন্ধুদের সাথে সেন্টমার্টিন না যাওয়া
প্রিয় সিনেমাঃ তোমার পাউডারে ঢাকা মুখ
যা কিছু অপ্রিয়ঃ EEE DEPARTMENT
প্রিয় পংক্তিঃ	প্রেম প্রতারক,
প্রেম ভয়ানক
প্রেম মানেনা কিছু
তাইতো আমি coding ছেড়ে
তোমার পিছু পিছু
যাহা সত্য বলে মানিঃ যাহা চাই তাহা পাইনা,যাহা পাই তাহা চাইনা
প্রিয় উক্তিঃ I AM CONTROVERSIAL.

সম্প্রতি এক বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে জনাব সি চৌধুরী সাহেবের এক দীর্ঘ সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে।পাঠকদের অনুরোধে সেই সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশ প্রকাশিত হলো...

প্রশ্নঃ কেমন আছেন?

সি চৌঃ ভালো।ধন্যবাদ।

প্রশ্নঃ শোনা যায় প্রেমের তাগিদে আপনি এদিক ওদিক ছুটেছেন। শেষ পর্যন্ত বেদিকেই গেলেন কেনো?

সি চৌঃ নদী তার জীবনপথে বহুবার পথ হারায়। কখনও সাগর,কখনও নর্দমায়।

প্রশ্নঃ সহপাঠীদের বিভিন্ন নামে অলংকৃত করতে আপনার জুড়ি মেলা ভার। এ সম্পর্কে কিছু বলুন?

সি চৌঃ হে হে হে... সবাইকে আর কই খুশি করতে পারলাম।

প্রশ্নঃ শোনা যায় সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আপনি প্রচন্ড অভিমান নিয়ে ক্লাসরুম ত্যাগ করেছিলেন...

সি চৌঃ থামুন থামুন।ব্যাপারটি ব্যাখা দাবী করে।আমি প্রাকৃতিক ভারসাম্যে বিশ্বাসী।কুকুর বারোমাসই মানুষকে কামড়ায়। আমরা এতেই অভ্যস্ত। কিন্তু

মানুষ কুকুরকে কামড়াতে গেলেই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। আমি এর ঘোর বিরোধী।

প্রশ্নঃ বর্তমান প্রজন্ম থেকে ভক্তি শ্রদ্ধা উঠেই যাচ্ছে। আপনি এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ব্যক্তিবিশেষে আপনার ভক্তি এমনকি পরিচিত চারপেয়ের প্রভুভক্তি কেও হার মানিয়ে দেয়। কিছু বলুন?

সি চৌঃ ঠিক ঠিক। বর্তমান প্রজন্ম ভক্তি বিনয়ের ধার ধারেনা। আমার মতে ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে হলেও এইধরনের ভক্তি চর্চা প্রশংসার যোগ্য।

প্রশ্নঃ সময়ের প্রেক্ষিতে একই নারী বিভিন্ন রুপে আপনার কাছে ধরা দিয়েছে...

সি চৌঃ কে চিনেছে নারীর আসল রুপ। কখনো পাতানো বোন কখনো প্রেমিকা কখনো ভাবীও সে হতে পারে... আমি অসহায়।

প্রশ্নঃ code দিয়ে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আপনি বরাবরই উদার। সম্প্রতি সহপাঠিনীদের সাথে এ নিয়েই আপনার কিছু ভুল বোঝাবুঝি হল।ব্যাপারটি একটু খোলাসা করুন।

সি চৌঃ উপরের নির্দেশে অনেক অপ্রীতিকর কাজ আমাদের মাঝে মাঝেই করতে হয়। বুঝে নিন।

প্রশ্নঃ আপনারই এক প্রবন্ধে আপনি নিজেকে CONTROVERSIAL বলে দাবী করেছেন। কেন?

সি চৌঃ আমি নিয়তির পাপেটমাত্র। কেউই বুঝলোনা আমায়। আর কিই বা বলার আছে...

প্রশ্নঃ আপনাকে ধন্যবাদ।

সি চৌঃ অনেক ধন্যবাদ।

(পুরো সাক্ষাতকার সময় জুড়েই উনি প্রায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে মোবাইলে কার যেনো অনুমতি নিচ্ছিলেন। পাঠক সুবিধার্থে সেই অনুমতির অংশটুকু বাদ দেয়া হল)

*লেখক বা লেখকরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## বন্ধু আমার....

এ,এম ইফতেখারুল আলম

হেঁটে চলেছি একা আমি
বিস্তৃত এই পথটি ধরে
উদাস মনে ভাবছি শুধু
যাচ্ছে সবাই দূরে সরে....

জীবন নামের আল্পনাতে
আঁকছি একা দুখের ছবি
ছন্নছড়া কল্পনাতে
পুড়ছে আমার অন্ত্যকবি....

বন্ধু তুমি বন্ধু হয়ে
থেকো আমার হাতটি ধরে
জীবন নামের যান্ত্রিকতায়
যেওনা আমায় পেছনে ফেল....

এ,এম ইফতেখারুল আলম
০৪০৫১০৯

# সুন্দরবনের সৌন্দর্যের খোঁজে

আরিফুল ইসলাম

ভোরবেলা আমাদের মিষ্টি আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গল। তখনো টের পাইনি, আমি ঘুমিয়ে আছি সুন্দরবনের গহীন অরণ্যে শ্যালা নদীর মাঝখানে নোঙর করা ছোট একটি নৌকায়। কিছুক্ষণ পর মুসল্লিগণ আল্লাহ বলে জিকির করতে থাকল। ততক্ষনে সোনালী আলো ফুঁটে উঠেছে পূর্ব আকাশে। সবাইকে ডেকে তোলা হল। নয়জনের ৭ জন একই নৌকায় বাকী ২জন জেলেদের মাছ ধরার ট্রলারে ঘুমিয়ে ছিলাম । নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। সেখানে দেখলাম মিঠা পানির পুকুর , তাকে ঘিরে মসজিদ ও ফরেস্ট অফিস। জায়গাটার নাম সুপতী। চারদিকে লোনা পানি কিন্তু তার মাঝে ঐ পুকুরের মিঠা পানি আমাদের অবাক করল । রাতে জোয়ার ছিল। কিন্তু এখন ভাঁটা চলছে। নদীর দুপাশে মসৃন কাঁদার আবরণ দেখা যাচ্ছে, আর নদীর পানি থেকে উঠছে কুয়াশা সদৃশ বাষ্প। তাতে রোদের আলো চমৎকার আবহ তৈরী করছে। সুপতী থেকে নৌকা চলতে শুরু করল ,গন্তব্য কঁচিখালী । নৌকা চলছে অদ্ভুত ছন্দময় শব্দে। আমাদের গাইড কালাম ভাই চাপাবাজের অস্কার পাওয়ার যোগ্য ; তিনি বলেছিলেন আমাদের হাউসে থাকার ব্যবস্থা করবেন , হরিন বাঘ ও কুমির দেখাবেন। প্রথম রাতে নৌকার ঘুম তার চাপাবাজির উদাহরন। যা হোক, শ্যালা নদী পার হয়ে সুপতি নদী এবং তার দুপাশে সুন্দরবনের নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করছে। সারি গোলপাতা গাছ এমনভাবে দাড়িয়ে আছে যেন কেউ নিজ হাতে এত সুন্দর লাইন করে এদের পুতে দিয়েছে। উল্লেখ্য আমরা কয়েকজন ছিলাম যারা এই প্রথম জানলাম গোলপাতা গোল না নারিকেলের পাতার মত লম্বা হয়। সময় যাচ্ছে । কুমির, বাঘতো দূরের কথা একটা হরিণও দেখতে পাচ্ছি না । এতে সবাই রাগান্বিত কালাম ভাইয়ের উপর। কিছুক্ষণ পর সকালের নাস্তা এল। ভিম- খিচুরী। খিচুরীর চাল অর্ধেকের কম সিদ্ব হয়েছে। এতে সবাই মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। এরপর এল চা। নদীর উপর নৌকার ছাদে বসে চা খাওয়ার মজাই আলাদা। এর পর আমরা কাঁকড়া কিনলাম কিন্তু তা আর খাওয়ার সৌভাগ্য হল না। কাঁকড়া বিক্রেতা সুন্দর কৌশলে কাঁকড়ার বেহায়া পা দুটোকে বেঁধে দিল। অবাক হলাম যখন সে টাকার পরিবর্তে খাবার চাইল। অবশ্য ঐ গহীন জঙ্গলে টাকার মূল্য নেই। আমরা কাঁকড়া কিনলাম মুড়ির বিনিময়ে। কিছুক্ষণ পরই দেখতে পেলাম সমুদ্র। আমরা সমুদ্র দেখার প্রথম অভিজ্ঞতার আনন্দে বিহবল।

আমরা কঁচিখালী পৌছলাম , সেখানে নৌবাহিনীর জাহাজ দেখতে পেলাম। আরো দেখতে পেলাম ডিইউ এর ৪০ জন প্রাণিবিজ্ঞানীর একটির দলকে। ওখানে আমরা খুবই মজা করলাম। এদিকে চৌধুরী এবং শিপলুকে খুঁজে

পাচ্ছি না। আমরা তো ভয় পেয়ে গেলাম। পরে দেখি ওরা দুজন বাঘ দেখতে বনের ভিতর চলে গিয়েছিল। এখানে এসে সিডরের হিংস্রতার কিছু নমুনা দেখতে পেলাম। কিন্তু এতক্ষণেও আমরা হরিণ বা কোন বন্য প্রানী দেখতে পেলাম না। এরপর সমুদ্র পথে জামতলা পৌছে সেখানে নৌকা থেকে নেমে সাঁতরিয়ে তীরে পৌছলাম। উল্লেখ্য ঐ বীচেই ১১ জন স্টুডেন্ট মারা গিয়েছিল। তাই আমাদের গাইড বার বার সতর্ক থাকতে বলছিলেন। কিন্তু এত কক্সবাজারের চেয়েও সুন্দর অথচ ছোট এই বীচটি দেখে আমরা আনন্দে আত্নহারা। একদিকে বিশাল সমুদ্র, অন্যদিকে গভীর অরণ্য, চমৎকার দৃশ্য । আমার তো “রথ দেখা ও কলা বেচা” একই সাথে হয়ে গেল। বন ও সমুদ্র দুই দেখা হল। সমুদ্রে স্নান করলাম ইচ্ছেমত। অনেক মজা হল। এখন চলুন হেটে বনের ভিতর দিয়ে। আঁকা বাকা পথ নিয়ে যাচ্ছে গভীর অরণ্যে। সবার হাতে লাঠি। অন্যরকম অনুভূতি। কিছুদূর হাঁটার পর দেখি বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। মনে হল হরিণের অভয়ারণ্য। পাশের জলাভূমি একে পূর্নতা দিচ্ছে। অদূরে একটি ভিত্তি প্রস্তর দেখতে পেলাম। ভিত্তি প্রস্তরটি আমাকে অবাক করল কারণ সেখানে মন্ত্রী বা এমপির নাম ছিল না। ওখানে লেখা এই পুকুরটি বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান কে উৎসর্গ করা। পাশেই একটি সুউচ্চ টাওয়ার। দর্শনাথীরা সেখানে বসে হরিণের পাল দেখেন। আমরা আমলকী গাছ থেকে আমলকী পেড়ে খেলাম। টাওয়ারে উঠলাম। কিন্তু হরিণ দেখার সাধ অপূর্ণই রইল।

চলে এলাম কটকা। সেখানে রেডসান-১ ও আরো দুটো ষ্টীমার। একটাতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির জুওলজী ডিপার্টমেন্ট ও অন্যটাতে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা ছিল। এরপর গোসল পুকুরে । মিঠা পানির পুকুর, তাতে ফুঁটে আছে লাল শাপলা। সাঁতার কেটে শাপলা তুললাম। পুকুর ঘাটে কালাম ভাইয়ের চাপাবাজি উদঘাটিত হল। চট্রগ্রাম ইউনিভার্সিটির দুজন ছাত্র বলল ভাই আপনারা নাকি কুমির দেখেছেন, বাঘ দেখছেন , আমরা তো শুধু হরিণ দেখলাম। মনে মনে বলি আমরা তো এখনো হরিণই দেখলাম না, বাঘ কুমির কোথা থেকে আসল। তখন শুনলাম কালাম ভাই উনাদের বলেছেন এসব কথা। ঠিক হল ওখানেই রাতে থাকব। দুপুরে খাওয়ার পর বের হলাম। হরিণ দেখার সৌভাগ্য হল। আমরা তো মহা খুশি। এরপর পোকার খেলার আসর বসল। খেলা শেষে বিকেলে আবার হরিণ দেখতে গেলাম । টাওয়ারে উঠে হরিণ দেখলাম, হরিণের শিং নাচানো দেখে খুব মজা পেলাম। চলে এলাম নৌকায়।

ইচ্ছে ছিল সানসেট দেখার কিন্তু সেই স্বাধ সেন্টমার্টিনে পূরণ হবে বলেই বোধ করি নৌকায় বসে থাকতে হল। কিছুক্ষণ পর সূর্য হারিয়ে গেল। অন্ধকার গ্রাস করে নিল বনের সবুজ। উপস্থাপন করল সমুদ্রের ভিন্ন রুপ। সেখানে সমুদ্র তার সকল ক্ষোভ প্রকাশ করছে গর্জনের মাধ্যমে। সেই গর্জন আমার কানে খুব সুরেলা আর ছন্দময় মনে হল। তারপর রাতে খাওয়া শেষে তারা দেখা। তারা গুনতে গুনতে চোখে নেমে এল ঘুম। ঘুমের তীব্রতা বাড়তেই পায়ে ব্যাথার উপস্থিতি টের পেলাম। পরে ঔষধ খেয়ে ঘুমাতে গেলাম। সেখানে আবার পোকার খেলার আসর হয়েছে। তারপর ঘুম । বনের ভিতর ও নদীর মধ্যে খোলা আকাশের নিচে ঘুমের অন্য রকম অনুভূতি। সেখানে সমূদ্রের গর্জন আরেকটু বেশিই শিহরিত করছিল আমাদের সবাইকে।

আরিফুল ইসলাম
০৪০৫০৯৬

ইমরান খানের কবিতা

## বংশধরদের প্রতি

সামর্থ্যের সীমিত পালকে উড়ে গেলে বাকি থাকে অনেকখানি আকাশ
এইভেবে চিরকাল বালিয়াড়ি হাতড়ে বেড়াই পৌরাণিক শঙ্খ,
জল গড়ানোর সুর

আমি অসম্ভব সুন্দরের দিকে হাত বাড়িয়েছিলাম, দেখেছি
অস্তিত্বের আঙুল কেটে যায়
দস্তানা তবু আঁকড়ে ধরে জলরঙ গাঙচিল...

জানি সব জোয়ার ভাটার শেষে
পড়ে থাকে স্মৃতিহীন বালুশরীর
বিকল্প জলে আমার অন্তিম বংশধর তখনো খুঁজে নেবে কয়েকটি পালক,
নিদেনপক্ষ শঙ্খ,
আকাঙক্ষার লাল নীল মাছ

## অবিশ্বাসী

অনেক রকম চলে যাওয়া দেখেছি
তবু অদ্ভূত হাঁটুতে ভর দিয়ে চিরকাল দাড়িয়ে যায় মানুষ
আমি দাড়াইনি,
যাকে ভেবেছিলাম পাশে থাকার চিরন্তন নারী
সেও জানিয়ে দেয় দৃশ্যকল্পে ভুল ছিলো
আমিতো পরিধিরেখায় দাড়ানো সেই সারাক্ষণ বালক
বৃত্তাকার আধাঁর উপেক্ষা করে আজো তাকিয়ে আছি
কেন্দ্রবিন্দু জোনাকীর দিকে...
যেদিন চলে যাবে,
পাঞ্জাবীতে ধবধবে দুঃখ নিয়ে একজন কবি কিংবা কিশোর
মধ্যরাতের আগে যে কখনো ছোঁয়নি তৃপ্ত গোলাপ
তার সবগুলো কবিতার শেষে দুঃখকে মেনে নেবে
এবং হেসে হেসে বলবে,
না ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই
এককালে হৃদয়ে ছিলো...

**ইমরান খান**
০৪০৫০৩২

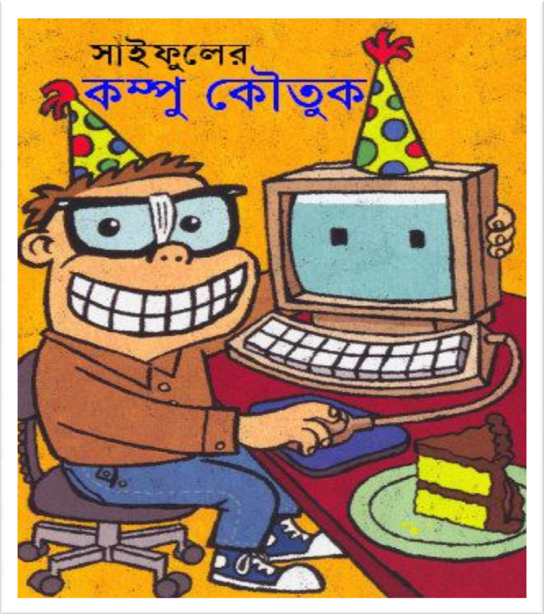

০১।একজন উদভ্রান্ত লোক সম্ভবত বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিল। সে ক্রমাগত সিগারেট খেয়েই যাচ্ছিল। শুধুই সিগারেট খেলেও হয়ত হত কিন্তু লোকটা দমবার পাত্র নয়। সে সিগারেট খেয়ে ধোঁয়া দিয়ে রিং বানাচ্ছিল আর বাতাসে ছাড়ছিল। তার পাশে ছিল গার্লফ্রেন্ড। কাঁহাতক সে আর সহ্য করবে? অবশেষে সে ঝামটা দিয়ে বলেই উঠল,'সিগারেটের গায়ে ওয়ার্নিটা কি তোমার কখনও চোখে পড়ে না। ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।
লোকটি জবাব দিল,'দেখ আমি একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার। ওয়ার্নিং নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই,আমরা শুধু এরর হলে চিন্তায় পড়ি'।

০২। Imagine

Imagine there's no Windows,
It's easy if you try,
No bugs annoy us,
Completely free to try.
Imagine all the people
giving code away...
Imagine there's no companies,
It isn't hard to do,
Nothing to hack or crack for,
No UNIX too,
Imagine all the people
giving code away...
Imagine no computers,
I wonder if you can,
No need for geek or hacker,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a loonie,
But I'm not the only one.

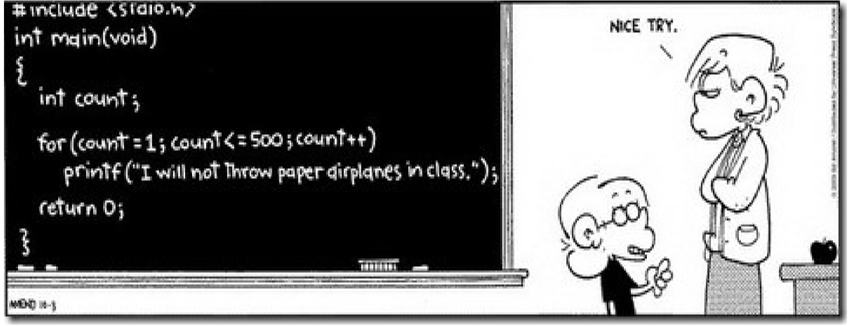

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
  int count;

  for(count=1;count<=500;count++)
     printf("I will not Throw paper airplanes in class.");
  return 0;
}
```

মো: সাইফুল ইসলাম
০৪০৫০১০

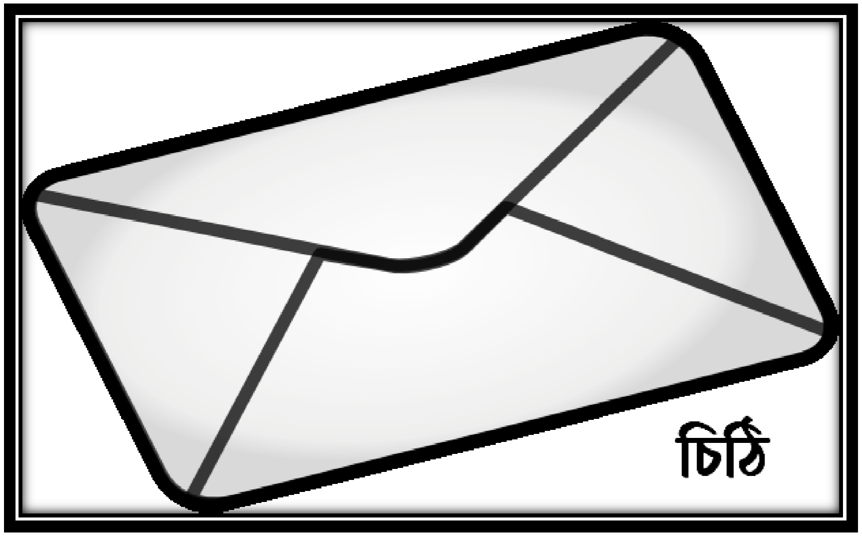

এ. এইচ. এম. জাকারিয়া(সবুজ)

শেষ পর্যন্ত তুই এলি, তুই এলি তোর মত করেই । সেই উদ্দাম প্রানচঞ্চলতা, সেই মাথা খারাপ করা হাসি, সবকিছু নিয়েই তুই এলি। আশ্বিন মাসের বৃষ্টি জড়ানো মাতাল হাওয়ার মতই তুই আবারও এলি। কী বলব আর তোকে? কত কি যে বলতে চেয়েছিলাম, কিছুই বলা হল না। মাথার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো করে দেয় তোর কথা। তোর অফুরন্ত কথার ঝুঁড়ি কেমন যেন সবকিছু ভুলিয়ে দেয় রে, এমনকি যা তোকে বলতে চেয়েছিলাম, তাও। এরকম কেন হচ্ছে বলতে পারিস? এভাবেই তুই আবারও এলি।

তোর কি মনে আছে, সেবার আমরা সারাদিন ধরে কতই না হাঁটলাম! হাঁটলাম আর হাঁটলাম। সেই যে প্রথম তোর সাথে হাঁটলাম। স্মৃতির পাতায় কেমন যেন নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল লেখা হয়ে গেল সেই হাঁটা। চাইলেও আর মুছে ফেলতে পারিনা। হয়তো চাইওনা। তোর কি মনে আছে রে , সেই উজ্জ্বল হলুদ রঙের অলকানন্দাটার কথা? আজও সেটা কতই না যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ফুলটার সেই হলুদ রঙটা আর নেই, কিন্তু কোন হলুদ ফুল দেখলেই কেন যেন তোর কথা মনে হয়। তোর আসার কথা মনে হয়। সেই তুই, আবারও এলি আকাশে বাতাসে কি যে প্রানের হিল্লোল বইয়ে দিয়ে। প্রকৃতিতে কেমন এক নতুন সজীবতা দিয়ে। বৃষ্টির অফুরান্ত ধারা আকাশ থেকে বর্ষিয়ে, দিগ্বিজয়ীর মতই তুই এলি।

তোর আসার কারনে আমার সে কি ব্যস্ততা! কতদিন পর তুই আসবি, এই ভেবে সব কাজ ফেলে সেই বৃষ্টির মাঝে দৌড়ে বেরুনো। আর সবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিজেকে দেখে মনে হয়, আমার হয়তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এভাবেই আবারও এলি।

তারপর আড্ডায় বসে তোর স্বভাবসুলভ কথার বন্যায় ভাসিয়ে দিলি সবাইকে। বন্ধুদের সবার সাথে তোর কথার কাটাকুটি খেলা। আমি যেন কিছুই বলতে পারি না । মাঝে মাঝে এত আনন্দের মাঝেও বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে রে।

এরপর তোর যাওয়ার পালা। তুই যেভাবে ঝড়ের মত এলি, ঠিক সেভাবেই চলে গেলি। জানি না কেন বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। বৃষ্টিভেজা সে দিনটাতে কত কি যে বলতে চেয়েছিলাম! কিছুই তো বলা হল না, উল্টো চেয়ে চেয়ে দেখলাম তোর চলে যাওয়া। তুই চলে যাচ্ছিস, আর মনের অজান্তে কেন যেন আমার চোখ থেকে পানি পড়তে থাকে। বৃষ্টির তোড়ে সে পানির অস্তিত্ব টের পায় না কেউ। কিন্তু ওই যে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশাওয়ালাটা মনে হয় বুঝে ফেলেছিলরে। কেমন অবাক চোখে সে

তাকিয়ে ছিল আমার দিকে। কিন্তু বিশ্বাস কর, একটুও লজ্জা লাগছিল না আমার। কেন, জানি না।

কী বলব আর তোকে? তুই আছিস তোর মত, আমি আছি আমার মত। জানি না, শেষ পর্যন্ত কী হবে। শুধু আশায় বসে থাকি, আবার তুই কবে আসবি, এই ভেবে। তোর আসাটা কেন যে এত ভালো লাগে। বলতে পারি না। তুই কি জানিস?

এ. এইচ. এম. জাকারিয়া(সবুজ)
০৪০৫০৪২

**আলভী**

শুনলাম সুভেনিরে লেখা জমা না দিলে আমার পক্ষ থেকে আর একজন লিখে দেবে। এই ভয়ানক তথ্য কতটা  সত্য তা নিয়ে খানিকটা সন্দেহ থাকলেও রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবেনা- এই ভেবে লিখতে বসলাম। লেখালেখি আমার কাজ না, কিন্তু কিছু যখন লিখতেই হবে, আমার বুয়েট লাইফের একটা মজার (!) ঘটনা উল্লেখ করা যাক। যারা আমার কাছের বন্ধু তারা  এ ঘটনার সঙ্গে পুর্বপরিচিত। ঘটনাটি এরকমঃ

বুয়েট ভর্তির পর প্রথম মৌখিক পরীক্ষা দিতে গেলাম। সময় লেভেল-১ টার্ম-১, বিষয় কেমেষ্ট্রী সেসনাল এবং শিক্ষক নজরুল ইসলাম স্যার (আমরা সবাই তাকে কম বেশী চিনি)। প্রশ্ন শুরু হলো, স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিতে থাকলাম। তবে শেষ প্রশ্নটা ছিল,"সিএসই ডিপার্টমেন্ট- এ কেমেষ্ট্রী পড়ার কি দরকার? প্রশ্নটা খানিকটা অস্বাভাবিক, তাই ঘাবড়ে গেলাম। শুধু মনে হতে থাকল যে করেই হোক পজেটিভ একটা উত্তর দিতে হবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কেমেষ্ট্রী পড়ার  প্রয়োজন অনুধাবন করতে পারলাম না। তাই ভয়ার্ত গলায় বললাম, “কোনও দরকার নাই।”  এরপর যা ঘটল তার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। স্যার অগ্নিমূর্তি  ধারন করলেন। বললেন, “ কম্পিউটার কি কলা দিয়ে বানায়?“ কম্পিউটারের সঙ্গে কলার সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা না করে কিভাবে দৌড়ে পালানো যায় আমি তা ভাবতে লাগলাম। কারন স্যারকে দেখে মনে হলো সামনে যা পাবেন তাই ছুড়ে মারবেন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমেতে তেমন কিছু হলো না এবং তিনি আমাকে কঠিন স্বরে প্রশ্নের উত্তরট বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর মতে কম্পিউটারের যন্ত্রাংশের বিশুদ্বতা পরীক্ষার জন্য সিএসই ছাত্রদের কেমেষ্ট্রী পড়া বাঞ্জনীয়। যদিও উত্তরটা আমার ঠিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো না। আমরা খামোখা যন্ত্রাংশের বিশুদ্বতা পরীক্ষা করতে যাব কেন? কিন্তু আমি কথা বাড়িয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাতে লাগলাম। যখন রেজাল্ট হাতে পেলাম জিপিএ এর দুরাবস্থা দেখে আশপাশের কয়েকজনের মত আমার মনেও সন্দেহ জাগলো, “অন্য কারো গ্রেডশীট ধরিয়ে দিলো না তো? সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হলো যখন দেললাম শুধুমাত্র কেমেষ্ট্রী সেসনালের পাশেই A+ লেখা রয়েছে।

আলভী
০৪০৫১০২

কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার
কিছু একটা লেখা দরকার

**মোশারফ হোসেন**

৪/২ তে পা দেবার কিছু দিন পর একদিন ক্লাসে শুনতে পেলাম সুভেনিয়র এর জন্য সবাইকেই নাকি কিছু না কিছু লিখতে হবে। ঐদিন থেকেই ভাবছিলাম জীবনে প্রথম সুভেনিয়র এর জন্য লেখার সুযোগটা হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আমি প্রচন্ড উপন্যাস প্রেমিক এছাড়া ছোটগল্প,কবিতাও প্রচুর পড়া হয় অবসরে। কিন্তু কোন সাহিত্যকর্ম লেখার ক্ষমতা আমার একেবারে শূন্যের কোঠায়। যতবারই কোন কিছু লেখার জন্য মনস্থির করেছি এবং কলম নিয়ে লিখতে বসেছি ততবারই ব্যর্থ হয়েছি, কলম সরাতে পারিনি। কলম যেন পাথরে পরিনত হয়ে কালি না বের করে আমার কাছে স্বস্তি দাবি করেছে। যাহোক, জীবনের কোন স্মরনীয় ঘটনা জীবনের ফ্রেমে বন্দী হয়ে আছে, জীবন্ত- হয়ে আছে। যা আমাকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। কিছুক্ষণ ভাবার পর মনে হলো কলেজ জীবন থেকে কিছু লিখব। ঐ সময়ে প্রায়ই বিকেলে হলে আমার কিছু বন্ধুদেরকে নিয়ে বের হতাম শহর থেকে অদূরে গ্রামের দিকে। গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে হাঁটতাম আমরা, হাঁটতে হাঁটতে কোন অচেনা গ্রামে উপস্থিত হয়ে গ্রামের লোকদের কৌতুহলের কারন হয়ে দাঁড়াতাম। সবুজ গাছপালা দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলো সত্যিই অসাধারণ ছিল। কোন কোন দিন গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীটির ধারে চুপচাপ বসে থাকতাম আমরা। বন্ধুদের সাথে প্রচুর ভাল সময় কেটেছে তখন। ওদেরকে নিয়ে লিখতে গেলে সত্যিই অনেক বড় লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু অনেক বড় লেখা দেয়া কর্তৃপক্ষের নিষেধ আছে। সুতরাং কি আর করা অন্য কিছু লেখার চিন্তা মাথায় আনতে হল। ভাবলাম আমার বুয়েট জীবনের কোন স্মৃতি বিস্মৃতি তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন লেভেল -২,টার্ম- ২ এর কথা। ঐ টার্মে আমি প্রচন্ড মাত্রায় সিরিয়াস ছিলাম। ক্লাসে স্যারদের কে বারবার প্রশ্ন ছুড়ে বিরক্তির মধ্যে ফেলতাম । প্রশ্নকর্তা অবশ্য আমি একা ছিলাম না। আমার সহযোগী প্রশ্নকর্তা রাব্বীও প্রশ্ন ছুড়তে দূরদর্শী ছিল। আমাদের দুজনের মাল্টি ডাইমেনশনাল প্রশ্নে স্যারদের বিরক্তির সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। আমরা এমন ধরনের প্রশ্ন করতাম যা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারতাম কিন্তু উদ্ভট প্রশ্ন করার অভ্যাসটা কেন জানি আমাকে পেয়ে বসেছিল। ক্লাসে বস সম্প্রদায়ের অনেকেই হয়তো কিছুটা বিরক্ত না হয়ে পারত না। একদিন হরির রুমে আমি হরি, শুভ আর জ্যোতি গল্প করছিলাম, তো একপর্যায়ে জ্যোতি ঠাট্রার সুরে বলে উঠলো, “মোশারফ ক্লাসে স্যারকে প্রশ্ন করে ১+১=২ এটা কেন ? এবং পরক্ষণই রাব্বী উঠে প্রশ্ন করবে স্যার ১+১=২ এটা বুঝি নি । এপর থেকে আমার আসলে ভুলটা ভাঙ্গে এবং ক্লাসে ধীরে

ধীরে প্রশ্ন করা কমিয়ে দেই । এখন তো বোমা মারলেও মুখ থেকে প্রশ্ন বের হয় না ক্লাসে।

এরকম অজস্র কাহিনী ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে লুকিয়ে আছে ঘাপটি মেরে। এসব ঘটনা এত অল্প জায়গায় লেখা সম্ভব নয় ভেবে অন্য কিছু লেখার জন্য মনোনিবেশ করলাম । অতঃপর মস্তিস্কের স্মৃতির পত্র পল্লবে সব থেকে বেশি যে স্মৃতিগুলো সজীব হয়ে আছে সেগুলো লেখার জন্য মনস্থ করে ফেললাম। আর এটা হলো সেন্টমার্টিন ট্যুর। সত্যি কথা বলতে কি এটা লেখার চিন্তাটাই প্রথমে মাথায় আসা উচিত ছিল। কারণ প্রবাল দিয়ে ঘেরা আর নারিকেল বিস্তৃত অনাবিল সৌন্দর্যের দ্বীপটি সত্যিই অসাধারন। সব থেকে বেশি ভাল লেগেছে যখন আমি রাত্রে একা সমুদ্রের পাশে চেয়ারে শুয়ে শুনতে পেয়েছিলাম অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন সমুদ্রের অসীম অজানালোক থেকে ভেসে আসা কলকল ধ্বনি। তখন মনে হচ্ছিল আমি যেন শূন্য হাওয়ায় ভেসে ভেসে রুপকথার মত সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিচ্ছি। দুদিন পর দ্বীপটিকে ছেড়ে আসতে আমার সত্যিই ঘুম খারাপ লাগছিলো । দ্বীপটি আমাকে কেমন যেন এক নিদারুন অপ্রতিভ মোহে জড়িয়ে রেখেছিল। আমি কি সত্যিই এই ট্যুরটির কথা লিখব? আমি কি সত্যিই লিখতে পারব বন্ধুদের সাথে সেন্টমার্টিন কক্সবাজারে সৌন্দর্যগুলো উপভোগ করার সেই স্মৃতি বিস্মৃতি? না, মনে হয় পারব না। কারন লেখার ভাষা আমার জানা নেই।

মোশারফ হোসেন
০৪০৫১১৪

>গল্প<
এ জার্নি বাই ট্রেন
3180

মোস্তফা নিজামুল আজিজ(ফাহাদ)

কনকনে শীতের রাত। রাতের নির্জনতা চিরে কানে আসছে ট্রেনের ঝিক ঝিক শব্দ। ট্রেন ছুটে চলছে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে। মুখের উপরে থাকা চাদরটা সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে একটু উঁকি দিল ফাহিম। চারিদিকে কেমন গা ছম ছম করা ঘন অন্ধকার, মাঝে মাঝে দূরে দু'একটা বাতিরও দেখা মিলছে। বাম হাতের ঘড়িটা দেখল ফাহিম। রাত ২টা ১৫। রাজশাহী পৌছাতে ভোর হয়ে যাবার কথা। কামরার বাকী সবাই ঘুমচ্ছে। ট্রেনে ওঠার পর থেকে অনেক চেস্টার পরও একটু ঘুমাতে পারেনি সে। চোখ বুজে শুয়ে ছিল। চোখে ভেসে উঠেছিল একটি মুখ, মনে পড়ছিল চার বছর আগের স্মৃতি,যখন রুপার হাত ধরে রোজ বিকেলে হাঁটত। কখনো খোলা মাঠে, কখনো সবুজ মাঠের উপর দিয়ে, কখনো বা ইছামতির ধারে। ইছামতির পাশে আসলেই একটু বসতে ইচ্ছা হত রুপার। তার অনুরোধে ফাহিমও বসত কিছুক্ষন। বটের নিচে। সেখানেই সে যে একদিন রুপাকে কথা দিয়েছিল জীবনসঙ্গী করার সে সব দিন এখন রুপকথা হয়ে গেছে। পকেট থেকে চিঠিটা বের করল ফাহিম। কিন্তু পড়তে পারল না। ভাঁজ করে আবার পকেটে পুরলো, চিঠিটা পড়তে গেলে কেমন যেন দোষী মনে হয় নিজেকে, বড় একা লাগে।দুপুরে চিঠিটা পড়ার পর থেকে ফাহিমের বুকে একটা পাথর চেপে বসেছে। যাক গে সে সব। ভুলে থাকতে পারলেই তো ভাল। গায়ের উপর চাদরটা ঠিক করে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলো সে, কিন্তু ঘুমের বদলে চোখে আসল রুপার সব স্মৃতি, মনে পড়ল রুপার সব কথা, ভাগাভাগি করে নেয়া সব সুখ, সব দুঃখ।

বছর চারেক আগের কথা। চুয়াডাঙ্গা জেলার এক প্রান্তে- জীবননগর গ্রামের কলেজে একাদশ শ্রেণীতে পড়ে ফাহিম। একই গ্রামের মেয়ে রুপা। শান্ত-শিষ্ট, মেয়েটির চেহারায় যেন সুখের মৌনতা। নবম শ্রেনীর ছাত্রী। ভাল ছাত্র হওয়ায় সবার চেয়ে একটু আলাদা ফাহিম। একা থাকতেই পছন্দ করে। নিজের ঘরে জানালার ধারে টেবিলেই সময় কাটে বেশী। আর জানালা দিয়ে রোজ বিকেলে দেখে মিষ্টি হাসি হাসি মুখ নিয়ে দু'হাতে বুকের সাথে বই জড়িয়ে নিয়ে হেঁটে যায় একটি মেয়ে। মনে হয় কোন স্যারের কাছে যাচ্ছে বা আসছে। চেনে না ফাহিম। হয়ত নতুন এসেছে এ গ্রামে। বিকাল হলেই মনে হয় কখন সেই চেনা মুখটি দেখতে পাব। হঠাৎ সে খেয়াল করে মেয়েটির প্রতি মায়া জমে গেছে। কারণ যেদিন সে মেয়েটিকে দেখে না সে দিন সন্ধ্যাটা তার বিষন্ন কাটে, রাতে ঘুম যেন প্রিয়ার খোঁজে পথ হারিয়ে ফেলে। শুক্রবারে এমন হয়। শনিবারে আবার অপেক্ষা। একদিন চোখে চোখ পড়ল। কী মায়াবী চোখ! মনে হল ফাহিমের। এভাবে নিজের অজান্তেই প্রেমে পড়ে গেল মেয়েটির। মেয়েটি রুপা। মেয়েটিকে মনের কথা

জানাতে তার কয়েক মাস লাগল এবং হ্যাঁ জবাবের জন্য আরও কিছু দিন লাগল। এরপর থেকে দুটি পৃথক জীবনের মুহূর্তগুলি একাকার হয়ে যেতে থাকে, ইছামতির বুকে স্রোত হয়ে ভেসে যায় সময়ের প্রজাপতি। দু'বছর পার হল। এর মধ্যে দু'জনের মাঝে ছোট ঝগড়া, মান অভিমান, অবশেষে আবারও মিল। অনেকবার এমন হত কিন্তু যেদিন দেখা হতনা, সেদিন দুটি মনের কষ্ট আকাশের নীলটাকে আরও গাঢ় করে তুলত।

সময়ের সাথে সবকিছুর পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন এল ফাহিমের জীবনেও। ঢাকা চলে এল উচ্চ শিক্ষার জন্য। একাদশ শ্রেনীতে তখন রুপা। অনেক কষ্ট বুকে চেপেও হাসিমুখে বিদায় জানালো ফাহিমকে। ঢাকার আসার পর প্রথম প্রথম পত্র যোগাযোগ হত তাদের। একটি চিঠির অপেক্ষাতেই দিন কাটাত দু'জনের। এভাবে চলতে থাকে কিন্তু একটি চিঠি রুপার বাসার অন্যের হাতে পৌছে যায়। লোকভয়ে বন্ধ করতে হয় তাদের পত্র যোগাযোগ। মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরীজীবী বাবার মেয়ে রুপার সংগতি ছিলনা আধুনিক প্রযুক্তির কোন যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের। তখন তাদের দেখা হত দু'তিন মাস পর ফাহিম যখন গ্রামে যেত। তাও মাত্র কয়েক দিনের জন্য। মাঝে মাঝে ব্যস্ততার জন্য ছুটিতেও গ্রামে যাওয়া হত না তার। এভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতা, একবার গ্রামে গিয়ে দেখে রুপারা নাই। তার বাবা বদলী হয়ে গেছে রাজশাহীতে। বাসায় যে চারদিন থাকল, পুরো সময় বিষন্ন কাটল ফাহিমের । জীবনে প্রথম নিঃস্ব মনে হল নিজেকে।

ঢাকায় ফিরে নিজের নামে একটি চিঠি দেখত ফাহিম, রুপার লেখা। নতুন জায়গার ঠিকানা, বদলীর ঘটনা এবং অন্যান্য। চিঠি পড়ে রুপার মনের অবস্থা বুঝল ফাহিম। কিন্তু নিরুপায়, পত্র যোগাযোগও সম্ভব নয়। অতিরিক্ত সাহসী কিছু করার মত সাহসও তার নেই। মাঝে মাঝে যেদিন রুপার চিঠি পায় পুরো দিনই চিঠি পড়ে কাটে। বাকীদিনগুলো কোন মতে ভুলে থাকার চেষ্টায় কেটে যায় ফাহিমের। কিন্তু জীবনের বাস্তবতার চোরাবালিতে পা আটকে যায় ফাহিমের। ব্যস্ততা, কর্তব্য, দায়িত্বের মাঝে ডুবে যায়। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে রুপাকে দেখে হঠাৎ জেগে ওঠে। বুকটা খালি খালি লাগে। ব্যস এটুকুই। কাজের চাপে রুপাকে এখন আর ঘন ঘন মনে পড়ে না। নিজেকে ব্যস্ত জীবনের হাতে ছেড়ে দেয় ফাহিম। দেড় বছর পার হল। হঠাৎ একদিন রুপার অন্য রকম চিঠিতে নিজের মাঝে ফিরে আসে সে দু'লাইনের ছোট চিঠি। ” আগামী সপ্তাহে বুধবারে আমার গায়ে হলুদ, সেদিনই বিয়ে, কিছু না পার, একটিবার সামনে আস, আমাকে বিদায় জানিয়ে যাও। ” চিঠিটা পড়ে নিরবে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। কিন্তু কি করবে সে? কিছুই বুঝতে পারে না। সে অনেক ভীরু এটা তার জানা। বাড়ির বড় ছেলে সে এখন ভার্সিটির দ্বিতীয় বর্ষে। তাই নিরুপায়, রুপাকে মনে করে চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করার থাকে না । দায়িত্বভার তার পিছু ছাড়ে না । পরদিন আবার কাজের ব্যস্ততা । সোমবার হঠাৎ ফাহিম সিদ্বান্ত নেয় রাজশাহী যাবার, রুপার সামনে দাঁড়ানোর। একটু ভয় ভয়ই লাগে তার। সবকিছু এলোমেলো লাগতে থাকে। উদাস ভাবেই সন্ধার পর ট্রেনে চেপে বসে। ..................................এতটুকুই স্মরণ করতে পারে ফাহিম, হঠাৎ ট্রেনের ইহুসেলের শব্দে স্মৃতিতে ফিরে আসে সে। আবিষ্কার করে চোয়াল চেয়ে জল ঝরছে। চোখ ভেজা ভেজা লাগে।

ভোর পাঁচটা, চারিদিকে তখনও আঁধার বাইরে তাকিয়ে দেখে লেখা ”রাজশাহী সদর স্ট্রেশন”, এর পরই সোনাডাঙ্গা স্ট্রেশন, যেখানে সে নামবে। আরও একঘন্টা লাগবে মনে হয়। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে তার, সারারাত ঘুম হয়নি। বুকের ভেতর চাপা কষ্ট অনুভব হয়। হঠাৎ মনে জমা হতে থাকে অনেক প্রশ্ন। কেথায় যাচ্ছে সে, কেনযাচ্ছে? কোন সাহসে

রুপার সামনে দাঁড়াবে? কি কারনে দাঁড়াবে? কোন আধিকারে? আর সেখানে গেলেই বা কি হবে? রুপাকে সে কি রক্ষা করতে পারবে? না পারবে নিজ হাতে বিদায় জানাতে, অন্যের হাতে রুপাকে দেখতে। তাহলে কেন তার এ আসা?

ভোর ছয়টা, সোনাডাঙ্গা স্ট্রেশন, বসে আসে ফাহিম। ঢাকাগামী ট্রেনের অপেক্ষায়, সে পারবে না রুপাকে দেখতে, নিজেকে দেখতে। সে শক্তি, ক্ষমতা তার নাই। ভাবতে ভাবতে ৭:০৫ মিনিটে ট্রেন এসে পড়লে সে ট্রেনে উঠে পড়ে, পেছনে পড়ে থাকে একলা স্ট্রেশন।

মোস্তফা নিজামুল আজিজ(ফাহাদ)
০৪০৫০১৭

info
পলায়ন ও ডাকাইত

**নাহিদ ফেরদৌস (মুনিয়া)**

## পলায়ন

জানুয়ারী, ২০০৬। লেভেল-২ টার্ম-১এর রেজিস্ট্রেশন এর সময়। ব্যাংকে টাকা জমা দেবার লাইনে প্রচন্ড ভিড়। ব্যাংকের ভিতর তিল ধারনের জায়গা নেই বলে বাইরে অপেক্ষমান আমি, আহসান (বাবু) তৌহিদ মামনূন আড্ডারত। এমন অবস্থায় এক ৮-৯ বছরের ছোট মেয়ে ফকির এসে আমার কাছে ভিক্ষা চাইলো। আমার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলল। আমি ভিক্ষুকটিকে আহসানকে দেখিয়ে বললাম যে, এ অনেক বড়লোক, এর কাছে ভিক্ষা চাও, বাচ্চা ভিক্ষুকটি তড়িৎ গতিতে আহসানের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইলো। আহসানের কাছে কোন ভাংতি টাকা ছিল না বলে সে ভিক্ষা দিতে পারল না। কিন্তু বাচ্চা ভিক্ষুকটি ক্রমাগত তার কাছে ভিক্ষা চাইতে থাকলো। আহসান ভিক্ষুকটির থেকে বাঁচার উপায় না দেখে এদিক সেদিক সরে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু ভিক্ষুকটিও নাছোড়াবান্দা, আহসানের পিছু সে কিছুতেই ত্যাগ করে না। এক পর্যায়ে দেখলাম আহসান ব্যাংকের বাইরে ছোট্ট চত্বরটিতে দৌড়াছে তার পিছনে বাচ্চা ভিক্ষুকটি দৌড়াচ্ছে। একপর্যায়ে আহসান ব্যাংকের ভিতরে ঢুকে আত্নরক্ষা করলো। অমি দাড়িয়ে দাড়িয়ে পুরো দৃশ্য দেখে হেসে কুটি কুটি হয়ে অনাবিল আনন্দ অনুভব করলাম। পাঠকবৃন্দ আপনাদের দৃশ্যটি কল্পনা করার সুবিধার্তে বলি টম এন্ড জেরী কার্টুনে টম যেভাবে জেরীকে তাড়া করে ঐ ভিক্ষুকটি বাবুকে ঠিক সেভাবে তাড়া করেছিল। আপনাদের পড়ে মনে হতে পারে আমি ভিক্ষুকটিকে বাবুর পিছনে লেলিয়ে দিয়ে অনেক নিম্নমানের কাজ করেছিলাম কিন্তু পরিবর্তীতে বাবুর তাড়া খাওয়া দৃশ্য দেখে অনেক উচ্চমানের আনন্দ অনুভব করেছি। সরি বাবু ,প্লীজ ঐ দিনের জন্য মাপ করে দিস।

## ডাকাইত

লেভেল-৪, টার্ম-১ এর ফল্ট টলারেন্ট ক্লাস এর টিচার মোস্তফা আকবর স্যার। স্যার একদিন গল্প বলা শুরু করলো জনৈক বুয়েট শিক্ষকের যিনি পরবর্তীতে গাজীপুরে আইইউটি এর প্রফেসর ছিলেন, ভদ্রলোক নাকি গাজীপুরে বিশাল জমি ক্রয় করে অনেক টাকা বানিয়েছিলেন। মোস্তফা স্যার একদিন ভদ্রলোককে সোনালী ব্যাংকে দেখেছিলেন বস্তায় টাকা ভরতে, ঐ ভদ্রলোক তখন ইউএসএ যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ কারনে মোস্তফা স্যার আমাদের উপদেশ দিলেন তোমরা লেখাপড়া না করে জমি কেন তা হলে পরবতীতে বস্তা ভর্তি টাকার মালিক হতে পারবা। আমি স্যারকে প্রশ্ন করলাম,স্যার জমি যদি দখল হয়ে যায়? স্যার জবাব দিলেন, “ তোমাকে তো ডাকাইত হতে হবে। তুমি ভদ্রলোক হলে তো তোমার জমি দখল হবেই। তুমি ডাকাইত হলেই না জমি তোমার কাছে থাকবে ।”

নাহিদ ফেরদৌস (মুনিয়া)
০৪০৫০৬৭

নাম : তানাঈম মুহাম্মদ মূসা
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০১

স্কুল : নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : চট্রগ্রাম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৭ মার্চ ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাড়ি#১২১,রোড#০৬
চান্দগাঁ আ/এ
চট্রগ্রাম
উড়োসংযোগ : মোবাইল :০১৭১৬৯০৯৯৭৬
ইমেইল : t.moosa@yahoo.com

শখ : ম্যাথ।
প্রিয় উক্তি : I will not stop till i touch the sky.
আত্নসমালোচনা : আমি কিছুটা অহংকারী।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ওয়ার্ল্ড ফাইনাল প্রোগ্রামিং কনটেষ্টের ট্যুর।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : প্রোগ্রামিং কনটেষ্ট।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েটে জানার চেয়ে রেজাল্টের গুরুত্ব বেশী।
বুয়েটে যা পেলাম না : সিজিপিএ ৪.০০।

নাম : শিহাবুর রহমান চৌধুরী
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০২

স্কুল : রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ৬ জুলাই ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ফ্ল্যাট # পি৫, বাড়ী # ১৭/এ
রোড # ৩/এ, সেক্টর #৫
উত্তরা,ঢাকা-১২৩০

উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৮৯১৭৩৭৮
মোবাইল : ০১৭১৭৩২২৬৮৮
ইমেইল : src_virus@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস:www.somewhereinblog.net/blog/src_virus

শখ : Electronic Gadgets.
প্রিয় উক্তি : মাইরের উপর ঔষধ নাই।
আত্নসমালোচনা : চরিত্রহীন, প্রচন্ড অহংকারী,বাইট্টা,আজাইরা ভাব,বাচাল।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ১৪ই ফেব্রুয়ারী শাবাবের সাথে 'ষ্টার' এ ডেটিং শেষে দেখি টাকা হায়ায়ে গেছে।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : মনোয়ার স্যারের ক্লাস(ঘুমানোর জন্য আদর্শ)।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : হলের বাথরুম।
বুয়েটে যা পেলাম না : বুয়েট লাইফে শালা প্রেমের 'প' পর্যন্ত পাইলাম না।
৪ টি ১৪ই ফেব্রুয়ারী শোক দিবস পালন করে গেলাম।

নাম : রেজাউর রহমান
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০৩

স্কুল : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারী

উড়োসংযোগ : টেলিফোন :৪৩১২৪৫৫
মোবাইল : ০১৮১৭০৪৬০৪৭
ইমেইল : rezaur@gmail.com

শখ : নাই।
প্রিয় উক্তি : স্বপ্ন দেখতে শিখ।
আত্নসমালোচনা : বদমেজাজী।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হঠাৎ বুয়েট বন্ধ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েট বাস সার্ভিস।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছুই না।

নাম : ইফাত আফরিন (ইমি)
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০৪

স্কুল : কেবিআই হাইস্কুল, ময়মনসিংহ
কলেজ : কেবিআই কলেজ, ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ : ১ মে
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১১/২, পাওয়ার হাউস রোড
ময়মনসিংহ
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৮৫০১৪৯৬
ইমেইল : ekri.mikri@yahoo.com

শখ : ঘুমানো, মুভি দেখা, আড্ডা দেয়া।
প্রিয় উক্তি : সবার উপরে ঘুম সত্য।
আত্নসমালোচনা : তালছাড়া, কমনসেন্স কম,অলস,আত্নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা কম, রেগে গেলে কেঁদে ফেলি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : হলের মাঠে বৃষ্টিতে ছোঁয়াছুয়ি খেলা, বন্ধুরা মিলে একসাথে মুভি দেখা,বেড়ানো।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বন্ধু, আড্ডা, হল লাইফ, ল্যানে ফ্রি মুভি, পিএল বৃদ্ধি,জন্মদিনের কেক।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ভাইভা, কুইজের উইক,ভাইরাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : সকালের নাস্তা(বেশীরভাগ দিন)।

নাম : মোহাম্মাদ মিনহাজুল আলম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০৬

স্কুল :এস,ও,এম হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : ফ্ল্যাট #৪৩
প্লট #১৬
রূপনগর আ/এ
পল্লবী,ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৮০৫৭২৫০
মোবাইল : ০১৭১৯৩৬৬৬৫
ইমেইল : m_minhazulalam@yahoo.com

শখ : নাই।
প্রিয় উক্তি : বেশীর ভাগ উক্তি ৯০% সত্য, কোন উক্তি ১০০% সত্য হয় না।
আত্নসমালোচনা : সমাজদ্রোহী।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : অ্যাডভাইজার স্যারের কাছে টার্ম ফাইনালের রেজাল্ট গ্রহন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : প্রোগ্রামিং কনটেষ্ট।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বাকি সব কিছু।
বুয়েটে যা পেলাম না : শান্তি।

নাম : এস,এম শাবাব হোসেন
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০৭

স্কুল : এ,কে হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬

ঠিকানা(স্থায়ী) : সেন্ট্রাল ওমেন্স কলেজ কোয়ার্টার
টিকাটুলী-১২০৩
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৯৫৬৯৩৯০
মোবাইল : ০১৭১৩২৫৫৬৩
ইমেইল : shabab_hossain@yahoo.com

শখ : বই পড়া, কবুতর, গান শোনা।
আত্নসমালোচনা : আঁতেল, মানুষকে মানুষ মনে করি না, দাম্ভিক, ভাব বেশী।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : খেতে যাওয়া, আড্ডা দেওয়া,অবসর।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : পড়ালেখা,টার্ম প্রজেক্ট,সেশনাল, কুইজ।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম এবং প্রেমিকা।

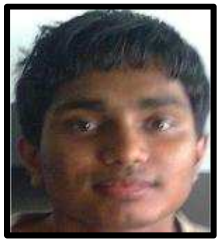

নাম : তনয় কুমার সাহা
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০০৮

স্কুল : নড়াইল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়,নড়াইল
কলেজ : সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ,নড়াইল
জন্ম তারিখ : ১২ এপ্রিল ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম: মথুরাপুর
পোষ্ট: বকুলতলা
জেলা: নড়াইল
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১৪১৮৬০০৮
ইমেইল : nataycse@gmail.com
ওয়েব অ্যাড্রেস : http://tanaykumarsaha.googlepages.com/tanay

শখ : ঘুমানো,বই পড়া।
প্রিয় উক্তি : পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন কাজ নিজেকে জানতে পারা।
আত্নসমালোচনা : আঁতেল,সাধারণ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : লেভেল -১ পূর্তিতে বন্ধুদের সাথে পিকনিক।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হল লাইফ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ওয়ান ওয়ানে রসায়ন আর সি এর ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : সবই তো পাইলাম।

নাম : মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১০

স্কুল : সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ০৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১০২ ইন্দিরা রোড,ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৪১০৬৯৭৩
ইমেইল : msislan04@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.msislam04.co.nr

প্রিয় উক্তি : হাসলে আয়ু বাড়ে।
আত্নসমালোচনা : অন্তর্মুখী ,আঁতেল।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিনে বন্ধুদের সাথে ভ্রমন ও তরমুজ ক্ষেতে তরমুজ খাওয়া।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : তেমন কিছু নেই।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : যা চেয়েছি সবই অল্প অল্প পেয়েছি।

নাম : ইয়ামিনা তাসকিন সামস
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১১

স্কুল : উদয়ন বিদ্যালয়
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৫ অক্টোবর ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ২/৬ ব্লক এ
লালমাটিয়া,ঢাকা

শখ : গান শোনা।
প্রিয় উক্তি : মনে পড়ছে না।
আত্নসমালোচনা : কিছুই মনে পড়ে না।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : মনে পড়ে না।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বান্ধবীরা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস করা।
বুয়েটে যা পেলাম না : উচ্চ বেতনে টিউশনী।

নাম : আবির জুবায়ের
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১২

স্কুল : ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,রংপুর
কলেজ : ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,রংপুর
জন্ম তারিখ : ৮ এপ্রিল ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা#২,রোড#৪/১
ধাপ,শ্যামলী লেন
রংপুর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭৩০০৭৯৯৭২
ইমেইল : az_cse@yahoo.com

শখ : অনেক।
প্রিয় উক্তি : Life is too short to be unhappy.
আত্নসমালোচনা : সেল্ফ কন্ট্রোল কম,নন প্রাকটিকাল,বেশী ভাবুক,অলস,ধৈর্য কম।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বাসায় কাটানো ছুটিগুলো।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আমার বন্ধুরা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : নন ডিপার্টমেন্ট সাবজেক্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : আমার স্কুলের বন্ধুদেরকে।

নাম : তাহমিনা খানম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১৩

স্কুল : ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৯ জুলাই ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : রোড-১১,সিডিএ
আ/এ আগ্রাবাদ
চট্রগ্রাম
ইমেইল : mily_ampere@yahoo.com

শখ : গান শোনা, শপিং, ছবি আঁকা।
প্রিয় উক্তি : আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।
আত্নসমালোচনা : খুব বেশী অন্তর্মুখী,বদমেজাজী,খুঁতখুঁতে,অস্পষ্ট।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বন্ধুদের সাথে সব ট্যুর,হলের সব পাগলামি!
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বন্ধুদের সাথে আড্ডা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : স্যারদের সামনে ভাইভা।
বুয়েটে যা পেলাম না : কী যে পেলাম!

নাম : মোঃ মমিনুল ইসলাম (তুষান)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১৪

স্কুল : মহব্বত খাঁ উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
কলেজ : পুলিশ লাইন স্কুল ও কলেজ, রংপুর
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম : মহব্বত খাঁ
পো: নতুন সাহেবগন্জ
জেলা : রংপুর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭৩৭১৫৭৮৭৫
ইমেইল : tushanCSE@gmail.com

শখ : ভ্রমন
প্রিয় উক্তি : যে সুর হারিয়ে যায় তাকে পুনঃ তুলতে গেলে বেসুরো হবার সম্ভাবনাই বেশী।
আত্নসমালোচনা : পোলা পোলা লাগে অথচ কয়েকদিন পর বিয়ে করতে হবে।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ফরহাদ স্যারের ক্লাস।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : অটো নেয়া, ঘুম।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : এক্সটা ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : মোস্তফা আকবর স্যারকে ডিপার্টমেন্টের হেড হিসেবে দেখতে পাওয়া।

নাম : নাজমুল হাসান রবিন
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১৫

স্কুল : শহীদ খবিরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়,রাজবাড়ী।
কলেজ : রাজবাড়ী সরকারী কলেজ।
জন্ম তারিখ : ২৫ মে ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : কাজীকান্দা,রাজবাড়ী
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৭৭১৯৩৮২
ইমেইল : nhrobin@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.nhrobin.we.bs

শখ : বসে থাকা।
প্রিয় উক্তি : কোন প্রিয় উক্তি নাই, সবই আপেক্ষিক।
আত্নসমালোচনা : অলস।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিনে বন্ধুদের সাথে ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : রশিদ হল।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ইএমই বিল্ডিং।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম।

নাম : মোস্তফা নিজামুল আজিজ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১৭

স্কুল : ঝিকরগাছা এম,এল পাইলট হাইস্কুল,যশোর
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৩০ আগষ্ট ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : কৃষ্ণনগর,ঝিকরগাছা,যশোর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১২৯১৮২৩৪
ইমেইল : fahadcse017@yahoo.com

শখ : পড়াশুনা করতে আমার কি যে মজা লাগে !!
প্রিয় উক্তি : I am damn smart!!
আত্নসমালোচনা : I am beyond all criticism!!
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ময়নামতিতে পিকনিক,সেন্টমার্টিন ভ্রমন,সিএসই র‍্যাগ এবং সবকিছু।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : Bank-balance.
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েটে গ্রুপ করে কেন ক্লাসটেষ্ট নেওয়া হয় না??
বুয়েটে যা পেলাম না : বুয়েটে কি পেলাম না??

নাম : নাঈমুল হাসান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১৮

স্কুল : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৩ অক্টোবর ১৯৮৬
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১১৯৯১৩৬৯৩৬
ইমেইল : naeemulhassan@gmail.com

শখ : বই পড়া, গান শোনা।
প্রিয় উক্তি : ২+২=৪
আত্নসমালোচনা : ভাব আসলেই বেশী।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : আমাদের প্রথম সিএসই ডে।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : অনির ক্লাস লেকচার।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : স্লাইড।
বুয়েটে যা পেলাম না : সব পাইছি।

নাম : আরিফ আকরাম খান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০১৯

স্কুল : মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৮ মে ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৫ হেয়ার ষ্ট্রীট
ওয়ারী,ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৭১১৮৬৭৫
মোবাইল : ০১৭১৭৭৯০৮২৬
ইমেইল : arif_cse_04019@yahoo.com

শখ : বই পড়া,সংবাদপত্র পড়া।
প্রিয় উক্তি : ম্যান ইজ এ সিরিয়াস এনিমেল।
আত্নসমালোচনা : খ্যাতিলিপ্সু।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বুয়েট লাইফের শেষ দেখতে পাওয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েট লাইফ।
বুয়েটে যা পেলাম না : পাইনি কিছুই(ডিগ্রী ছাড়া): হারালাম।

নাম : প্রবীর রায়
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২০

স্কুল : কমলাপুর স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
কলেজ : ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ : ২৪ জানুয়ারী ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪১, জিলা স্কুল রোড, ময়মনসিংহ
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৫৫৬৩৭৬৩২১
ইমেইল : mail_2_probir@yahoo.com

শখ : অনেক।
প্রিয় উক্তি : How can you have pudding if you haven’t have your meat.
আত্নসমালোচনা : মেজাজ গরম।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : হল লাইফ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : নাই।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : নাই।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছু কি পেয়েছি?

নাম : সরফরাজ নেওয়াজ
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২১

স্কুল : পাবনা ক্যাডেট কলেজ
কলেজ : পাবনা ক্যাডেট কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৪ নভেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪৫/১ মুসলমান পাড়া
খুলনা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১১০৪৬৮৯৮
ইমেইল : raaaz1066@gmail.com

শখ : সারা জীবন একটি মেয়ের সাথে প্রেম করা।
প্রিয় উক্তি : Today is the last day of my prevoius life and first day of my rest of the life.
আত্নসমালোচনা : বিড়াল/বিলাই।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সিএসই ডে ফুটবল ফাইনালে ট্রাইবেকারে জয়(আমি গোলকিপার ছিলাম)।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বৃহসপতিবার।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বিকেল বেলার সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : তানাঈমকে মারতে পারলাম না।

নাম : তানিয়া রহমান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২২

স্কুল : মতিঝিল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ২২ জানুয়ারী ১৯৮৬

শখ : ঘুরে বেড়ানো।
প্রিয় উক্তি : হায়রে মানুষ,রঙিন ফাঁনুস, দম ফুরাইলে ঢুঁস।
আত্নসমালোচনা : ভালইতো মনে হয়।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ওয়ান ওয়ানে বুয়েটে আসার সময়ে সাতসকালে ব্যাগ ছিনতাই।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ইয়ামিনা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : অভিয়াসলি সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : চব্বিশ ঘন্টা টেনশন ফ্রী।

নাম : শাহ্ মোঃ রিফাত আহ্সান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২৩

স্কুল : উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৮ জুন ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪/৪, ব্লক-বি, লালমাটিয়া
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৮১৫০০২৭৫৮
ইমেইল : rifat_3n@yahoo.com, rifatahsan@msn.com

শখ : গান শোনা, ক্রিকেট দেখা, ফেইসবুকিং।
প্রিয় উক্তি : So close no matter how far, couldn’t be much more from the heart, forever trust here we are and nothing else matter.
আত্নসমালোচনা : আমারে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বুয়েটে প্রথম দিন থেকে শেষ দিন সবই স্মরনীয়।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্লাস এর ফাঁকে আড্ডা (আড্ডা মানে একজন অন্যজনকে পচানো)।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বাকী সবাই যখন আমারে পচায়।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছু ক্লাস টাইমে গল্প করে আরাম পাই নাই (যেমন- আইপি ক্লাস)

নাম : রাকিব শাহরিয়ার (নিসর্গ)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২৫

স্কুল : সেতাবগন্জ পাইলট হাইস্কুল,সেতাবগন্জ,দিনাজপুর
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৩০ আগষ্ট ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : আজিমাবাদ
সেতাবগন্জ
দিনাজপুর
উড়োসংযোগ : মোবাইল :০১৭১৫৭৩৩৪০০
ইমেইল : shahriar025@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.somewhereinblog.com/agentbangla

শখ : বলা যাবে না।
প্রিয় উক্তি : রাকিব একটা বস!!!
আত্নসমালোচনা : ভাব বেশী,দাম্ভিক,আঁতেল কিন্তু কিছু পারি না।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : পুরো বুয়েট লাইফটাই স্মরণীয়।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পুরান ঢাকার ষ্টারের কাচ্চি বিরিয়ানী।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : পরীক্ষার ফি।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম,রেজাল্ট,ষ্টুডেন্ট।

নাম : মোঃ আসিফ হাসান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২৬

স্কুল : কুমিল্লা জিলা স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৭ এপ্রিল ১৯৮৬
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১১৯৫১৮৩১৪৯
ইমেইল : asifhasan026@gmail.com

শখ : গীটার বাজানো।
প্রিয় উক্তি : দুনিয়ার কাউকেই বিশ্বাস করবা না-এমনকি আপন মাকেও-মুন্না ভাই এমবিবিএস।
আত্নসমালোচনা : নিতান্ত সহজ সরল একটা মানুষ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : আমার ঢাকা থেকে রাজশাহী হেঁটে ভ্রমন,ছেড়াদ্বীপ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : নিরবিচ্ছিন্ন ঘুম,আয়, নিরবিচ্ছিন্ন কারেন্ট সাপ্লাই।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ঘুম থেকে উঠেই ক্লাস, হায়রে মাবুদ।

নাম : হাবিবুর রহমান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২৮

স্কুল : ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্রগ্রাম
কলেজ : ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্রগ্রাম
জন্ম তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৭৬০/১, দক্ষিন মান্ডা
খালপাড়, ঢাকা-১২১৪
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৮১৮৪২৬৭৯৮
ইমেইল : tuhincse028@yahoo.com

শখ : বাইক চালানো, পিছনে........:D)
প্রিয় উক্তি : লেগে থাকতে হবে।
আত্নসমালোচনা : আত্নসমালোচনা করতে না পারা।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ১/১ লাইফটাই আসলে স্মরনীয়। ভয়,আড্ডা,কনসার্টে নাচ মনে পড়বে আর বুয়েটের পেইন পড়ালেখা তো ছিলই।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হলে জীবনযাপন।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, সেজিপিএ>3 .8

নাম : আহমেদ মাশফিক রায়হান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০২৯

স্কুল : ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ,রংপুর
কলেজ : রংপুর ক্যাডেট কলেজ,রংপুর
জন্ম তারিখ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা : ৪৮৫, রোড: ডুয়ার্স লেন
জিএল রায় রোড
রংপুর
উড়োসংযোগ :মোবাইল : ০১৭১৮৫০৬০১৫
ইমেইল : seoul_4@yahoo.com
ব্লগ :http://www.somewhereinblog.net/blog/seoul

প্রিয় উক্তি : We all dream of a cute future, I just dreamt a bit horror.
আত্নসমালোচনা : পুওর ফিনিসার।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টামার্টিনে বন্ধুদের সাথে ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ৮টা-৫টা ক্লাসের দিন ছুটির দিন পড়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : রেজাল্ট নেয়া।
বুয়েটে যা পেলাম না : তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

নাম : মোঃ মাহমুদুল ইসলাম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩১

স্কুল : গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, রাজশাহী
কলেজ : নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ রাজশাহী
জন্ম তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা # ৩৩২, দাশপুকুর
থানা: রাজপাড়া
রাজশাহী-৬০০০
উড়োসংযোগ :মোবাইল : ০১৭৩০০৮৭২৩২
ইমেইল : k101325@yahoo.com

শখ : ঘুমানো।
প্রিয় উক্তি : সত্য আবার কি?
আত্নসমালোচনা : আমি কিছুই জানি না।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : লম্বা পিএল।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : পরীক্ষা।
বুয়েটে যা পেলাম না : উচ্চ বেতনে টিউশনী।

নাম : মোঃ ইমরান খান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩২

স্কুল : ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ
কলেজ : ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৭ মার্চ ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা নং-ঘ, বিল্ডিং-৩/এ, পোর্ট হাইস্কুল কলোনী, চট্টগ্রাম
উড়োসংযোগ :মোবাইল : ০১৭৩৯৩০১১৪৩
ইমেইল : imran_fcc2283@yahoo.com

শখ : বই পড়া।
প্রিয় উক্তি : সদা সত্য কথা বলিবে।
আত্নসমালোচনা : আমি কিন্তু ভীষন দুষ্টু ছেলে।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : আবার জিগায়- সেন্টমার্টিন ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আড্ডা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাসটেস্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : সাবরিনা শাহনাজ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩৩

স্কুল : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ৫ জানুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম: এলাচী
পোষ্ট: কুমারখালী
জেলা: কুষ্টিয়া
ইমেইল : rnglzr@yahoo.com

শখ : গান শোনা, টিভি দেখা।
প্রিয় উক্তি : চিন্তা করতে হবে।
আত্নসমালোচনা : এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : নাই।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : নাই।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : অনলাইন সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : কী যে পেয়েছি তাই আগে দেখতে হবে।

নাম : জিসান শাহরিয়ার ফিরোজ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩৪

স্কুল : সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৭ ডিসেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাড়ি#২৩,রোড#১৩
ব্লক#খ,পিসিকালচার হাউসিং সোসাইটি
মোহাম্মদপুর,ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৮১২১৯৪৯
মোবাইল : ০১৭২৭১৭৬৭৯৬
ইমেইল : jesunsahariar@yahoo.com

শখ : গল্পের বই পড়া।
আত্নসমালোচনা : অন্তর্মুখী।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ?
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পিসি
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : এহেডিং ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : শান্তি।

নাম : মোঃ মঈনুল হাসান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩৭

স্কুল : মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১৭/৬/২
টোলারবাগ,মিরপুর-১
ঢাকা-১২১৬
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৬৭০১৭২৩৯৭
ইমেইল : skylark_virus@yahoo.com

শখ : বই পড়া, মুভি দেখা, নেট সাফিং।
প্রিয় উক্তি : যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে, তবে একলা চল রে।
আত্নসমালোচনা : মুখচোরা, হাল্কা ভাব।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : হৃদয় ভাইয়ের জন্য কনসার্ট, সেন্টমার্টিন ভ্রমন,সিএসই ফেষ্টিভাল।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্যাফেটারিয়া,আড্ডা,খাওয়া দাওয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : নীলুফার ম্যাডামের ক্লাস, ক্লাস টেষ্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : ভাল রেজাল্ট।

নাম : আতাউর রহমান চৌধুরী
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩৮

স্কুল : ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্রগ্রাম
কলেজ : ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্রগ্রাম
জন্ম তারিখ : ১১ অক্টোবর, ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : চৌধুরী কুঠি
৩৪৬, মকবুল সওদাগর লেন
কাপাশগোলা, চকবাজার, চট্রগ্রাম
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০৩১৬৫৪৫৩৮
মোবাইল : ০১৮১৯০২০২০৩

ইমেইল : ata_fcc2004@yahoo.com
প্রিয় উক্তি : nothing is impossible.
আত্নসমালোচনা : খুব সহজে বিশ্বাস করি,দুঃখ পাই, রেগে যাই।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ওয়ানে ওয়ানে মনোয়ার স্যারের ক্লাস: "এই আতা ওঠ(ঘুমাচ্ছিলাম), ক্লাস টেষ্ট" ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হল লাইফ
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : নেটওয়ার্ক সেশনাল (!!!)
বুয়েটে যা পেলাম না : শান্তি।

নাম : নূরজাহান বেগম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৩৯

স্কুল : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৬ ডিসেম্বর,১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪/২ নিউ সার্কুলার রোড
মগবাজার,ঢাকা
ইমেইল : urmeenoor@gmail.com

শখ : খেলা দেখা।
প্রিয় উক্তি : এখন মনে আসছে না।
আত্নসমালোচনা : নিজেকে বেশ ভালই মনে করি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : র‍্যাগের দিনই পসিবলি রিয়েলাইজ করব....এত দিনের ফ্রেন্ডদের আর দেখব না....এটাই হয়ত স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে বারবার মনে করতে হবে।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : অটো।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল, অনলাইন সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : এত লম্বা লিষ্ট, এখানে জায়গা হবে না।

নাম : মোঃ আমজাদ হোসেন(দিপু)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪০
স্কুল : কুমিল্লা জিলা স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৭ মার্চ
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৩৪৩ আদর্শনগর
মধ্যবাড্ডা,গুলশান,
ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৭৬৮৪৫৬৫
ইমেইল : dipu_cse0405040@yahoo.com

শখ : চিল্লাচিল্লি করা।
প্রিয় উক্তি : ঘুমের সময় কোন ডিষ্টার্ব না।
আত্নসমালোচনা : সব সময় মেজাজ গরম।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বরিশালে লঞ্চে যাত্রা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হলে বসে আজাইরা প্যাঁচাল।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনালের রেজাল্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : উচ্চ বেতনে টিউশনি।

নাম : মোঃ মাহমুদ হোসেন (মামু)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪১

স্কুল : ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
কলেজ : ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রংপুর
জন্ম তারিখ : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা নং : ৩৩, রোড নং : ২/৩
ইসলামবাগ, আর.কে.রোড , রংপুর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৬৮২৮৮৭৩
ইমেইল : mahmud_raindrop@yahoo.com

শখ : ঘুরে বেড়ানো,আড্ডা দেওয়া,হাবিজাবি চিন্তা করা।
প্রিয় উক্তি : যে একসাথে অনেক কিছু আরম্ভ করে, সে কোনটাই শেষ করতে পারে না।
আত্নসমালোচনা : অলস, নোংরা ভাল ছেলে।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : কেওক্রাডং এর চূড়ায় ওঠা,বন্ধুদের সাথে কুয়াকাটা ময়মনসিংহ ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, ছুটির দিন।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েট পলিটিকস (পুরা আজাইরা)।
বুয়েটে যা পেলাম না : হে হে, থাক নাই বললাম।

নাম : এ.এইচ.এস.এম. জাকারিয়া
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪২

স্কুল : ঠাকুরগাঁও জিলা স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৬ নভেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : ঠাকুরগাঁও সদর
ঠাকুরগাঁও
উড়োসংযোগ : মোবাইল :০১৯১৩০৮৮৮১১
ইমেইল : jakaria_sobuj@yahoo.com

শখ : ঘুরে বেড়ানো।
প্রিয় উক্তি : পাখি যখন ওড়ে ডানার উপর বিশ্বাস রেখেই ওড়ে।
আত্নসমালোচনা : আমি এত গাধা কেন?
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সিডরে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রান সংগ্রহ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আড্ডা মারা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস, বিশেষ করে সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : না প্রেম, না রেজাল্ট।

নাম : মোঃ ফরহাদুর রহমান (বাপ্পী)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪৩

স্কুল : বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল,চট্রগ্রাম
কলেজ : ঢাকা কলেজ
জন্ম তারিখ : ১২ অক্টোবর ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : এফ রহমান স্টোর
চৌধুরী মার্কেট
সি,ইপি জেড, চট্রগ্রাম
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১২৮০৮৫৮০
ইমেইল : bappy043@yahoo.com

শখ : বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া, ল্যানে মাল্টিপ্লেয়ার গেম খেলা।
আত্নসমালোচনা : সব সময় কনফিউশনে থাকি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : রাতে রুমের সামনে ক্রিকেট খেলা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : সকালে ক্লাস না থাকা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : মাহমুদুর রহমান (তন্ময়)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪৪

স্কুল : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৪ জানুয়ারী,১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৫৫/৪ শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৮১৭০৬১৪০৫
ইমেইল : tonmoymahmud@yahoo.com

বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস করা
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট

নাম : অমিতেশ সাহা শুভ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪৫

স্কুল : ফেনী গভঃ পাইলট হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ০১ জানুয়ারী ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৩৮/ডি মায়াকানন
ঢাকা-১২১৪
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১৩০৭০২৯৮
ইমেইল : amitesh.saha@yahoo.com

শখ : প্রেম করা।
প্রিয় উক্তি : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।
আত্নসমালোচনা : ভাব বেশি তা সবাই জানে।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আড্ডা মারা(বন্ধুদের সাথে)।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস এবং ক্লাসটেষ্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : সুমাইয়া ইকবাল
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪৬

স্কুল : উত্তরা হাইস্কুল
কলেজ : হলিক্রস কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ফ্ল্যাট#বি১,হাউস#১৮
রোড#১৪,সেক্টর#৬
উত্তরা,ঢাকা-১২৩০
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০২৮৯১৬৩৭৫
মোবাইল : ০১৭১৭৭০৬৫২৪
ইমেইল : onni_are@yahoo.com

শখ : গান শোনা।
প্রিয় উক্তি : এই পৃথিবীতে কেউ কারো না,সবাই একা।
আত্নসমালোচনা : অদূরদর্শী,ইমম্যাচিউর,সেন্টিমেন্টাল,ইমোশনাল,সম্ভবত আঁতেল(নিশ্চিত না)।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : প্রথম যেবার জিপিএ ৪.০০ পেলাম(লেভেল-২,টার্ম-১)।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্লাস বাং দেয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : অনলাইন সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : ট্রু ফ্রেন্ডশিপ।

নাম : অমরজিৎ দত্ত
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪৮

স্কুল : গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৫ জানুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৩২৬ এলিফেন্ট রোড
ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল :০১৭২৭৬৫৭৫০১
ইমেইল : amar0405048@yahoo.com

শখ : খাওয়া দাওয়া।
প্রিয় উক্তি : ঘুমানো ভাল কাজ।
আত্নসমালোচনা : ঘাঁড় টেড়া।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : কক্সবাজার ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : জিশানের ক্লাস নোট।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : স্যারদের বেশী টাইম ধরে ক্লাস নেওয়া।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, রেজাল্ট।

নাম : সূর্যদীপ্ত মজুমদার আলোক
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৪৯

স্কুল : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল
কলেজ : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
জন্ম তারিখ : ২২ ডিসেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : ২০, বিহাস
রাজশাহী
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৭৮৫৩৯০১
ইমেইল : alok049@gmail.com

শখ : গান শোনা, কোন কাজ না করা।
প্রিয় উক্তি : কেউ কথা রাখে না।
আত্নসমালোচনা : ভন্ড।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ছেঁড়া দ্বীপে যখন আমি আর আমার বন্ধুরা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : টিউশনির কাঁচা টাকা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেশনাল কুইজ।
বুয়েটে যা পেলাম না : কোন কিছুই।

নাম : ইমরুল কায়েস
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৩০৫০৪৯

স্কুল : পলাশবাড়ি এস,এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়,পলাশবাড়ি,গাইবান্ধা
কলেজ : রংপর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ,রংপুর
জন্ম তারিখ : ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : প্রফেসরপাড়া
গৃধারীপুর,পলাশবাড়ি,গাইবান্ধা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৮১৯৯৬৯৮০৭
ইমেইল : eru2005@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : http://eru2005.googlepages.com
http://imrulkayes.blospot.com

শখ : লেখালেখি করা,বন্ধুদের সাথে দেশের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ানো।
প্রিয় উক্তি : মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায় ।
আত্নসমালোচনা : ভীতু,কথাবার্তা রুক্ষ,নার্সিসিজম অনেক বেশি,নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেই।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা :সেন্টমার্টিন,কুয়াকাটা,শ্রীমঙ্গল,বগালেক এবং আবার সেন্টমার্টিন ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস :সোহরাওয়ার্দি হলের ৪০০২ নম্বর রুম,কর্মচারী ক্যান্টিন।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : হাতিমার্কা অফলাইন সেশনাল, বুয়েটের মেয়েরা।
বুয়েটে যা পেলাম না : তরুণী, নারী এমনকি বালিকা সংসর্গ।

নাম : হাসিবুজ্জামান
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫০

স্কুল : মতিঝিল গভঃ হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেম
জন্ম তারিখ : ২২ এপ্রিল,১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম : কালিকাপুর
থানা : গলাচিপা
জেলা : পটুয়াখালি
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১১১২৫৫৯২
ইমেইল : hasibcse04@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.somewhereinblog.net/akashneel

শখ : লেখালেখি।
প্রিয় উক্তি : যদি তুমি মন থেকে কিছু চাও তবে সেটা পাবেই।
আত্নসমালোচনা : অর্ন্তমুখী,গুছিয়ে কথা বলতে পারি না।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিনে ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : টিউশনি করা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেশনালে অনলাইন।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম ও ভাল সিজিপিএ।

নাম : সাফায়ার আহমেদ সানি
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫২

স্কুল : সেতাবগন্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৪ নভেম্বর ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : রোড-৪,ব্লক-এ
মিরপুর-১২,ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১০৩৪৪১২৮
ইমেইল : safayarahmed@yahoo.com

শখ : বইপড়া,গান শোনা,বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া,খাওয়া।
প্রিয় উক্তি : একটা জাম্প না দিলে ল্যাপটপ।
আত্নসমালোচনা : হট টেম্পারড।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বন্ধুদের সাথে ছেঁড়া দ্বীপে লাফালাফি।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস কিভাবে থাকা সম্ভব?
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : আটটার ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : শান্তি ও গার্লফ্রেন্ড।

নাম : রেহানা বেগম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫৫

স্কুল : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৯ অক্টোবর ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম : ঝিটকা
থানা : হরিরামপুর
পো : উজানপাড়া
জেলা: মানিকগন্জ
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৬৭৪৮৪৪৪৯৭
ইমেইল : shopno_chut@yahoo.com

শখ : বই পড়া, গান শোনা, মুভি দেখা।
প্রিয় উক্তি : আসলে....সত্য ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক।
আত্নসমালোচনা : কম কথা বলে ভাব মারা।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : জীবনে প্রথম অভিনয়(!!) করা ও সিএসই ডে তে চরম পঁচানি খাওয়া।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বিস্তর ফাঁকিবাজী...ক্লাস, ক্লাসটেষ্ট সবই 'বাং' মারতে পারলে 'প্রিয়' লাগে।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : অনলাইন সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : বুয়েট লাইফের 'লাইফ' পার্টটা।

নাম : মোহাম্মদ নুরুল আমীন
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫৬

স্কুল : ওয়েষ্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১২ এপ্রিল
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১০৯/৭, হাতেমবাগ
রোড নং-১৫(পুরাতন),৮/এ(নতুন)
ধানমন্ডি,ঢাকা-১২০৯
উড়োসংযোগ : টেলিফোন:০২-৯১৩৪২৫৩
মোবাইল: ০১৯১৪৯০৬৮০৭
ইমেইল : miraj_amin@yahoo.com

শখ : স্টাম্প কালেক্ট করা, ভ্রমণ,ক্রিকেট খেলা ও দেখা।
প্রিয় উক্তি : আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ(স:) তাঁর প্রেরিত রাসূল।
আত্নসমালোচনা : সামান্য বা অসামান্য কারনে রাগ করা।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : তৃতীয় সিএসই ডে তে ক্যারিয়ার ও রিসার্চ টক শো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজম করা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : লম্বা পিএল।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : এক রুটিনে টার্ম ফাইনাল দেয়া আর সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : মুফাখখারুল ইসলাম ( নাসিফ )
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫৭

স্কুল : রওশন ইজদানী একাডেমী
কলেজ : ক্যান্ট পাবলিক কলেজ,ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ : ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম : মনকান্দা
ডাকঘর : আঠারোবাড়ী
উপজেলা : কেন্দুয়া
জেলা : নেত্রকোনা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৬৭২০৯০৪
ইমেইল : nasif192@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : http://nasif04.googlepages.com

শখ : মুভি দেখা, বন্ধুদের সাথে ঘুরে বেড়ানো।
আত্নসমালোচনা : অলস, মাত্রাতিরিক্ত অন্তর্মুখী
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : অনেক, অল্প কথায় লেখা যাবে না।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ঐ টিউশনিটা যার কাছে গেলেই মনে হত "আমাকে দু'দন্ড শান্তি দিয়েছিল.....।"
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েটের ডাইনিংয়ের খাবার আর ক্যান্টিনের নাস্তা।
বুয়েটে যা পেলাম না : খুব বেশি প্রত্যাশা না থাকায় চাওয়া পাওয়ার হিসাবটা করা হয় নি।

নাম : মোঃ মেজবাহ উল আলম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫৮
স্কুল : কলেজিয়েট স্কুল,চট্রগ্রাম
কলেজ : চট্রগ্রাম কলেজ,চট্রগ্রাম
জন্ম তারিখ : ৯ এপ্রিল ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ফ্ল্যাট#৬বি
হাউস#২০,রোড#২৩
নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটি
নাসিরাবাদ, চট্রগ্রাম
উড়োসংযোগ : মোবাইল :০১৭১৭৬৬১৬১৪
ইমেইল : mejbah_buet@yahoo.com

শখ : আড্ডা,গান।
প্রিয় উক্তি : Youth shall prevail.
আত্নসমালোচনা : অলস,অনিয়মিত।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : মনে পড়ে না(হয়তো অনেক,হয়তো নেই)
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আহসানউল্লাহ ৩১৫।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বাকী সব।

নাম : মোঃ মাহমুদুর রহমান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৫৯

স্কুল : মুসলিম মডার্ন একাডেমী, ঢাকা
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৭ অক্টোবর
ঠিকানা(স্থায়ী) : সি.বি. ১৪০ পুরানো খিলক্ষেত
ঢাকা ক্যান্ট, ঢাকা-১২০৬
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১২০১৭৪৪৫
ইমেইল : sajib_cse_buet@yahoo.com

শখ : মুভি, গেমস, কম্পুউটার
প্রিয় উক্তি : The only thing that does not change is that,every thing changes with time.
আত্নসমালোচনা : ভীতু, বোকা, পজেটিভ, খোশমেজাজি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : হলে বসবাস করা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্লাস শেষ হওয়া, পরীক্ষা শেষ হওয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ছারপোকা।
বুয়েটে যা পেলাম না : অনেক কিছুই পেলাম না, লিষ্ট অনেক বড়।

নাম : দেবজ্যোতি মণ্ডল
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬১

স্কুল : যশোর জিলা স্কুল
কলেজ : বি.এ.এফ. শাহীন কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১৩১-ই, ঘোষপাড়া রোড
পুরাতন কসবা, যশোর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১০০১০৫২০
ইমেইল : hydrahorizon@gmail.com

শখ : সবুজ মাঠে নিঃসঙ্গ ঘোরাফেরা ।
প্রিয় উক্তি : কেউ কারো নয় ।
আত্নসমালোচনা : জেদী ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বিশ্বকাপ ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বন্ধুদের ভালবাসা ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বন্ধুদের উচ্ছৃংখলতা ।
বুয়েটে যা পেলাম না : কোন অতৃপ্তি নেই ।

নাম : আতিকুল ইসলাম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬২

স্কুল : ব্যাংক হাই স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৫ জুন, ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৮৮/এ, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১১-৯০২৫০৫
ইমেইল : atiq_buet@yahoo.com

শখ : অবসর সময়ে পড়ালেখা।
প্রিয় উক্তি : If you are good at something, don’t do it for free.
আত্নসমালোচনা : চরিত্রহীন।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ভর্তির পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্লাসে ঘুমানো।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বাড্ডা রুটের বাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছুই পেলাম না(বাবু আর তৌফিক ছাড়া)।

নাম : শুভ কুমার দে
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬৫

স্কুল : মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : ক্যান্ট পাবলিক কলেজ, ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ : ১২ জুলাই, ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রামঃ দৌলতপুর
পোঃ+থানা-মোহনগঞ্জ
জিলাঃ নেত্রকোণা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৭-৪২৯৩৩১
ইমেইল : shuvo065@yahoo.com

শখ : ভালো মুভি উপভোগ করা।
প্রিয় উক্তি : Life should not be ruled by reason, as it’ll lose its possibility then.
আত্মসমালোচনা : সাম্প্রতিক আঁতলামি, একটু মুখফোঁড়।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : Yet to come in the upcoming days!
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : অবাধ স্বাধীনতা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : সুন্দরী বান্ধবী।

নাম : তাওসীফ আজিম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬৬

স্কুল : ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১২ নভেম্বর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৮১৭৫৯০৪৪৫
ইমেইল : salues.351@gmail.com

শখ : টিভি দেখা । যখন যা প্রয়োজন না তা করে সময় নষ্ট করা ।
প্রিয় উক্তি : আমার দ্বারা কিছু হবে না ।
আত্মসমালোচনা : বেশি চিন্তা করি । সহজেই ছেড়ে দেই ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ইংরেজি বিতর্কে বুয়েটকে রিপ্রেজেন্ট করা ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হিউম ক্লাসগুলো ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেশনাল ।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছুই তো পাইলাম না, বরং কিছু...

নাম : মোহাম্মদ রেজাউল করিম (সজীব)
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬৭

স্কুল : ফরিদগঞ্জ এ, আর, পাইলট হাই স্কুল
কলেজ : কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৪ জুলাই
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৬-১৯৯৩০৮
ইমেইল : rksajib@yahoo.com

নাম : জাকারিয়া মাহমুদ
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬৮

স্কুল : ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৭ জুলাই
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১৮/পি তল্লাবাগ
পশ্চিম রাজাবাজার, ঢাকা-১২০৭
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৯৩৮
ইমেইল : JAKARIAMAHMOOD@gmail.com

শখ : খেলা দেখা, আড্ডা দেওয়া, ঘুরে বেড়ানো,
ইন্টারনেটে অলস সময় কাটানো ।

প্রিয় উক্তি : পি.এল. এর আগে পড়া হয় না ।
আত্নসমালোচনা : ফাঁকিবাজ, ধীরগতির, স্বার্থপর ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সি.এস.ই. ফেস্টিভ্যালে সফটওয়্যার প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাওয়া ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আড্ডা দেওয়া ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা ।

নাম : নাহিদ ফেরদৌস (মুনিয়া)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৬৯

স্কুল : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল
কলেজ : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল
জন্ম তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ২০, লালমোহন সাহা স্ট্রীট, ঢাকা-১১০০
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০২৭১৭৩৩৫৮
মোবাইল : ০১৯১১৩৭৮৯৭৮
ইমেইল : nahid204@gmail.com

শখ : ঘুম, টিভি দেখা, গান শোনা, চ্যাটিং ।
প্রিয় উক্তি : life is pathetic.
আত্নসমালোচনা : নিরাশাবাদী, অলস, ঘুম কাতুরে, গাধা, ফাঁকিবাজ, জেদী ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিন ট্যুর, সি.এস.ই. ফেস্টিভ্যাল ’০৮ এর প্রজেক্ট শো, কুমিল্লা পিকনিক ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : লম্বা পি.এল. এবং টার্ম ফাইনালের পরের ছুটি ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বিকালের সেশনাল ক্লাস, কুইজ, টার্ম ফাইনাল, অনলাইন অফলাইন অ্যাসাইনমেন্ট ।
বুয়েটে যা পেলাম না : সকল প্রাপ্তির মান শূন্য ।

নাম : শেখ মুহাম্মদ কামরুজ্জামান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৭০

স্কুল : হিরণপুর উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৩ জানুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : হিরণপুর, পূর্বধলা
নেত্রকোণা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৬৭২-৭২৪৫০৬
ইমেইল:alamin141@yahoo.com

শখ : ক্রিকেট
প্রিয় উক্তি :সদা সত্য কথা বলা, ইহা মনে রাখা সহজ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ফ্যাকাল্টি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা।

নাম : অমিত দত্ত
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৭১

স্কুল : মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৫৪৫৬৯১৭ (আপাতত)
ইমেইল : amit.856@gmail.com

শখ : পড়াশুনা করা ।
প্রিয় উক্তি : পরিশ্রম করলে ভাল ফল পাওয়া যায় ।
আত্নসমালোচনা : মদন ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বগালেক ভ্রমন ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ফ্রেন্ডস ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস, ক্লাসটেস্ট, পরীক্ষা ।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, রেজাল্ট, উচ্চ বেতনে টিউশনী ।

নাম : মোঃ আহসানুর রশীদ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৭৫

স্কুল : আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২২ অক্টোবর ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ফ্ল্যাট ২/ই, সিদ্ধেশ্বরী ইস্টার্ন হাউজিং,
১০২-১০৪ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৯৩৫৫১৭৫
মোবাইল : ০১৭১৫৬২১৩২৩
ইমেইল : ahsan.jnl@gmail.com

ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.introspection.me.uk
শখ : Stamp/ Coin Collection.
প্রিয় উক্তি : Life is a lesson that you learn when you are through.
আত্নসমালোচনা : অলস ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : নেই ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পি.এল.
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল ।
বুয়েটে যা পেলাম না : ভেবে দেখিনি ।

নাম : মোহাম্মদ গালিব হাসান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৭৬

স্কুল : কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ
কলেজ : কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৮ সেপ্টেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : ১১৫,লেকসার্কাস
কলাবাগান,ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯২৪৭৪৭৫৪৭
ইমেইল : galib966@yahoo.com

শখ : খেলাধূলা।
প্রিয় উক্তি : Nothing goes unpaid.
আত্নসমালোচনা : অলস।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : অনেক,.....।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হলে আড্ডাবাজি।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেশনাল টার্ম অ্যাসাইনমেন্ট,মেকানিক্যাল ড্রয়িং সেশনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট,.......।

নাম : মামনূন হাসান ভূঁইয়া
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৭৭

স্কুল : নিউ মডেল বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : ২৭৬, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৮৬১৯৭২৯
মোবাইল : ০১৭৩৩৫২২২১২
ইমেইল : mamnun@mamnun.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.mamnun.com

শখ : নেট-এ ব্রাউজ করা, আড্ডা দেওয়া ।
আত্নসমালোচনা : টিউবলাইট ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বগালেক-এ বগারুশদের সাথে ভ্রমন ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পুরান ঢাকায় খাওয়া-দাওয়া ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সকাল ৮-টায় ক্লাস ।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, রেজাল্ট, উচ্চ বেতনে টিউশনী ।

নাম : খন্দকার শাহনেওয়াজ সুমন
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৭৮

স্কুল : বরিশাল ক্যাডেট কলেজ
কলেজ : বরিশাল ক্যাডেট কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম+ডাক - নারিকেল বাড়ি
উপজেলা - কোটালিপাড়া
জেলা - গোপালগঞ্জ
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০১৭১৯২৮০২৮৫
মোবাইল : ০১৫৫৬৬৪১১৯২
ইমেইল:suman_shahnewaz@yahoo.com

শখ : বই পড়া, ভ্রমন ।
প্রিয় উক্তি : Nobody is perfect.
আত্নসমালোচনা : অলস, অন্তর্মুখী ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা :
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পিসি + রূম ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : Sessional (OS, SAD, Networks, Interfacing etc.)
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট, উচ্চ বেতনে টিউশনী ।

নাম : মো: নাঈম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮১

স্কুল : বি,এম ইউনিয়ন হাইস্কুল,বন্দর,নারায়নগঞ্জ
কলেজ : ঢাকা কলেজ
জন্ম তারিখ : ২২ অক্টোবর
ঠিকানা(স্থায়ী) : আইসতলা
সাবদী,বন্দর,নারায়নগঞ্জ
উড়োসংযোগ :মোবাইল : ০১৬৭২৮৬১৯৭৩
ইমেইল : naim.md@gmail.com

শখ : গল্প করা।
প্রিয় উক্তি : বেশি কাজ ভাল নয়।
আত্নসমালোচনা : পড়ালেখার প্রতি অনীহা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আর্কি চত্বর।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : লাইব্রেরীর লিফট,ক্লাসটেষ্ট,সেশনাল,কুইজ।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : সুদীপ বিশ্বাস
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮২

স্কুল : চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চবিদ্যালয়
কলেজ : চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৪ অক্টোবর ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম+ডাক- কধুরখীল
উপজেলা - বোয়ালখালী
জেলা - চট্টগ্রাম
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০৩১-৬৩৮৭৪২
মোবাইল : ০১৯২৪৯১৪৩৪৩
ইমেইল : sudippp@yahoo.com

শখ : গেমস খেলা ।
প্রিয় উক্তি : আমাকে দিয়ে কিছুই হবে না ।
আত্নসমালোচনা : অলস, জীবন সম্পর্কে উদাসীন ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হলে প্রচুর বন্ধুদের সাথে থাকা ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ডাইনিং-এর খাবার ।
বুয়েটে যা পেলাম না : ভেবে দেখিনি ।

নাম : মোঃ মেজবাহুল ইসলাম নাহিন
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮৩

স্কুল : রংপুর জিলা স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৫ জুলাই ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা- ৯, রোড- ১/১
কেরানীপাড়া, রংপুর
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৬২৪৫৪৭৬
ইমেইল:nahin220@yahoo.com

শখ : গীটার, গান এবং গান ।
প্রিয় উক্তি : নিজে ভালো তো জগৎ ভালো ।
আত্নসমালোচনা : ভাব বেশি, আঁতেল না হয়েও মাঝে মাঝে আঁতলামির ভাব ধরা ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ২/২ –এ সি.এস.ই. ডে ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বুধবার-এ ক্লাস শেষ হওয়ার পর ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সকাল ৭:৫০-এ ঘুম থেকে উঠে ৮:১০-এ ক্লাসে আসা ।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট, উচ্চ বেতনে টিউশনী, এখনো র‍্যাগ কর্নারে বসতে পারি নাই ।

নাম : মোহাম্মদ ফয়সাল রহমান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮৪

স্কুল : খুলনা জিলা স্কুল
কলেজ : খুলনা সিটি কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৮, ইস্ট লিংক রোড
টুটপাড়া জোড়াকল বাজার
খুলনা
উড়োসংযোগ :মোবাইল : ০১৭১৭-৪৬৭৭১৩
ইমেইল : leground.buet@gmail.com

শখ : ইংরেজী টিভি সিরিয়াল, মুভি, ইন্টারনেট।
প্রিয় উক্তি : When in doubt, act stupid
আত্নসমালোচনা : গাধা, আতেল।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : রুম থেকে কম্পিউটার চুরি খাওয়া।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ফরহাদ স্যার।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বিজনেস ল ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : ৪.০০

নাম : মোঃ মনিরুজ্জামান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮৫
স্কুল : মুকসুদপুর এস জে় উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১ মার্চ
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম- টেংরাখোলা,
পোঃ+থানা- মুকসুদপুর
জেলা- গোপালগঞ্জ
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭২৪১১৬৮০১
ইমেইল:monir_3m@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : http://monir085.blogspot.com

শখ : টিভিতে ফুটবল খেলা দেখা।
প্রিয় উক্তি : ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
আত্নসমালোচনা : আমার দেখা সবচেয়ে ভদ্র মানুষ হলাম আমি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : কুমিল্লায় ময়নামতিতে বন্ধুদের সাথে আনন্দ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হলের মুক্ত জীবন।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : পরীক্ষার রেজাল্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : কি যে পেলাম সেটাইতো বুঝি না।

নাম : সাইয়িদ সাফায়েত আলম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮৮

স্কুল : ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১১ মে ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৩৮৬/বি, কাটাসুর,
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০২-৯১২৭৪০৯
মোবাইল : ০১৭১৭২৬০৭২৪
ইমেইল : rajin.cse@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : http://rajin-er-lekha.blogspot.com
www.somewhereinblog.com/blog/rajinblog

শখ : মানুষকে হাসানো, জোকস কালেকশন, ফটো কালেকশন ।

প্রিয় উক্তি : জীবনের দৈর্ঘ অসীম (নিজের উক্তি) ।

আত্নসমালোচনা : হিংসুক, আত্নকেন্দ্রিক, নির্লজ্জ খাদক, অর্থলোভী ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা :সি.এস.ই. ফেস্টিভ্যাল ’০৮-এ কালচারাল প্রোগ্রামে অংশগ্রহন ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্লাসের ফাঁকে দশ মিনিট ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : উচ্চাশার পর খারাপ রেজাল্ট ।
বুয়েটে যা পেলাম না : জিপিএ ৪.০০

নাম : শাহাদৎ হোসেন (সোহাগ)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৮৯

স্কুল : এস.ও.এস. হারম্যান মেইনার কলেজ
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৬ মার্চ ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাসা নং-১৪৪, সরকারি কোয়ার্টার কলোনী,
মিরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১৮৯৯৯১১১
ইমেইল : sohag144@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : http://sohag144.blogspot.com
http://Sohagbuet.uuuq.com

শখ : Watching movies, TV shows, cricket, football.
প্রিয় উক্তি : Honesty is the best policy.
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বসন্তের প্রথম দিনে বন্ধুদের সাথে ঘোরাঘুরি ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : মাঝেমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খাওয়া-দাওয়া করা ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ইলেক্ট্রিক্যাল সেশনাল করা ।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট ।

নাম : এ, এম, রাইহান-ই-আলম
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯০

স্কুল : নিয়াজ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারী কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৮ জুলাই
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০২-৮৯৫৩১৪১
মোবাইল : ০১৬৭৪-৮৬৭৩৫১
ইমেইল : raihan.alam@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.somewhereinblog.net/raihan90blog

শখ : তায়কোয়েন্দা, হকি, রান্না করা এবং খাওয়া।
প্রিয় উক্তি : কোন কিছুই শতভাগ সত্যি নয়, এমনকি এটিও।
আত্নসমালোচনা : পড়ি, তবু পরীক্ষায় পারিনা।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ক্লাসে বসে ঘুমানো, ক্রমাগত ধরা খাওয়া এবং......
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : প্রক্সি।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : নারী, বাড়ি, গাড়ি, রেজাল্ট ইত্যাদি।

নাম : মোঃ লুৎফর রহমান (লিটন)
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯১

স্কুল : মুর্ত্তজাপুর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়া
কলেজ : বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ
জন্ম তারিখ : ৪ ফেব্রুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম- সোনারপাড়া
ডাক- জিয়ানগর হাট
থানা- দুপচাঁচিয়া
জেলা- বগুড়া
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৯২৪৩৫৩৭
ইমেইল : liton091@yahoo.com

শখ : মোটরসাইকেলে ঘোরাফেরা করা ।
প্রিয় উক্তি : সত্যের জয় চিরন্তন ।
আত্নসমালোচনা : প্রচণ্ড অলস, আড্ডাবাজ, ফাঁকিবাজ, ইজি কাজে বিজি, নিজের প্রতি অবহেলা ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ১/১১ এর পর হল ভ্যাকেন্ট এর পরে রাজিনদের বাসায় যাওয়া ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আহসানউল্লা হলের কমনরুমে পত্রিকা পড়া ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বিকালে সেশনাল করা ।
বুয়েটে যা পেলাম না : অনেক কিছুই ।

নাম : আশিক জিন্নাত খান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯২

স্কুল : সেন্ট গ্রেগরী’স হাইস্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৬ জুলাই
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪৮/১০/এ, আর কে মিশন রোড,
গোপীবাগ, ঢাকা-১২০৩
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৭৪৪৪৩১৩
মোবাইল : ০১৯১৪৭৩০০১৪
ইমেইল : ashik092@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : ashikzkhan.blogspot.com

শখ : বই পড়া ।
প্রিয় উক্তি : পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি ।
আত্নসমালোচনা : আঁতেল, বোকা ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : কুমিল্লা ভ্রমন ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ছুটির দিন ।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা ।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট ।

.

নাম : নাসিফ মনসুর অনিন্দ্য
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯৩

স্কুল : গভঃ ল্যাবরেটরী স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : আজিজ সুপার মার্কেট
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৬৭৮-০০০৩০৭
ইমেইল : anindaya.buet.cse@hotmail.com

প্রিয় উক্তি : আমি একটু আঁতেল।
আত্নসমালোচনা : আড্ডাবাজ, অলস, আঁতেল, নারীলিপ্সু।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিন ট্যুর।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : টয়লেটে সিগারেট খাওয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ল্যাব।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, নারী।

নাম : সামিয়া তাসনিম (মৌ)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯৪

স্কুল : ভিকারুননিসা নূন স্কুল
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন কলেজ
জন্ম তারিখ : ১ ডিসেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাড়ি – ২৯(নতুন), রোড-১৫(নতুন), ২৮(পুরাতন)
অ্যাপার্টমেন্ট নং – ৪০৩
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯
উড়োসংযোগ : টেলিফোন:৯১৩১৬৪৫
মোবাইল:০১৭১৬-৭৯৩৮০৪
ইমেইল : samia.tasnim@gmail.com

শখ :টিভি দেখা, ফেসবুকিং।
প্রিয় উক্তি : God helps them who help themselves.
আত্নসমালোচনা : কাজের চেয়ে টেনশন বেশি করা, ইন্ট্রোভার্ট, আত্মবিশ্বাসের অভাব।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সিএসসি ডে’০৮ এর প্রজেক্ট শোতে তৃতীয় পুরস্কার পাওয়া,
কুমিল্লা ভ্রমণ, সেন্টমার্টিন ভ্রমণ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : দীর্ঘ পিএল।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : কুইজ, অনলাইন আর অফলাইনের অত্যাচার।
বুয়েটে যা পেলাম না : শান্তি।

নাম : মহিউদ্দিন সাদিক
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯৫

স্কুল : বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল
কলেজ : অমৃত লাল দে কলেজ, বরিশাল
জন্ম তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ২৮, কলেজ এভিনিউ, বরিশাল, ৮২০০
উড়োসংযোগ : টেলিফোন :০৪৩১-৬১২৭১
মোবাইল :০১৭১৮-৫৬৪৩৩৩
ইমেইল : mohiuddinsadique@yahoo.com

শখ : বন্ধুদের সাথে সময় কাটানো।
প্রিয় উক্তি : believe in no foutune, everything is in your hands,…so work hard.
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : হলে থাকা, আমি সারা জীবন আমার হলমেইটদের খুব মিস করব।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : টিউশনি শেষ, আমি এখন ঢাবি ক্যাম্পাসে এবং ……
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ডাইনিং বন্ধ অবস্থায় হলে থাকা।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : আরিফুল ইসলাম
স্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯৬

স্কুল : সুন্না আব্বাসিয়া হাই স্কুল
কলেজ : গভঃ মাওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, টাঙ্গাইল
জন্ম তারিখ : ৭ জানুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রামঃ গিলাবাড়ি, পোঃ সুন্না,
থানা- বাসাইল
জিলা- টাঙ্গাইল
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৭-০৪১১৭৪, ০১৮১৬-৯৩৫৫৬১-৬২
ইমেইল : ariful_cse_buet@yahoo.com

শখ : বই পড়া, ভ্রমণ, গান শোনা।
প্রিয় উক্তি : আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নাই। হযরত মুহাম্মদ(সঃ) তার প্রেরিত রাসূল।
আত্নসমালোচনা : সহজসরল।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : লে-২,টা-২ এর ঘটনা। TOC ক্লাস।সকাল ৮টায় তড়িঘড়ি করে উঠে ব্রাশ করছি, দেখি ফেনা উঠছে না। ব্যাপার কি? পরে দেখি পেস্টের পরিবর্তে ফেয়ার এন্ড লাভলি ব্যবহার করছি।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বেশি বেশি ছুটি।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সকাল আটটায় ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : লোড শেডিং, প্রেম করার মতো ভাল মেয়ে।

নাম : মাশরুবা মুশাররফ (তন্বী)
স্টুডেন্ট নাম্বার :০৪০৫০৯৭

স্কুল : ক্যান্ট পাবলিক স্কুল
কলেজ : ক্যান্ট পাবলিক কলেজ
জন্ম তারিখ : ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাড়ি নং- ৫৯, রোড নং- ১/১
পূর্বগুপ্তপাড়া
রংপুর
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০৫২১৬৪৪১৪
ইমেইল : tonny_buet@yahoo.com

শখ : গান শোনা, গান গাওয়া, বন্ধুদের সাথে আড্ডা।
প্রিয় উক্তি : সকল কাজের ফলাফল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।
আত্নসমালোচনা : বাচাল, স্বার্থপর, বদমেজাজী, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, অস্থির।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : আমাদের সেভেন স্টারসের সব আনন্দই স্মরণীয়।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আমার বন্ধুরা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েটের সেই সহপাঠীরা যারা মেয়েদের মানুষ মনে করেনা।
বুয়েটে যা পেলাম না : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।

নাম : মাসুমা খানম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার :০৪০৫০৯৮

স্কুল : কে, বি, হাই স্কুল, ময়মনসিংহ
কলেজ : কে, বি, কলেজ, ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ : ১৯ সেপ্টম্বর, ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৭২/২, কেওয়াটখালী
পাওয়ার হাউজ এলাকা
ময়মনসিংহ
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ০৯১৬১৬৮০
মোবাইল : ০১৫৫৫০৩১৪৪২
ইমেইল : bithi098@gmail.com

শখ : ফেসবুকিং(আসক্ত), মুভি দেখা, বই পড়া, আড্ডা দেয়া, বন্ধুদের পিছনে লাগা এবং চমকে দেয়া।
প্রিয় উক্তি : লাইফ ইজ বিউটিফুল।
আত্নসমালোচনা : বদমেজাজী, কিছুটা স্বার্থপর, উচিত কথা মুখের উপর বলতে পারিনা, উচ্চস্বরে কথা বলি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা :বন্ধুদের সাথে টুর(সবকটি), হলের পাগলামি।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : শহীদ মিনার(বুয়েট), বন্ধুরা, রাজিনের হাসি।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সেই সব সহপাঠি ও স্যার যারা নিজেরা এখনও নিজেদের মানুষ ভাবতে শেখেনি।
বুয়েটে যা পেলাম না :বন্ধুত্ব আর ভালবাসা ছাড়া আর কিছু কি পেলাম?

নাম : আকন্দ আশফাক-উর-রহমান
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫০৯৯

স্কুল : বুয়েট স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ২৬ আগস্ট, ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাড়ি- ৬২, রোড- ১৭
সেক্টর- ১৪, উত্তরা
ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৮৯২৩৮৪৮

ইমেইল : akond.rahman@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : ehattor.buet.us
শখ : মুভি, মিউজিক, আড্ডা।
প্রিয় উক্তি : বুয়েটে যা শোনা যায়, তাই সত্য হয়।
আত্নসমালোচনা : ভাব বেশি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সিএসসি ডে’০৮ এর কালচারাল নাইট।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পরীক্ষার পরের সময়।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস, ক্লাস টেস্ট, সেশনাল, পরীক্ষা।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, রেজাল্ট, টিউশনি।

নাম : মোহাম্মদ জাবেদুল আকবর (হিমেল)
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১০০

স্কুল : বি, এল গভঃ হাই স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৭ সেপ্টেম্বর
ঠিকানা(স্থায়ী) : বিড়ালাকুঠি, মিরপুর
সিরাজগঞ্জ সদর
সিরাজগঞ্জ
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৯-২৪০৭২৭
ইমেইল : hemel04@yahoo.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : http:// hemel.buet.googlepages.com

শখ : বই পড়া, মুভি দেখা, ওয়েব সার্ফিং
প্রিয় উক্তি : Time and tide waits for none
আত্নসমালোচনা : ভাল থাকার চেষ্টা করি।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ছেড়াদ্বীপ, মহেশখালী।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ফিস্ট।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ম্যাথ ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম।

নাম : রাহবী আলভী
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১০২

স্কুল : গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ময়মনসিংহ
কলেজ : কে, বি, আই কলেজ, ময়মনসিংহ
জন্ম তারিখ : ৬ এপ্রিল
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৬০, রামবাবু রোড
বাগানবাড়ি
ময়মনসিংহ
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৩৩৩৫৪৩৮
ইমেইল : flint.cse.buet@gmail.com

শখ : ঘুমানো।
প্রিয় উক্তি : বুয়েটে সকালে ক্লাস করতে ভাল লাগেনা।
আত্নসমালোচনা : কুল ম্যান কুল।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা :
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : বুয়েট।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বুয়েট।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছুই পেলাম না।

নাম : মোহসিন ইউসুফ আহমেদ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১০৫

স্কুল : সেন্ট জোসেফ হাই স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮৫
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪১/৩, চাঁদ আবাসিক এলাকা
মোহাম্মদপুর
ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৯১২৯৭২৬
মোবাইল : ০১৭১৭-৪৪৪৪৯২
ইমেইল : mohsin0205@yahoo.com

শখ : খেলাধুলা, পর্বতারোহন, ঘুমানো।
প্রিয় উক্তি : অসময়ের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু।
আত্নসমালোচনা : অলস, পাপী, ইন্ট্রোভার্ট।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভারত বধ।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : অটো, স্টারের খাসীর রান।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : টার্ম ফাইনাল।
বুয়েটে যা পেলাম না : যা চেয়েছি, সবই পেয়েছি।

নাম : রাহনুমা ইসলাম নিশাত
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১০৬
স্কুল : উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কলেজ : ভিকারুননিসা নূন কলেজ
জন্ম তারিখ : ৩ মে, ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : ঢাবি আবাসিক এলাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৮-৯৫৩৮৮১
ইমেইল : get_nishat@yahoo.com

শখ : বই পড়া।
আত্নসমালোচনা : বোকা।

নামঃ এম, এ, রাসেদ
স্টুডেন্ট নাম্বারঃ ০৪০৫১০৮

স্কুলঃ হরিমোহন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ
জন্ম তারিখঃ ১৮ নভেম্বর
স্থায়ী ঠিকানাঃ
বাসুনিয়া পট্টি (আলিয়া মাদ্রাসার গেটের সামনে)
থানাঃ নবাবগঞ্জ সদর
জেলাঃ চাঁপাই নবাবগঞ্জ
মোবাইলঃ ০১৯১৪-৩১৩৬৩২
ইমেইলঃ rased_cse_buet@yahoo.com
ব্লগঃ http://www.somewhereinblog.net/idea

শখঃ এখন আর কোনো শখ নাই
যে উক্তি সত্য বলে মানিঃ সময়ের সাথে মানুষ সবচেয়ে বেশি বদলায়
আত্নসমালোচনাঃ মাঝে মাঝে খারুসের মত কথা বলা
বুয়েটে স্মরনীয় ঘটনাঃ ডুড [আলামিন], পো [ফ্লিন্ট] ও আশার সাথে কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমন
বুয়েট লাইফে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসঃ হল লাইফ
বুয়েট লাইফে সবচেয়ে অপ্রিয় জিনিসঃ সকাল ৮টা থেকে ক্লাস
বুয়েট লাইফে যা পেলাম নাঃ প্রেম

নাম : এ, এম, ইফতেখারুল আলম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১০৯

স্কুল : নাসিরাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১১ মার্চ, ১৯৮৭
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৪৩০/৪, সেনপাড়া
মিরপুর-১০, ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৬৭৩-৫৫৯৫৬৭, ০১৭১৬-৮৪৫২৬৭
ইমেইল : ifti5226@yahoo.com

শখ : গিটার, ক্রিকেট।
প্রিয় উক্তি : সবসময় সৎ থাকবো।
আত্নসমালোচনা : অলস, ফাঁকিবাজ, অনিয়মিত, আজাইরা কামে ব্যস্ত, আড্ডাবাজ।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিন ট্যুর এবং বুয়েট অডিটরিয়ামে পারফর্ম করা।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : ক্যাফেটেরিয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ল্যাব।
বুয়েটে যা পেলাম না : রেজাল্ট।

নাম : মোঃ তানজিরুল আজিম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১১১

স্কুল : টি এস পি কমপ্লেক্স সেকেন্ডারী স্কুল
কলেজ : ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ
জন্ম তারিখ : ৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : আফছুরখিল হাজী বাড়ি, চাটখিল, নোয়াখালী
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭৩২৭০৭৯৩৬
ইমেইল : tanzir.buet@gmail.com
ব্লগ/ওয়েব অ্যাড্রেস : www.somewhereinblog.net/hirajhil

শখ : বই পড়া।
প্রিয় উক্তি : যখন ছায়া মানুষের চেয়ে বড় হয়, মনে রাখবে সূর্য ডুবছে।
আত্নসমালোচনা : সকল খারাপ গুনাবলীর অধিকারী।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ১-২ তে প্রথম প্রেম অতঃপর সমাপ্তি।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : স্টারে খাওয়া দাওয়া।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : সকাল ৮টায় ক্লাস।
বুয়েটে যা পেলাম না : অর্ধেক প্রেম।

নাম : হরিচন্দন রায়
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১১৩

স্কুল : ডিমলা রানী বৃন্দা রানী গভঃ হাই স্কুল
কলেজ : নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী
জন্ম তারিখ : ১১ আগস্ট ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : গ্রাম- পচারহাট,
থানা- ডিমলা, জেলা- নীলফামারী, ডাকঘর- শালহাটী
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১০২২৮৮২৪
ইমেইল : hari.cse04@gmail.com

শখ : ঘোরাঘুরি করা, মুভি দেখা, গান শোনা, গ্রামের বাড়ি যাওয়া।
প্রিয় উক্তি : তুমি ব্যর্থ হবে যদি চেষ্টা চালাও তোমার পরিচিতদের সবার প্রিয়ভাজন হতে।
আত্নসমালোচনা : ভাব বেশী, বাঁচাল, স্বার্থপর, অলস।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : ২০০৯ সালের সরস্বতী পূজা এবং সিএসই ০৪ ট্যুর।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আহসানউল্লাহ্ হলের মাঠে বন্ধুদের সাথে আড্ডা ও শুয়ে থাকা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বিকেল বেলা সেশনাল করা।
বুয়েটে যা পেলাম না : বুয়েট কোন স্বপ্নই দেখাতে পারল না।

নাম : মোঃ মোশারফ হোসেন
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১১৪

স্কুল : গোয়ালন্দ নাজির উদ্দীন সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম ডিগ্রী কলেজ
জন্ম তারিখ : ১০ ফেব্রুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : কলেজ পাড়া, থানা- গোয়ালন্দ, জেলা- রাজবাড়ী
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৭১৭৩৪২২৪৯
ইমেইল : mosharafcsebuet04@yahoo.com

শখ : ঘোরাঘুরি।
প্রিয় উক্তি : বুয়েটে পড়িবে যেই জন, বাঁশ কয় প্রকার কি কি বুঝিবে সেই জন।
আত্নসমালোচনা : ভীতু, অলস।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : সেন্টমার্টিন ভ্রমন।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : আড্ডা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : পরীক্ষায় বাঁশ খাওয়া।
বুয়েটে যা পেলাম না : কিছুই পাইনি বরং অনেক কিছুই হারিয়েছি।

নাম : রিয়াদ আকরাম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১১৫

স্কুল : কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম
কলেজ : চট্টগ্রাম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৮ জানুয়ারী
ঠিকানা(স্থায়ী) : ৫৫২/১ উত্তর ইব্রাহীমপুর, মিরপুর-১৪, ঢাকা-১২১৬
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৮১৮৬৭১৩০৯
ইমেইল:riadcse11520042005@yahoo.com

শখ : বই পড়া, সিনেমা দেখা, ভ্রমন।
প্রিয় উক্তি : expect nothing, live frugally on surprise.
আত্নসমালোচনা : আত্মকেন্দ্রিক, নির্বুদ্ধিতা, বদমেজাজী, অলস।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বন্ধুদের সাথে কুষ্টিয়ায় ঘুরতে যাওয়া।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : পি এল টাইম।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট করা।
বুয়েটে যা পেলাম না : প্রেম, রেজাল্ট।

নাম : কিশোয়ার আহমেদ
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৫১১৬

স্কুল : ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাই স্কুল
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ১৫ জুন
ঠিকানা(স্থায়ী) : ফ্ল্যাট- ই ৬, বাড়ী নং- ১৩, ব্লক- বি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা
উড়োসংযোগ : মোবাইল : ০১৯১২২৪১৯৮২
ইমেইল:kishwar.bd@gmail.com

শখ : মুভি দেখা, ঘুরে বেড়ানো, গল্পের বই পড়া, অহেতুক সময় নষ্ট করা।
প্রিয় উক্তি : সবার উপর ‘বুয়েট পরীক্ষায় বাঁশ’ সত্য, তাহার উপরে নাই।
আত্নসমালোচনা : অহংকারী, স্বার্থপর, ভাব বেশী, অলস।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : আর্কিটেকচার বিল্ডিংয়ে ক্লাস করতে গিয়ে রঙ খাওয়া এবং এই জন্য স্যারের ঝাড়ি হজম।
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : কমনরুমে টেবিল টেনিস বোর্ড।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : পরীক্ষা।
বুয়েটে যা পেলাম না : কখনো ডিফল্টার হতে পারলাম না।

নাম : মোঃ ইয়াসির করিম
ষ্টুডেন্ট নাম্বার : ০৪০৮১১৭

স্কুল : মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়
কলেজ : নটরডেম কলেজ
জন্ম তারিখ : ৪ মে ১৯৮৬
ঠিকানা(স্থায়ী) : বাড়ি- ৩৬, রোড- ২১, রূপনগর আবাসিক এলাকা, মিরপুর, ঢাকা
উড়োসংযোগ : টেলিফোন : ৯০০৯২২২
মোবাইল : ০১৯১১০৮৯৬৩২
ইমেইল : yasser.sunny@gmail.com

শখ : গল্পের বই পড়া, মুভি দেখা এবং ফুটবল।
প্রিয় উক্তি : এ আই তে এ+ পাওয়া অসম্ভব।
আত্নসমালোচনা : অলস, চিন্তাশীল ও পেটুক।
বুয়েটে স্মরণীয় ঘটনা : বুয়েটের প্রথম দিন (১১ ডিসেম্বর ২০০৪)
বুয়েট লাইফে প্রিয় জিনিস : হলে ল্যান এ ফিফা খেলা।
বুয়েট লাইফে অপ্রিয় জিনিস : ক্লাস টেস্ট।
বুয়েটে যা পেলাম না : সেশনাল ছাড়া কোন টার্ম।

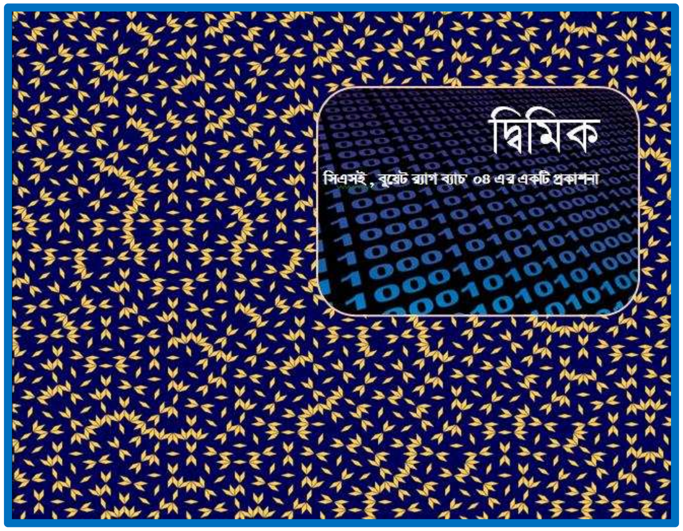
দ্বিমিক
সিএসই , বুয়েট র‍্যাগ ব্যাচ '০৪ এর একটি প্রকাশনা